প্রাচীন কবিসংগ্রহ।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীগোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বারা সঙ্কলিত ও

প্রকাশিত।

ভবানীপুর।

২৮ ও ৫০ নং, জেলিয়াপাড়া রোড, সুবরবন

যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৪ সাল

ভূমিকা।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে রঙ্গভূমিতে কবি গাহনা প্রচলিত ছিল। কবি গীতি রচয়িতাগণ দুইটি দল সাজাইয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইতেন এবং গীতি রচনা দ্বারা পরস্পর প্রশ্নোত্তর প্রদান পূর্ব্বক রসভাবজ্ঞ সামাজিকগণের মনোরঞ্জন করিয়া সংগীতসমরে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতেন। ঐ সকল কবিগানের অনুপম রসভাব, সুললিতশব্দবিন্যাসচাতুরী ও উপস্থিত রচনাশক্তি দ্বারা সামাজিক মাত্রেরই মন মোহিত হইত। এমন কি তাল লয় বিশুদ্ধ কবিগীতি শ্রবণ করিয়া আবাল বৃদ্ধ—কি সংগীতজ্ঞ কি সংগীতানভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই যার পর নাই প্রীতি অনুভব করিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সেই সকল কবিগীতি রচয়িতাগণের সঙ্গে সঙ্গেই কবি গান ব্যবহার একবারে লোপ হইবার সম্ভাবনা হইয়া গিয়াছে।

সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রাচীন কবিগণের কবিগান পাঠ মাত্রে এবং প্রশ্ন ও উত্তর প্রদানের নৈপুণ্য দর্শনে সাতিশয় বিমোহিত হন। অতএব তাদৃশ অমৃতময় রসভাব পূর্ণ গণের প্রাচীন কবি রচিত সংগীত সকলের বিলোপ হওয়া বঙ্গবাসিগণের (বিশেষতঃ সংগীত রসভাবজ্ঞ ব্যক্তিগণের) একান্ত দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। আমি এজন্য বিশেষ শ্রম ও যত্ন সহকারে পূর্ব্বতন কবিগণের রচিত কবিগানের প্রশ্ন ও উত্তর যত দূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তৎসমুদয় পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া সাধারণের পাঠার্থ প্রকাশ করিলাম। পাঠকগণের প্রীতিকর হইলেই পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব, ইতি।

কবিগীতির সৃষ্টি বিবরণ।

কবিগীতির সৃষ্টিকর্ত্তা রাসু নৃসিংহ, নালু নন্দলাল ও রঘু নাথ দাস এবং

গোঁজলা গুই। ইহাদের মধ্যে রঘুনাথ দাসের রচিত গান হরু ঠাকুর স্বর্গীয় রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরকে শ্রবণ করাইয়া তঁহার চিত্ত রঞ্জন করেন। রাজা শ্রবণমধুর সংগীত শ্রবণে বিমোহিত হইয়া ঠাকুরকে এক জোড়া শাল পুরস্কার করিলেন। ঠাকুর উক্ত শাল ঢুলিকে অর্পণ করিলেন। রাজা তদ্দর্শনে মনে মনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন, মহারাজ বিরক্ত হইবেন না। আমি ব্যবসায়ী গায়ক নহি; সুতরাং আমি মহারাজের প্রদত্ত পুরস্কার স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া ঢুলিকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রীতিসহকারে হরু ঠাকুরকে স্বয়ং দল করিতে আদেশ করিলেন এবং সেই দলের ব্যয় ও ঠাকুরের সংসারযাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত রাজকোষ হইতে বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। ঠাকুর স্বরচিত নব নব সংগীত দ্বারা অসামান্য রচনা শক্তির পরিচয় প্রদানে রাজার মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে নিত্যানন্দ বৈরাগী, ভবানী চরণ বণিক ও ভীমদাস মালাকার প্রভৃতি কতিপয় কবিগানগায়কেরা হরু ঠাকুরের প্রতিপক্ষে দল করিলেন। নিত্যানন্দ বৈরাগী স্বয়ং গান রচনা করিতে পারিতেন না। গৌর কবিরাজ ও নবাই ঠাকুর নিত্যানন্দের দলের গান রচনা করিয়া দিতেন। তৎকালে রঙ্গভূমিতে এক দলের কৃত প্রশ্নে অন্য দলের আসরে উত্তর প্রস্তুত করার পদ্ধতি ছিল না।

প্রতি পক্ষের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া পূর্ব্বেই উত্তর প্রস্তুত করা হইত। রামবসু আসরে উত্তর বচনা করিয়া গান করিবার প্রথা সৃষ্টি করেন। কলিকাতাস্থ মৃত রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনেই প্রথম কবিগানের নূতন আর্বিভাব। রাজা অতিশয় সংগীতগুণগ্রাহী ও বিলক্ষণ উদারচেতা ছিলেন। একমাত্র তাঁহার উৎসাহে তৎকালে কবিগানের এতদূর সমাদর হইয়াছিল। উক্ত রাজার পরলোক গমনে হরুঠাকুর বিষাদকাতরতা প্রযুক্ত কবির দল পরিত্যাগ করেন। নিত্যানন্দ বৈরাগী প্রভৃতি কিছু নিজ দল রাখিয়া লোকের মনোরঞ্জন করেন। পরে হরুঠাকুরের আদেশানুসারে তাঁহার শিষ্য নীলুঠাকুর, রামপ্রসাদ ঠাকুর ওভোলানাথ ময়রা দল

করিলেন। নীলু ও রামপ্রসাদ দুই সহোদরের একটী দল আর ভোলানাথ ময়রার একটী দল। ইহারা সকলে হরুঠাকুরের রচিত গান গাইতেন। হরুঠাকুরের সহিত নীলু রামপ্রসাদের কিঞ্চিৎ মনান্তর হওয়ায় নীলু রামপ্রসাদ অন্যের রচিত গান শ্রবণ করাইয়া শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। এমন কি পরিশেষে নীলু রামপ্রসাদের যত্নেই প্রসিদ্ধ ওস্তাদী দল বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়া উঠিল। ভোলানাথ ময়রা কিছু কাল হরুঠাকুরের রচিত গান গাইতেন, পরে রামসুন্দর রায় প্রভৃতি এই দলের গান রচনা করিতে লাগিলেন। এই দলটীও ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্ট ওস্তাদী দল বলিয়া পরিগণিত হইল। এই সময়ে মোহন সরকার, লক্ষ্মী নারায়ণ যোগী, নীলমণি পাটুনি, রামসুন্দর স্বর্ণকার, আন্তনি সাহেব, গুরোডুম্বো ও সৃষ্টিধর ছুতার প্রভৃতি কবির দল করিয়া সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। গ দাধর মুখোপাধ্যায়, রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ঠাকুর দাস চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়. রামসুন্দর রায় গোরক্ষ নাথ যোগী ও রাম বসু প্রভৃতি এই সকল দলের গান রচনা করিয়া দিতেন। ইহাদের মধ্যে রাম বসুই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইনিই রঙ্গভূমিতে প্রশ্নোত্তরের রীতি প্রবর্ত্তিত করেন। কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে নীলু রাম প্রসাদের সহিত ভোলানাথ ময়রার প্রথম সংগীতসমর হয়। এই সংগীতসমরে যে সকল প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর রচিত হইয়াছিল তাহাও এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম। প্রোক্ত কবিগীতি রচয়িতাগণের জীবন বৃত্তান্তের বিষয় যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল।

হরুঠাকুর—ইনি বাঙ্গালা ১১৪৫ সালে কলিকাতা সিমুলিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কালী চন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী। ইহার প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী কবিওয়ালার মধ্যে ইনি ব্রাহ্মণ বলিয়া ঠাকুর উপাধি প্রাপ্ত হন। রঘুনাথ দাস ইহার রচিত গান সকল সংশোধন করিয়া দিতেন। ইনি প্রথমতঃ একটী সখের দল করিয়া রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে গান করেন। পরে রাজার আদেশে বৈতনিক দল করিয়া লোকরঞ্জনে প্রবৃত্ত হন। রাজার

লোকান্তর গমনে শোকবিভ্রান্তচিত্ত হইয়া একবারে কবি গাহনা পরিত্যাগ করিলেন। প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে হরুঠাকুর মানব লীলা সম্বরণ করেন।

নিত্যানন্দ বৈরাগী—ইহার জন্মস্থান চন্দ্র নগর। ১২৪০ বা ১২৪২ সালে ইহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০। ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। পুত্র সন্ততি ছিল না, দৌহিত্র উদয় চাঁদ কিছুকাল ইহার দল রাখিয়াছিল। এক্ষণে ঐ দলটী শ্রীনাথ দাস চালাইয়া আসিতেছে।

ভবানী চরণ বণিক—ইহার বাস স্থান কলিকাতা যোড়াসাঁকো। ইনি বাণিজ্য কার্য্য করিতেন। প্রায় ৭০। ৭৫ বৎসর বয়সে কাল গ্রাসে পতিত হন। উহার বংশাবলি কেহই নাই।

বলরাম বৈষ্ণব—ফরাসিডাঙ্গায় ইহার বাস ছিল। উক্ত বলরামের পুত্র পৌত্রাদি না থাকায় দৌহিত্র কৃষ্ণদাস ঐ দল চালাইয়া ছিলেন।

ভীম দাস মালাকার—ইঁহার জন্মস্থানাদি ও বংশে কেহ আছে কিনা, তাহার নির্ণয় নাই।

নীলু রামপ্রসাদ—কলিকাতা হেদুয়া পুষ্করিণীর নিকট নীলু রামপ্রসাদের বাটী ছিল। উহাদের উপাধি চক্রবর্ত্তী। প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে নীলু ঠাকুরের মৃত্যু হয়। পরে ইহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রামপ্রসাদ ঠাকুর ৮০। ৮২ বৎসর বয়ক্রমে পরলোক গমন করেন। নীলু রামপ্রসাদের দৌহিত্র বংশীয়েরা অদ্যাপি কবির দল চালাইয়া আসিতেছেন।

ভোলানাথ ময়রা—কলিকাতা সিমলা ইহার বাসস্থান। ৭২। ৭৩ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার সন্ততিগণ অদ্যাপি কবির দল চালাইতেছেন।

রামচন্দ্র বসু—ইহার বাসস্থান সালিখা জয়নারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ৫০।৫২ বৎসর বয়সে কাল গ্রাসে পতিত হন। ইনি কখনই বিষয় কর্ম্ম করেন নাই। কেবল কবি গাহনা দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

রামসুন্দর স্বর্ণকার—কলিকাতা হাড়কাটার গলি ইহার বাসস্থান। ইনি পূর্ব্বে কেরাণীগিরি কর্ম্ম করিতেন পরে কবির দল করিয়া উক্ত কর্ম্ম

পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোক রঞ্জন ও অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন। ৮২ কিম্বা ৮৩ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়।

উল্লিখিত ওস্তাদগণ পরলোক গমন করিলে ওস্তাদী কবির গৌরব ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল। পরে বাগবাজার নিবাসী মোহনচাঁদ বসু পদ্ধতি মতে প্রথমতঃ সখের দাঁড়া কবি ও পরে হাফ আকড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন। যোড়াসাকো নিবাসী সংগীতরসজ্ঞ রামলোচন বসাক বসুমহাশয়ের প্রতিপক্ষে একটী দল করেন। গদাধর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ দলের রচনাকার ছিলেন। কখন কখন রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও ঐ দলের গান রচনা করিয়া দিতেন। কি হাফ আকড়াই, কি সখের দাড়া কবি সকলই মোহন চাঁদের সুরে গীত হইত।

যোড়াসাকোর দলে রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুর প্রস্তুত করিয়া দিতেন। এখনও যোড়াসাকোস্থ সকল দলেই ঐ সুরে গান করা হয়। মোহন চাঁদ প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি কখন কাহার চাকরি করেন নাই। ইহার পিতামহ রামচরণ বসু দেওয়ান ছিলেন। ইহার পিতার নাম জয়নারায়ণ বসু। ইনি পৈতৃক বিষয় হইতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন।

উপসংহার কালে এ স্থলে আমার বক্তব্য এই যে সংগীত রসজ্ঞ শিবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়, জেলা ২৪ পং অন্তর্গত ধপধপি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নয়নচাঁদ বসু, জেলানদীয়ার অন্তর্গত দত্তপুল নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্র-ভূষণ দত্ত মহাত্মাগণ কতকগুলি গান সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এখন পাঠক মহোদয়গণের সমীপে আমার নিবেদন, যে যদি এই সকল প্রাচীন গানে কোন অসম্বন্ধ কি অসংলগ্ন পদ বিন্যস্ত হইয়া থাকে তাহা স্ব স্ব সহৃদয়তাগুণে সংশোধন করিয়া লইবেন। কারণ ঐ সকল পদের সংশোধনে রসভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া যেরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি অবিকল তাহাই মুদ্রিত করিলাম। তবে আমার নিজের রচিত গান সমূহে ঐরূপ কোন পদ অসম্বন্ধ কি অসংলগ্ন থাকিলে অনুকম্পা পূর্ব্বক আমাকে জানাইবেন। বারান্তরে সংশোধন করিতে পারিব।

ওস্তাদি ও সখের দাঁড়া কবি এবং হাফ্‌আকড়াই গান ও পাঠের নিয়ম।

কবি গীতির এই নিয়ম যে চিতান নিম্নে ও মহড়া শিরোভাগে লিখিত থাকে। বর্ত্তমান সময়ের নব্য শ্রোতৃবর্গের অনেকেই প্রাচীন কবিগীতি শ্রবণ করেন নাই; সুতরাং পাঠের নিয়মও বিশেষ অবগত নহেন। তাঁহাদের পাঠের সুবিধার নিমিত্ত নিম্নভাগে মহড়া ও শিরোভাগে চিতান লিখিত হইল। এরূপ বৈপরীত্য না করিলে পাঠকালে রসভঙ্গের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। দাঁড়াকবির প্রথম চিতান, পরে পরচিতান, ফুকা, মেলতা, মহড়া এবং মহড়ার শেষে খাদ। খাদ সমাপনে দ্বিতীয় ফুকা ও দ্বিতীয় মেল্‌তা। সর্ব্বশেষে অন্তরা। অন্তরা শেষ হইলে কোন কোন গানের পুনরায় চিতানাদি হইয়া মিলবে। হাফ্‌আকড়াইয়ের নিয়ম প্রায় অবিকল ঐরূপ। কেবল ফুকার পরে একটি ডবল ফুকা গাইতে হয়। মোহন চাঁদ বসু ও রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি এই রীতিতে গান রচনা করেন। আমিও এই মহাত্মাদিগের প্রবর্ত্তিত প্রণালী অনুসরণ করিলাম। হাফ্ আকড়াই কবিগানে প্রথম চিতানের পরের মেলতার সহিত ক্রমশঃ দ্বিতীয় চিতানের সমান অক্ষরে মিল থাকিবে। কিন্তু প্রত্যুত্তর গানে প্রায়ই অন্তরা ও দ্বিতীয় চিতান থাকে না। শরদধিকারে সখীসংবাদ ও বিরহ বিষয়ক গানে প্রায়ই বেহাগ, জয়জয়ন্তী, খেউড়ে ভৈরবী এবং বিভাস দেখা যায়। আর বসন্তাধিকারের সখীসংবাদ ও বিরহ বিষয়ক গানে বাহার বসন্ত রাগ। তাল তিওট, আড়া, ধামার ইত্যাদি। ওস্তাদি কোন কোন গানে ঠুংরি তাল ও আছে। সখের দলের দাঁড়াকবি ও হাফ্‌আকড়াই গনের তেহারানে দোলনাদি ভিন্ন অন্যকোন তাল দেখা যায় না।

প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে ভবানীপুরে "নলদময়ন্তী" যাত্রারদল ছিল। এই যাত্রার দল করিতে বিপুল অর্থব্যয় হয়। রামবসু যাত্রার গান রচনা করেন। গানগুলি এমন মধুর ও সুললিত শব্দে রচিত হইয়াছিল যে শ্রবণ করিলে কর্ণে অমৃত ধারা বর্ষণ করিতে থাকে। ১০। ১৫ আসর গাহনার পর যাত্রাটী বন্ধ হইয়া যায়। পরে ভবানীপুর নিবাসী রামকান্ত বন্দ্যো-

পাধ্যায়ের মধ্যমপুত্র শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামবাসী সকলের অনুরোধে সখের দাঁড়াকবি প্রস্তুত করেন। কালীঘাট নিবাসী হরলাল হালদার, ঈশ্বরচন্দ্র হালদার, কালীচন্দ্র হালদার ও গঙ্গাকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে একত্র হইয়া এই দলের প্রতিপক্ষে আর একটী দল করেন। ক্রমশঃ দশ বার বৎসর পর্য্যন্ত রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ভবনে এই উভয় দলের গাহনা হয়। শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোক গমনে তাহার অনুজ শ্রীরাজনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শম্ভু চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এই দলটী চালাইয়াছিলেন। শারদীয় পূজা উপলক্ষে ক্রমে দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয়ের ভবনে প্রায় ২০।২৫ বৎসর পর্য্যন্ত ভবানীপুর ও কালীঘাট উভয় দলের সংগীত সমর হয়। জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভবানীপুরের দলে গান রচনা করিতেন। কালীঘাটের দলে অন্যান্য বাঁধনদার গীত রচনা করিতেন। মথুরামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সুর দিতেন। পরে উভয় দলেই মোহনচাঁদ বসুর সুর ব্যবহৃত হইত। শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুরের দলে প্রধান গায়ক। ইনি জনসমাজে দ্বিতীয় মোহনচাঁদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। উপরোক্ত ব্যক্তিগণ পরলোক গমন করিলে উভয়দলের গাহনা বন্ধ হইয়া যায়। পরে ভবানীপুর নিবাসী বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ রায় চৌধুরী, শ্রীশ্রীমন্ত মুখোপাধ্যায় ও আমার উৎসাহে আর একটী দল হইয়াছিল। ১২৫৪ সাল হইতে ১২৬১ সাল পর্য্যন্ত ক্রমে হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে শারদীয় পূজার সময় উভয় দলের গাহনা হয়। এই উভয় দলের প্রশ্ন ও উত্তর গান সকল যে পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইলাম, এই পুস্তকে লিখিত হইল।

কবিগীতি রচনার নিয়ম।

দাঁড়াকবির প্রথমে চিতান ও পরচিতান, তৎপরে ফুকা, ফুকার পর মেল্‌তা, মেলতার পর মহড়া পরে শওয়ারি থাকিবে। শওয়ারির পর খাদ, পুনর্ব্বার ফুকা, মেল্‌তা ও মেলতার পর অন্তরা রচনার নিয়ম। অন্তরা সমাপনে

দ্বিতীয় চিতান। পূর্ব্বতন কবিগান রচয়িতাদিগের অন্তরা রচনার যে রীতি ছিল এক্ষণে সে রীতি উঠিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় ফুকার পরেই গীত সমাপন হয়। হাফ্‌আকড়াই গান রচনার নিয়মও অবিকল এইরূপ। কেবল ফুকার পর একটি ডবল ফুকা রচনা করিতে হয়। আর হাফ্‌আকড়াই গানে অন্তরা থাকে না। কবিগীতি রচয়িতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মহড়া হইতে রচনা আরম্ভ করেন। কেহ বা চিতান হইতে রচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু চিতান হইতে আরম্ভ করিলে সহজে রচনা করিতে পারা যায়। আসরে প্রত্যুত্তর প্রদান কালে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গান রচনা করা আবশ্যক। সুতরাং চিতান হইতেই রচনা আরম্ভ করিতে হয়। যে অক্ষরে চিতানের শেষ হইবে, পরচিতানের মিলও তাহার সমানাক্ষরে থাকিবে। ফুকার প্রথম ও শেষপদে সমানক্ষরে মিল। মেল্‌তার শেষ পদের সহিত মহড়ার শেষপদে সমানাক্ষরে মিল। খাদে ও ঐরূপ মিল থাকিবে। খাদের পর যে দ্বিতীয় ফুকা ও মেল্‌তা থাকে তাহার ও মহড়ার মিলের সহিত সমানাক্ষরে মিল। কেহ কেহ সখের দলের হাফআকড়াই এবং দাঁড়াকবির ভাব গোপন রাখিবার জন্য চাপা গীত রচনা করেন। এরূপ চাপা গীত রচনার উদ্দেশ্য উত্তর রচনায় কাল বিলম্ব ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। যদিও প্রথমতঃ ভাবগোপন থাকে তথাপি গানের শেষভাগে ভাব প্রকাশ করিতে হয়। নচেৎ রচনা দোষশূন্য হয় না। যে বিষয় লইয়া গান রচনা করিবে, রচনার প্রারম্ভ হইতেই সেই বিষয় প্রকাশিত থাকা আবশ্যক নতুবা প্রত্যুত্তর গান সুললিত হয় না। আর শ্রোতৃ বর্গও সহজে ভাব বোধ করিতে পারেন না। এই পুস্তকসন্নিবেশিত গান সকল প্রাগুক্ত নিয়মে প্রকাশিত হইল; সুতরাং পৃথক উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না।

শ্রীগোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাচীন কবিসংগ্রহ।

ভবানী বিষয়ক।
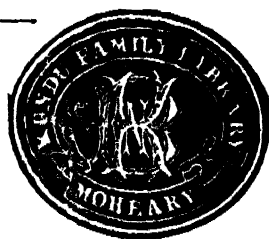
(১)

রাম বসুর প্রণীত সপ্তমী গীত।

১ চিতান। গৌরী কোলে করে নগেন্দ্ররাণী করুণবচনে কয়।

১ পরচিতান। উমা মা আমার সুবর্ণলতা শ্মশান্‌বাসী মৃত্যুঞ্জয়॥

১ ফকা। মরি জামাতার খেদে তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ্ কাঁদে দিবানিশি।
আমি অচল নারী, চলিতে নারি, পারি না যে দেখে আসি।

১ মেল্‌তা। আছি জীবনমৃত হয়ে, আশাপথ চেয়ে, তোমায় না হেরিয়া নয়ন ঝরে।

মহড়া। কও দেখি উমা, কেমন ছিলে মা, ভিখারী হরের ঘরে।
জানি নিজে সে পাগল, কিছু নাই সম্বল, ঘরে ঘরে বেড়ায় ভিক্ষা করে।

খাদ। শুনে জামাতার দুখ্ খেদে বুক্ বিদরে।

২ ফুকা। তুমি ইন্দুবদনী কুরঙ্গনয়নী কনকবরণী তারা।
জানি জামাতার গুণ, কপালে আগুণ, শিরেজটা বাকল্ পরা।

২ মেলতা। আমি লোকমুখে শুনি, ফেলে দিয়ে মণি, ফণী ধরে অঙ্গে ভূষণ করে।

অন্তরা। মরি ছি! ছি! ছি! একি কবার কথা, শুনে লাজে মরে যাই, তোমা হেন গৌরী, দিয়েছেন গিরি, ভুজঙ্গেতে যার ভয় নাই, মাখে অঙ্গেতে ছাই।

২ চিতান। তুমি সর্ব্বমঙ্গলা, অকূলের ভেলা, কূলে এনে দিতে পার।

২ পরচিতান। দেখে খেদে ফাটে বুক, তোমার এত দুখ্, সে দুখ ঘুচাতে নার।

৩ ফুকা। তুমি রাজার বালিকা, মায়ের প্রাণাধিকা, ভাগ্যেতে মা হলি শিবদারা।
মরি দুঃখেতে শঙ্করী, শঙ্কর ভিকারী, উপজীব্য ভিক্ষা করা।

৩ মেলতা। সদা বলি মা গিরিকে, আন গে গৌরীকে, কত কষ্ট উমার কৈলাস পুরে।

(২)

৺রামবসুর প্রণীত সপ্তমী গীত।

১ চিতান। ফিরি এলে গিরি কৈলাসে গিয়ে, তত্ত্ব না পাইয়ে যায়।

১ পরচিতান। তোমার সেই উমা, এই এলো মা, সঙ্গে শিব পরিবার।

১ ফুকা। এখন যন্ত্রণা এ ভালে, ওহে গিরিরাজ, গঞ্জনা দূরে গেল।
আমার মা কৈ মা কৈ বলে, উমা ঐ ব্যগ্র হয়ে দাঁড়াল।

১ মেল্‌তা। বলে মা তোমার আশীর্ব্বাদে, আছি মা ভাল, দুখিনীর দুখ ভাব্‌তে হবে নাই।

মহড়া। উমা অন্নপূর্ণা হয়েছেন কাশীতে, রাজরাজেশ্বর, হয়েছেন জামাই।

খাদ। শিব এসে বলে মা, শিবের সে দিন আর এখন নাই।

২ ফুকা। যারে পাগল পাগল বলে, বিবাহের কালে, সকলে দিলে ধিক্কার;
এখন সেই পাগলের সব, অতুল বৈভব, কুবের ভাণ্ডারী তার।

২ মেলতা। এখন শ্মশানে মশানে,বেড়ায় না মেনে, আনন্দ-কাননে যুড়াবার ঠাই।

অন্তরা। হোক্ হোক্, হোক্ উমা সুখে রোক্, সদাই হোত মনে। ভিখারীর ভাগ্যে পড়েছেন দুর্গে,তার ভাগ্যে এমন হবে কে জানে।

২ পরচিতান। দুহিতার সুখ শুনিলে গিরি, যে সুখ হয় গো মাতার।

আছে যার কন্যা, সেই জানে অন্যে, কি জানিবে আর।

৩ ফুকা। যদি পথিকে কেউ বলে, ওগো উমার মা, উমা ভাল আছে তোর; যেন করে স্বর্গ পাই, অমনি ধেয়ে যাই, আনন্দে হয়ে বিভোর।

৩ মেলতা। শুনে আনন্দময়ীর আনন্দ সংবাদ, আনন্দে আপনি আপ্‌না ভুলে যাই।

(৩)

সপ্তমী গীত।

৺ রাম বসুর কৃত ৺ মোহনলালসরকারের দলে গীত হয়।

১ চিতান। গত নিশিযোগে আমি হে দেখিছি সুস্বপন।

১ পরচিতান। এল হে সেই আমার তারা ধন।

১ ফুকা। দাঁড়ায়ে দুয়ারে, বলে মা কই, মা কই, মা কই আমার, দেও দেখা দুখিনীরে।

১ মেল্‌তা। অম্‌নি দুবাহু পসারি, উমা কোলে করি, আনন্দেতে যেন আমি নয়।

মহড়া। ওহে গিরি গা তোল হে, উমা এলেন হিমালয়।

সওয়ারি। উঠ দুর্গা দুর্গা বলে, দুর্গা কর কোলে, মুখে বল জয় জয় দুর্গা জয়।

খাদ। কন্যা পুত্র প্রতি বাৎসল্য, তায় তাচ্ছিল্য, করা নয়।

২ ফুকা। আঁচল ধরে তারা, বলে ছি মা, কি মা, মাগো, ওমা, মা বাপের কি এমনি ধারা।

২ মেল্‌তা। গিরি তুমি যে অগতি, বুঝে না পার্ব্বতী, প্রসূতির অখ্যাতি জগন্ময়।

অন্তরা। মা হওয়া যত জ্বালা, যাদের মা বল্‌বার আছে, তারাই জানে। তিলেক না হেরিয়ে মর্ম্মে ব্যথা পাই, কর্ম্মসূত্রে সদা স্নেহে টানে।

২ চিতান। তোমারে কেউ কিছু বল্‌বে না, দেখে দারুণ পাষাণ;

২ পরচিতান। আমার লোক গঞ্জনায় যায় প্রাণ।

৩ ফুকা। তোমার ত নাই স্নেহ, একবার ধর কোলে কর, পবিত্র হ'ক পাষাণ দেহ।

৩ মেল্‌তা। আহা এত সাধের মেয়ে, আমার মাথা খেয়ে, তিন দিন বই রাখেন না মৃত্যুঞ্জয়।

(৪)

সপ্তমী গীত।

ভবানীপুর নিবাসী কবিবর ৺ জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত। ৺ দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে ভবানীপুরের সখের দলে গীত হয়।

মেনকার প্রতি উমার উক্তি।

১ চিতান। শরদ কালেতে, শিখরীর কোলেতে, বসিয়া সিংহ-বাহিনী।

১ পরচিতান। রাণীকে ভৎর্সনাছলে, কহিছেন ভবভাবিনী।

১ ফুকা। হাঁগো মা, মা গো মা, তাই তোমারে গো সুধাই।

মা বাপ থাক্‌তে কি মা, কন্যার মুখ চাইতে নাই।

১ মেল্‌তা। ভাবি তাই মনে সর্ব্বক্ষণ, কেমন তোর কঠিন মন, এমন ত দেখি নাই মা জগতে।

মহড়া। আমার দৈন্য ভেবে কি মা ভিন্ন ভাবিস্‌ মনেতে।

সওয়ারি। শিবের থাকিলে বৈভব, বাড়িত গৌরব, দুবেলা তত্ত্ব করে পাঠাতে।

খাদ। সুধাই তাই মন দুখেতে।

২ ফুকা। নির্ধন স্বামী আমার শঙ্করের সম্পদ নাই। তাই কি বাৎসল্যতায়, তাচ্ছিল্য দেখ্‌তে পাই,

৩ মেল্‌তা। মায়ের মায়া নাই দুহিতায়, এদুখ কব কায়, মরি মা এই মনের খেদেতে।

অন্তরা। ভাল মা গো আমি যেন হয়েছি, দুঃখী জনার গৃহিণী তা বলে তনয়ায়, মা হয়ে কোথায়, ভুলে রয় বল ওগো পাষাণী।

২ চিতান। আমারে গৃহান্তর, করিয়া সংবৎসর, স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্ত ছিলে।

২ পরচিতান। মনে কর্ত্তে না মা বারেক ভুলে।

৩ ফুকা। ধন কড়ি রত্নভূষণ, থাক্‌মা তোর্‌ অন্তরে, কড়ার দ্রব্য লয়ে মা পাঠাও নাই কৈলাসপুরে।

৩ মেল্‌তা। জান্‌লাম ধনের মান্যতা, স্নেহের ন্যূনতা, সহ্যতা হয় কি এ মা প্রাণেতে।

(৫)

সপ্তমী।

ভবানীপুর নিবাসী শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃত।
৺ হরলাল ঠাকুরের বাটীতে গীত হয়।

১ চিতান। আনন্দে মগনা, শিখরী-অঙ্গনা, আনন্দময়ী পাইয়ে।
১ পরচিতান। করুণায় সম্ভাষেণ রাণী, গৌরীর শ্রীমুখ চাহিয়ে।
১ ফুকা। শঙ্করি, শুভকরি, আয় মা কোলে করি আয়,
শ্রীমুখ মণ্ডলে, একবার মা বলে, ডাক্ মা উমা গো
আমায়।
১ মেল্তা। তোমা বিহনে তারিণি, যেন মণিহারা ফণী হয়ে
ছিলাম মা, মা, মা গো। সে দুঃখ ঘুচিল আজি
হর-অঙ্গনা।
মহড়া। কও মা কেমন ছিলে শিবালয়ে শিবানী ইন্দুবদনা।
শুনি লোকমুখে শিব, বিহীন-বৈভব, ফণী সব
নাকি ভূষণ তার, ছিছি সেই হরের করে, দিয়াছি মা
তোরে, কত দুখ সহ্য কর ত্রিনয়না।
খাঁদ। আমি সহজে অবলা, তায় মা অচলা, তত্ত্ব করতে
পারি না।
২ ফুকা। বলি মা গিরিরাজে, দেখে এস গো উমায়;
নারী পেয়ে ছলে, সে আমায় বলে, দেখে এলাম
অন্নদায়।
২ মেল্তা। কিন্তু লোকের মুখে শুনি, দীন অতি দাক্ষা-

য়ণী, ভবভাবিনী। মা মা গো, এসব দুখ মা মায়ের প্রাণে সহে না।

(৬)

সপ্তমী গীত।

কবিবর ৺ জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরচিত।

উমার প্রতি মেনকার উক্তি।

১ চিতান। ভবনে ভবানী, পাইয়া পাষাণী, পুলকে হয়ে মগনা।

১ পরচিতান। ঈশানী সম্বোধনেতে রাণী কয় করে করুণা।

১ ফুকা। মা তোমায় নয়ন্‌পথে হারিয়ে ত্রিনয়না,
কেঁদে কেঁদে তারা চক্ষের তারা ছিল না।

১ মেলতা। আজি সেদিন ঘুচিল, সুদিন হইল, এ দিন হবে মনে না জানি।

মহড়া। একবার আয় মা করি কোলে দুখ্‌পাসরা নন্দিনী।
চারুচন্দ্রাস্যে প্রাণ উমা, ডাক মা, বলে মা, শুনে মা যুড়াই তাপিত প্রাণী।

খাদ। সুধাই তাই ওগো ঈশানী।

২ ফুকা। যার উমা জগতের মা, তার কি মা এমন হয়;
হাঁগো প্রাণের তারা, সেও কি উমা হারা রয়।

ফুকার পর মেল্‌তা। মা তোর শ্রীমুখ না হেরে, যে দুখ অন্তরে, ছিলাম মণিহীন ফণী দিবা যামিনী।

অন্তরা। ভাল মা গো, মা তোর যেন পাষাণী, তুই ত জগৎ-

জননী, ভাল তা বলে মা একবার, মায়ে তোমার,
মনে কর কৈগো তারিণী।

২ পরচিতান। কৈলাস শিখরে, শঙ্করের ঘরে; গিয়ে মা ভুলে
থাক মায়।

৩ পরচিতান। মা বলে করিস্ না মা মনেতে, এ দুখ বলি
গো মা কায়।

পরচিতানের পর ৩ ফুকা। বালিকা কালিকায়, না হেরে মা
নয়নে, গেছে অশ্রুজলে দিন ওমা হর-অঙ্গনে।

পরচিতানের ফুকার পর মেল্‌তা। আমি একে মা অবলা,
তাতে গো অচলা, শক্তিহীন শক্তিতত্বে ঈশানী।

---

(৭)

৺কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত; ৺নীলুঠাকুর কর্ত্তৃক গীত হয়।

চিতান। শ্রীদুর্গা জয় দুর্গা, জয় জয় দুর্গা, দুর্গাসুর ঘাতিনী।

পরচিতান। উমে, অম্বে, অন্নপূর্ণে অভয়ে ভবভয়বিনাশ-
কারিণী।

ফুকা। ত্রাহি মে, ভবদুর্গমে, ভবানী; ত্বংহি তারা আদ্যা
নিরাকারা পূর্ণপরাৎপরা ঈশানী।

মেল্‌তা। মা গো ন জানামি স্তুতি, তোমার হৈমবতী, স্বগুণে
নিগুর্ণে তার নিস্তারিণী।

মহড়া। শরণাগতোহহং তব শ্রীপদে তারিনী, যদি কর
হেন জ্ঞান ভজন পূজন বিহীন এদীন; কিন্তু বেদা-

দিতে শুনি, পতিত পাবনী, নাম তোমার ওমা শিব-
সীমন্তিনী।

খাদ। কৃপাং কুরু কাতরে কৃপাকারিণী।

দ্বিতীয় ফুকা। অভয় কৃতান্তভয়ে দেহ মা; তোমাবিনা
নিস্তারিতে দীন নাই ত্রিভুবনে কেহ উমা।

দ্বিতীয় মেলতা। শুনি অসীম মহিমা, তব দুর্গানামে মা,
তুমি গো নিশুম্ভ শুম্ভ বিনাশিনী।

---

(৮)

ভবানী বিষয়ক।

৺দর্পনারায়ণ কবিরাজের প্রণীত।

চিতান। ত্বং নমামি পরাৎপরা পতিতপাবনী।

পরচিতান। কাতর কিঙ্করে হের হরমোহিনী।

ফুকা। কঙ্কালী, করুণাময়ী, কুলকুণ্ডলিনী ত্বয়ি, গিরিজা
গণেশজননী (মা গো)।

মেল্‌তা। ত্বংহি শক্তি, ত্বংহি মুক্তি, কলুষনাশিনী।

মহড়া। শিবসীমন্তিনী,
শিবাকার মঞ্চোপরে, মহাকাল সমিভ্যারে, আনন্দে
বিহারিণী।

খাদ। অভয়া অপরাজিতা কালবারিণী।

দ্বিতীয় ফুকা। অকূল ভবসংসারে, তার তারা কৃপাকরে,
গতি নাহি তোমা বিনা আর (মা গো)

দ্বিতীয় মেল্‌তা। পদতরি দেহ, তরি মহেশ মোহিনী।

(৯)

ভবানী বিষয়ক।

ভবানীপুর নিবাসী কবিবর ৺পার্ব্বতী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত।

১ চিতান। কর্ম্ম দোষে, জন্ম ভূমে এসে, বিষয় বিষে, অঙ্গ জর, জর।

১ পরচিতান। মগ্ন বিপদে, উপায় বলে দে, দুর্গা মা রক্ষিণী রক্ষা কর।

১ ফূকা। ব্রহ্মরূপা, ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মসনাতনী। এমা, গৌরীরূপা গিরিপুত্রী, জগৎরূপা জগদ্ধাত্রী সাবিত্রী গায়ত্রী গীতা, গণেশ জননী।

১ মেল্‌তা। অপর্ণা পার্ব্বতী দুর্গা, আপদ উদ্ধারিণী, এমা, আপদ উদ্ধারিণী, শুনি, দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে, দুর্গা বই কে রাখ্‌তে পারে।

মহড়া। দুর্গে তোর দুর্গা নামে দুখ নিবারে; তাইতে বিপদকালে ডাকি মা তোরে।

খাদ। এমা কৃপা কর কাতরে।

২ ফূকা। ভ্রমে লোকে ভুলে তত্ত্ব, ভ্রমণ করে নানা তীর্থ, তব তত্ত্ব ভুলে, এমা দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা এমা, [illegible]

কি অনলে বনে, ইন্দ্র যদি বজ্র হানে, কা চিন্তা মরণে রণে, দুর্গা নাম নিলে।

২ মেল্‌তা। শুনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, অঞ্জলি দেয় চরণ পরে। জগতে আছে বিখ্যাত, বিষ্ খেয়ে বিশ্বনাথ, ক্ষীরোদ সিন্ধুর কূলে পড়েছিলেন ঢলে; দারুণ বিষের জ্বালায় বাঁচ্‌ল ভোলা দুর্গা মন্ত্র সাধন করে।

---

(১০)

৺ গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রণীত সপ্তমী গীত।

কালীঘাটের দলে গীত হয়।

১ চিতান। পুরবাসী বলে উমার মা, তোর হারা তারা এল ওই।

১ পরচিতান। শুনে পাগলিনীর প্রায়, অম্‌নি রাণী ধায়, কই উমা বলি কই।

১ ফুকা। কেঁদে রাণী বলে, আমার উমা এলে, একবার আয়্ মা, একবার আয় মা, একবার আয়্ মা করি কোলে।

১ মেলতা। অম্‌নি দুবাহু পসারী, মায়ের গলা ধরি, অভি-মানে কাঁদি, রাণীরে বলে।

মহড়া। কই, মেয়ে বলে, আন্তে গিয়াছিলে। তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ, জেনে, এলাম্ আপনা হতে, গেলে নাক নিতে, মবনা যাব দুদিন গেলে।

(১১)

সখীসংবাদ।

৺হরুঠাকুরের প্রণীত।

১ চিতান। অঙ্গ অগৌর চন্দনে চর্চ্চিত বনমালা গলায়।

১ পরচিতান। আ মরি এরূপ ধরে না ধরায়,

১ ফুকা। গুঞ্জবকুলেরি মালে বাঁধিয়াছে চূড়া,

১ মেল্‌তা। ভ্রমরা গুঞ্জরে তায়।

মহড়া। কদম্‌তলে কে গো সখি, বংশী বাজায়; এত দিন আসি যমুনাজলে, আমিএমন মোহনমূরতি কখন, দেখিনে এসে হেথায়।

অন্তরা। সই, সজল নবজলদবরণ, ধরি নটবরবেশ। চরণ উপরে থুয়েছে চরণ এই কি রসিক শেষ।

২ চিতান। চন্দ্র চমকে চলিতে চরণ, নখরের ছটায়।

২ পরচিতান! অনঙ্গ এ অঙ্গ হেরে মোহ যায়।

২ ফুকা। আমার হেন লয় মন, জীবন যৌবন,

২ মেলতা। সঁপিব ও রাঙ্গা পায়।

(১২)

৺হরু ঠাকুরের প্রণীত।

১ চিতান। ভুবনমোহন, না দেখি এমন, ঐ বই।

১ পরচিতান। রূপ কি অপরূপ, রসকূপ আ মরি সই।

১ ফুকা। কুলে শীলে কালী দিয়াছি আমি,

মেলতা। কাল্‌রূপ নয়নে হেরিয়ে।

মহড়া। ওগো, চিনেছি, চিনেছি; চরণ দেখে, ওই বটে সেই কালীয়ে।

খাদ। চরণে চাঁদ ছাঁদ আছে দীপ্ত হয়ে।

২ ফুকা। যে চরণ ভজে ব্রজেতে আমায়,

২ মেলতা। ডাকে কলঙ্কিনী বলিয়ে।

---

(১৩)

৺হরুঠাকুরের প্রণীত।

১ চিতান। আজি সখি, একি রূপ নিরখিলাম হায়!

১ পরচিতান। নীর মাঝে যেন স্থির সৌদামিনীর প্রায়।

১ ফুকা। ঢেউ দিওনা কেউ এজলে বলে কিশোরী,

১ মেলতা। দরশনে দাগা দিলে হইবে সই পাতকী।

মহড়া। জলে জ্বলে কে গো সখি;

খাদ। অপরূপরূপ দেখি, দেখ সই নিরখি।

২ ফুকা। কৃষ্ণের অবয়ব সব ভাবভঙ্গী প্রায়।

২ মেলতা। মায়া করে ছায়ারূপে সে কালা এসেছে কি?

অন্তরা। নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে, ওগো ললিতে।

নাদেখি এমন রূপ বারি মাঝেতে।

২ চিতান। কত শত অনুভব হয় ভাবিয়ে।

২ পরচিতান। শশী কি ডুবিল জলে রাহুর ভয়ে ?

৩ ফুকা। আবার ভাবি সে যে শশী কুমুদ বান্ধব,

৩ মেলতা। হৃদয় কমল কেন তা দেখে হবে সুখী ?

---

(১৪)

৺হরুঠাকুরের প্রণীত।

১ চিতান। সই রজনী কি দিন, হয়ে জ্বালাতন।

১ পরচিতান। এই বাসনা করি অনুক্ষণ।

১ ফুকা। হয়ে বিহঙ্গম যাই সেই ধাম।

১ মেলতা। দেখি গিয়া শ্যাম বংশীবদনে।

মহড়া। হায় ! কোথা গেলে পাব, সেপ্রাণ মাধব,
কিরূপে মিলিব তাঁর চরণে।
গৃহ পরিবার, সকলি অসার, সেই মনোহর শ্রীকৃষ্ণ বিনে।

---

(১৫)

অক্রূর সংবাদ।

৺ হরুঠাকুরের প্রণীত।

১ চিতান। একি অকস্মাৎ ব্রজে বজ্রাঘাত, কে আনিল রথ গোকুলে।

১ পরচিতান। রথ হেরিয়ে ভাসি অকূলে ;

১ ফুকা। অক্রূর সহিতে, কৃষ্ণ কেন রথে;
১ মেল্‌তা। বুঝি মথুরাতে চলিলে।
মহড়া। রাধারে চরণে ত্যজিলে রাধানাথ, কি দোষ রাধার পাইলে?
অন্তরা। শ্যাম, ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে, ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী। নাহি অন্য ভাব, শুন হে মাধব, তোমার প্রেমের প্রয়াসী।
২ চিতান। নিশাভাগ নিশি, যথা বাজে বাঁশী, তথা আসি গোপী সকলে।
২ পরচিতান। দিয়ে বিসর্জ্জন কুল শীলে।
২ ফুকা। এতেই হলাম দোষী, তাই তোমায় জিজ্ঞাসি।
২ মেল্‌তা। এই দোষে কিহে ত্যজিলে?
২ অন্তরা। শ্যাম, যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি, থাক হরি, যথা সুখ পাও। একবার সহাস্য বদনে বঙ্কিমনয়নে ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও।
৩ চিতান। জনমের মত, শ্রীচরণ দুটি, হেরিহে নয়নে শ্রীহরি।
৩ পরচিতান। আর হেরিব আশা না করি।
৩ ফুকা। হৃদয়ের ধন তুমি গোপিকার।
৩ মেল্‌তা। হৃদে বজ্রহানি চলিলে।

---

(১৬)

৺হরুঠাকুরপ্রণীত।

১ চিতান। তুমি রাধে, অতি সাধে, করেছ প্রণয়।

১ পরচিতান। সে লম্পট কভু নয় সরল হৃদয়।

১ ফ কা। তোমারে সঙ্কেত জানায়ে, শ্যাম বিহরিছে অন্যেরে লয়ে।

১ মেল্‌তা। দেখিবে ত এস রাধে, দেখাই তোমারে,

মহড়া। আছে চন্দ্রাবলীর ঘরে।
দেখে এলাম তোমার শ্যামচাঁদেরে।

খাদ। শুয়ে কুসুম শয্যাপরে।

২ ফুকা। নিশির শেষে অলসে অচেতন, শ্যাম অঙ্গে নাহি বসন ভূষণ।

২ মেল্‌তা। ভুজে ভুজে বাঁধা, যুক্ত অধরে অধরে।

(১৭)

৺হরুঠাকুরের প্রণীত।

১ চিতান। কোন্ প্রাণে সে তোমারে দিলে হে বিদায়

১ পরচিতান। তুমি বা কেমনে ত্যজে আইলে হেথায়।

১ ফুকা। বিদরে আমার বুক।

১ মেল্‌তা। তব মুখ হেরিয়ে।

মহড়া। এসেছ শ্যাম কোথা নিশি জাগিয়ে।

শূন্যদেহ লইয়ে এলে কারে প্রাণ সঁপিয়ে
খাদ। এখন কি হইল মনে রাধা বলিয়ে ?
২ ফুকা। কি ভাবিয়ে শ্রীমতীরে।
২ মেল্‌তা। গেলে শ্যাম ত্যজিয়ে?

(১৮)

৺ভবানীচরণ বণিকের দলে গীত হয়।

১ চিতান। নিতি নিতি লই, এই যমুনার জল সখি।
১ পরচিতান। জলমধ্যে আজি একি দেখ দেখি।
১ ফুকা। জলে কি এমন, দেখছ কখন ?
১ মেল্‌তা। বল দেখি ওগো ললিতে।
মহড়া। জলে কি জ্বলে, কি দোলে দেখ গো সখি, কি হেলে
হিল্লোলে।
খাদ। পারি না স্থির নির্ণয় করিতে।
২ ফুকা। শ্যামল কমল ফুটেছে বুঝি।
২ মেল্‌তা। নির্ম্মল যমুনার জলেতে।
অন্তরা। সই দেখ দেখি শোভা, কিসের আভা, হেরি জল
মাঝেতে।
প্রস্ফুটিত তমাল বৃক্ষ যার কাল বরণ, ঐ ছায়া কি ইথে।
২ চিতান। আর সখি কাল—চাঁদ কি আছে ?
২ পরচিতান। গগণমণ্ডলে, কি পাতালে রয়েছে ?

৩ ফুকা। বল দেখি সখি, কালচাঁদ কি
৩ মেল্‌তা। উদয় হয় দিবসেতে?

---

(১৯)

৺ভবানীচরণ বণিক কর্ত্তৃক গীত।

১ চিতান। এই দেখে এলাম, শ্রীকৃষ্ণ সহিতে হাস্য কৌতুকে।
১ পরচিতান। ছিলে রাই গো দোঁহে অতি পুলকে।
১ ফুকা। ইতিমধ্যে বিচ্ছেদ অনল।
১ মেল্‌তা। উঠিল কি বাদানুবাদে?
মহড়া। মানিনী শ্যামচাঁদে রাধে কি অপরাধে?
কে গেল বল গো শুনি এবাদ সেধে?
খাদ। ঠেকিলাম আজি একি প্রমাদে।
২ ফুকা। ম্লান শশীমুখ কেন গো রাই কি দুখে বিষাদী মাধবের সাধে।

(২০)

৺ভবানীচরণ বণিক কর্ত্তৃক গীত।

১ চিতান। হরি লয়ে বিহরী বনে এই ছিল প্রয়াস।
১ পরচিতান। বনমালি বনকেলি করিলে নিরাশ।
১ ফুকা। না জানি কি অপরাধে, ত্যজিলে দুখিনী রাধে।

১ মেলতা। সাধে সাধে সুখসাধে, গেলে হে বিষাদ করি।
মহড়া। শ্রীরাধায় বনে পরিহরি কোথা হে হরি।
খাদ। লুকালে কি প্রাণ হরি প্রাণ হরি ?
২ ফুকা। এনে বনে কুল হরি, কে জানে বধিবে হরি।
২ মেল্‌তা। হরি ভয় কি মনে করি, মরি বলে হরি হরি।

---

(২১)

ধরতা।

৺নীলুঠাকুরের দলে গীতহয়।

৺কৃষ্ণমোহনভট্টাচার্য্যপ্রণীত।

১ চিতান। শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে কালরূপ, ভাবিতে ভাবিতে রাই।
১ পরচিতান। হলেন অচেতন। দেখে সখিগণ চাইতে রাই
যেন আর নাই।
১ ফুকা। পরে চৈতন্য পেয়ে কমলিনী কয়, একি দায়,
বিশ্বম্ভরের প্রায়, হলো কে আমার হৃদয়ে উদয়।
১ মেলতা। হেন জ্ঞান হয়, তায় আবার, ব্রহ্মাণ্ডের যেন
ভার, পশিল আমার হৃদি পিঞ্জরে।
মহড়া। স্বজনি গো আমায় ধর্‌ গো ধর্‌ বুঝি কি হলো
আমারে।
তড়িত মেঘের বরণ, দলিত অঞ্জন, কে যেন প্রবে-
শিল অন্তরে।

(২২)

উত্তর।

৺গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

৺ভোলানাথ ময়রার দলে গাত হয়।

১ চিতান। চিন্তা নাই চিন্তামণির বিরহ ঘুচিল এতদিনের পর।

১ পরচিতান। অন্তর যুড়াও ওগো কিশোরী হেরে অন্তরে বাঁকা বংশীধর।

১ ফুকা। যে শ্যাম্ বিরহেতে ছিলে কাতরা নিরন্তর, সেই চিকণ্ কাল হৃদে উদয় হল, এখন সুশীতল কর গো অন্তর্।

১ মেলতা। যদি অন্তরে অকস্মাৎ, উদয় হ'ল রাধানাথ, আছে এর্ চেয়ে বল কি আর সুমঙ্গল।

মহড়া। বুঝি নিব্‌ল রাধে তোমার অন্তরের কৃষ্ণবিরহ অনল।
হেরে অন্তরে কালাচাঁদ, অন্তরের পুরাও সাধ, অন্তর কর না আর নিলকমল।

খাদ। এসময়ে পরশিতে বল না, হয় পাছে অমঙ্গল।

২ ফুকা। বিধি এই করুন, ঘুচুক্ শ্যাম বিচ্ছেদ্ রাই তোমার্। ওগো চন্দ্রমুখী, কৃষ্ণসুখে সুখী, তোমায় সদা দেখি সাধ সবাকার।

২ মেলতা। রাধে তোমার দুখ আর, নাহি সহে গোপীকার, করিলেন্ মাধব আজি বিরহানল বুঝি সুশীতল।

(২৩)

দ্বিতীয় পাল্‌টা।

৺কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত।

চিতান। অন্তেরর ধন কৃষ্ণ, অন্তরে রাখিতে, কার বা অসাধ।

পর চিতান। কিন্তু ললিতে, কপাল গুণেতে, ঘটিল হরিষে বিষাদ।

১ ফুকা। কৃষ্ণ বিলাসের সই আমার এ অঙ্গ, দুঃসহ কৃষ্ণ-বিরহ তাতে আসিয়া জ্বালায় অনঙ্গ।

১ মেলতা। সে যে ত্রিভঙ্গ কালিয়ে, মানসে হেরিয়ে, যুড়াই সই, তেমন কপাল আমার নয়।

মহড়া। এমন দুখের সময়, কালাচাঁদ কেন, দুঃখিনীর হৃদয়ে উদয়?
আমার অন্তরে প্রবল, বিচ্ছেদ দাবানল, পাছে তাঁর শ্যামাঙ্গ সই দগ্ধ হয়।

---

(২৪)

৺গদাধর মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত।

৺লক্ষ্মী নারায়ণ যোগীর দলে গীত হয়।

১ চিতান। দিবসে শ্রীকৃষ্ণরূপ ভাবিয়ে মনে।

১ পরচিতান। নিশিতে নিদ্রিত হয়ে ছিলাম শয়নে।

১ ফুকা। আমি দেখিলাম ওগো বৃন্দে সখি,
অতি সহাস্য বদন, রমনী রঞ্জন,
কালবরণ বাঁকা আঁখি।

১ মেল্‌তা। করে আমার নিদ্রাভঙ্গ, দিয়ে ভঙ্গ, সখি সে ত্রিভঙ্গ অদেখা হল।

মহড়া। কাল স্বপনে মাধব আমার কুঞ্জে এসেছিল।
রজনীতে ছিলাম কালাচাঁদের সহিতে, ললিতে গো
প্রভাতে সেই শ্যাম কোথায় গেল।

খাদ। স্মরণ আছে সে আমারে এই বলেছিল।

২ ফুকা। বলে ওঠ্ গো রাই চন্দ্রমুখী।
তোমার হেমাঙ্গে প্রিয়ে, শ্যামাঙ্গ দিয়ে, একাঙ্গ হইয়া থাকি।

২ মেল্‌তা। হেরে স্বপনে শ্রীহরি, প্রাণে মরি, এখন করি কি উপায় বল?

---

(২৫)

৺ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তীর প্রণীত।

রামসুন্দর স্বর্ণকারের দলে গীত হয়।

ধরতা।

চিতান। হবি কি পাগলিনী কমলিনী, কৃষ্ণ বিরহের দায়।

১ পর চিতান। ছি ছি ধৈর্য্য ধর, সহ্য কর দুখ্, সময়ে পাবে শ্যাম রায়।

১ ফুকা। আছে প্রমাদিনী ব্রজে কুটিলে।
সাধে কৃষ্ণসাধে বাদ, কালা পরিবাদ, ঘটালে এই গোকুলে।

১ মেলতা। দুখ অন্তরে রাখ রাই, প্রকাশে কাজ নাই, ঘটাসনে জ্বালার উপর জ্বালা আর্।

মহড়া। শ্রীমতি, এই মিনতি, শুন গো আমার।
পাবে সময়ে কালাচাঁদ, ঘুচিবে এ বিষাদ, সও গো সও, অল্প দিন আর দুখের ভার্।

খাদ। জেন সকলি কপালে হয়, রাধে গো দোষ নাহি কার।

২ ফুকা। বাঁধ ধৈর্য্যগুণে প্রাণ কিশোরী।
ভাব কৃষ্ণের অভয় পদ, ঘুচিবে এ বিপদ, বিপদের কাণ্ডারী হরি।

২ মেলতা। ভাব একান্তে শ্রীকান্ত, হবে দুখ অন্ত, হয় দুখান্তে সুখ, বিধি বিধাতার।

---

(২৬)

ধরতা।

ঁ ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তীর প্রণীত।

আন্তনি সাহেবের দলে গীত হয়।

১ চিতান। প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণে নিকুঞ্জের নিকটে হেরিয়ে বৃন্দে

শ্রীমতীরে কয়।

১ পরচিতান। রাধে কেঁদেছ যার আশাতে, নিশিতে, সেই শ্যাম প্রভাতে উদয়।

১ ফুকা। কৃষ্ণ অতি ম্রিয়মাণ তাহে লজ্জাভয়, মুখে আধ আধ ভাষা, গললগ্নবাসা, কাতর মাধব অতিশয়।

১ মেল্‌তা। দেখে রূপের ছাঁদ, পাছে রাগ হয় উন্মাদ, কৃষ্ণ আগে তাই পাঠিয়ে দিলেন আমাকে।

মহড়া। একবার বলিস্ ত আস্‌তে বলি মাধবকে, প্যারী তোর সম্মুখে,
ঐ দেখ কালিয়ে কুঞ্জের বাহিরে দাঁড়ায়ে।
কেঁদে বল্‌তেছে দয়া কর রাধিকে।

খাদ। যদি স্বেচ্ছা হয় বল্‌গো প্রধানা গোপিকে।

২ ফুকা। কৃষ্ণ সেজেছেন অতি বিপরীত, যেন গ্রহণান্তে শশী, উদয় হল আসি, সর্ব্বাঙ্গে কলঙ্ক অঙ্কিত।

২ মেল্‌তা। নাহি সর্ব্বাঙ্গে সুরাগ, হৃদে কলঙ্কেরি দাগ, নাহি লাবণ্য কালাচাঁদের চাঁদমুখে।

---

(২৭)

উত্তর।

৺রামসুন্দর রায়ের প্রণীত।

৺বলরাম বৈষ্ণবের দলে গীত হয়।

১ চিতান। সখি, আর কৃষ্ণের কথা শুনাস্‌নে, জ্বালাস্‌নে প্রাণ গো আমার।

১ পরচিতান। কালরূপ চক্ষে হেরিব না আর।

১ ফূকা। কুল শীল লাজ পরিহরি,
যার বাঁশী শুনে দাসী হলাম চরণে, কর্‌লে সেই হরি চাতুরী।

১ মেল্‌তা। আর কাল রূপ হেরব্‌ না, হেরিতে বল না, কালার প্রেম কাল আমার হইল।

মহড়া। কৃষ্ণ যার প্রেমের অনুরাগী এখন গো, সেই খানে যাইতে বল।
যদি আমারি হতেন শ্যাম, হতেন না আমায় বাম, যুড়াতাম লয়ে চিকণ কাল।

খাদ। মাধব আমার আশা, করি নিরাশা, চন্দ্রাবলীর আশা পুরাইল।

২ ফূকা। সখি, জাগ্‌লেম নিশি যার আশাতে,
সেই প্রতিকুল যদি আমায় হইল, কাজ কি এ ছার প্রাণেতে।

২ মেল্‌তা। কৃষ্ণ যার এখন তারই হোক, আমারই প্রাণে সোক, কৃষ্ণবিচ্ছেদে আমার না হয় প্রাণ গেল।

---

(২৮)

৺গদাধর মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত।

৺নীলমণি পাটুনীর দলে গীত হয়।

১ চিতান। ত্রিভঙ্গ বিদেশিনীর সজ্জা দেখে রঙ্গদেবী ডেকে কয়।

১ পরচিতান। তুই কি গো কুলের গোপিনী, কি উদাসিনী, নিকুঞ্জের নিকটে উদয়।

১ ফ্‌কা। একে সুরঙ্গ অঙ্গ, তাহে কুরঙ্গনয়নী, অতি কৃশাঙ্গ দেখ্‌তে পাই, সঙ্গে কেউসঙ্গী নাই, চলিস্‌ চলিস্‌, চলিস্‌ যেন গজগামিনী।

১ মেল্‌তা। হয়ে কন্দর্পপীড়িতা, রাগস্খলিতা, চলিতে বাজে চরণকমলে।

মহড়া। কে গো তুই কাদের কুলের বউ, কুল ত্যজে ভ্রমিস্‌ গোকুলে।

তুই কি অনাথা, নাকি বিচ্ছেদে উন্মত্তা, আয়, আয়, কাছে আয়, মনের কথা যা বলে।

খাদ। হেন জ্ঞান হয় যেন তুই দগ্ধা বিরহানলে।

২ ফ্‌কা। যেমন আমাদের রাইয়ের দশা কালিয়ে করেছে, ওগো সেই দশা তোর কি, তাই সুধাই ও সখী, হোক্‌ মেনে বল আমার কাছে।

২ মেল্‌তা। হলি কি দুখে দুখিনী, ওগো স্বজনী, চক্ষের

জল মুচিস্ কেন অঞ্চলে।

অন্তরা। একে নবীন বয়স, তাতে সুসভ্য কাব্যরসে রসিকে।
মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্য, তাতে দাম্ভির্য্য নাই,
আর আর বৌ যেমন ধারা ব্যাপিকে।

২ চিতান। অধৈর্য্য হেরে তোরে স্বজনী, ধৈর্য্য ধরা নাহি যায়।

২ পরচিতান। যদি সিদ্ধ হয় সেই কার্য্য, কর্ব সাহায্য, বলি তাই বলে যা আমায়।

২ ফুকা। একে রমণী জাতিয় আমিও রমণী।
এমন ব্যথিত কোথায় পাবি, কোথায় প্রাণ যুড়াইবি,
বল্বি কায় দুখের কাহিনী।

২ মেল্তা। আমায় বল্গো বল মনের ভাব, কি দুখে এ ভাব, তোমার ভাব দেখে ভাসি নয়ন সলিলে।

---

(২৯)

ধরতা।

রচয়িতা অনিশ্চিত।

৺নীলমণি পাটুনীর দলে গীত হয়।

১ চিতান। যদি ওগো বৃন্দে, শ্রীগোবিন্দে, করি মান।

১ পরচিতান। রাখি মনকে বেঁধে, কিন্তু শ্যামের খেদে, কেঁদে উঠে প্রাণ।

১ ফুকা। শ্যামকে হেরব না আর সখি, বলি চক্ষু মুদে থাকি,
কিন্তু সে রূপ প্রাণ সই অন্তরে দেখি।

১ মেল্‌তা। হয়ে কৃতাঞ্জলি, বনমালি, বলে স্থান দিও রাই চরণে;

মহড়া। মান করে মান রাখ্‌তে পারিনে।
আমি যে দিকে ফিরে চাই, সেই দিকেই দেখ্‌তে পাই, সজল জলধর বরণে।

খাদ। অতএব অভিমান আর করিনে।

২ ফুকা। আমি কৃষ্ণপ্রাণা রাধা, হেরি সেই কাল রূপ সদা;
কৃষ্ণের প্রেমডোরে প্রাণসই, প্রাণ বাঁধা।

২ মেল্‌তা। আমার হৃদয় মাঝে, শ্যাম বিরাজে, বহে প্রেম-ধারা নয়নে।

ইহার উত্তর পাওয়া যায়নাই।

---

(৩০)

রচয়িতা অনিশ্চিত।

৺নিত্যানন্দ বৈরাগীর দলে গীত হয়।

১ চিতান। দ্বারী কহে শ্রীকৃষ্ণের সভায়, শুন ওহে যদুরায়।

১ পর চিতান। দ্বারের সংবাদ কিছু নিবেদি তোমায়।

১ ফুকা। দুখিনীর আকার, রমণী কোথাকার,

১ মেল্‌তা। কাতর হইয়ে কহে দেহ কৃষ্ণ দরশন।

মহড়া। কে হে সে জন, নারী দ্বারে করিছে রোদন,
খাদ। কোথা হতে এসেছে তার কিবা প্রয়োজন,
২ ফুকা। আম্মরি মরি, কি রূপের মাধুরী।
২ মেল্‌তা। সুধাইলে শুধুই বলে বসতি শ্রীবৃন্দাবন।

---

(৩১)

রচয়িতা অনিশ্চিত।

৺ভবানী চরণ বণিকের দলে গীত হয়।

১ চিতান। সকলি বিস্মৃত ব্রজনাথ, হলে কি এককালে।
১ পরচিতান। তোমার দোষ নাই, গোপীর ছিল কপালে।
১ ফুকা। ভেবে দেখ হে গোকুলে, করিলে কি লীলে ;
১ মেল্‌তা। তাকি এখন তোমার মনে পড়ে না ?
মহড়া। বোঝা গেল না হরি, তোমার কেমন করুণা।
খাদ। জানা গেল -- নাহি নারী বধের ভাবনা।
২ ফুকা। ত্যজে ব্রজেতে কিশোরী, এলে মধুপুরী।
২ মেল্‌তা। পুরাতে কুবুজার মনবাসনা।
অন্তরা। শ্যাম নন্দ উপনন্দ সুনন্দ আর রাণী যশোমতী,
হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ, কোথা প্রাণকৃষ্ণ, বলে লোটায় ক্ষিতি।
২ চিতান। আর শুন হরি, নিবেদন করি, ব্রজের সমাচার।
২ পরচিতান। কি কব মাধব সে অতি চমৎকার।
৩ ফকা। ব্রজগোপীগণের নয়ন্‌জলে দ্বিগুণ প্রবল হেরি যমুনা।

(৩২)

ধরতা।

৺রাম বসুর প্রণীত।

৺মোহনসরকারের দলে গীত হয়।

১ চিতান। সাধ করে করেছিলাম দুর্জ্জয় মান, শ্যামের তায় হল অপমান।

১ পরচিতান। শ্যামকে সাধ্‌লেম্ না, ফিরে চাইলেম্ না, কথা কইলেম্ না রেখে মান।

১ ফুকা। কৃষ্ণ সেই রাগের অনুরাগে, রাগে রাগে গো পড়ে পাছে চন্দ্রাবলীর নব অনুরাগে।

১ মেল্‌তা। ছিল পূর্ব্বের যে পূর্ব্বরাগ, আবার একি অপূর্ব্ব রাগ, পাছে রাগে শ্যাম রাধার আদর ভুলে যায়।

মহড়া। শ্যাম কাল্ মান করে গেছে, কেমন আছে, দূতি জেনে আয়।

করে আমারে বঞ্চিতে, গেল কার কুঞ্জে বঞ্চিতে, হয়ে খণ্ডিতে মরি হরির প্রেমের দায়,

খাদ। ছলে বুঝি মন ছলে গেছে শ্যাম রায়।

২ ফুকা। আগে বুঝিবে মন দূরে থেকে চখে দেখে গো, কয় কিনা কয়কথা ডেকে।

২ মেল্‌তা। যদি কাতরে কথা কয়, তবে নয় অপ্রণয়, অম্‌নি সেধ গো ধরে দুটি রাঙ্গা পায়।

অন্তরা। যার মানের মানে আমায় মানে, সে না মানে, তবে কি কর্‌বে এ মানে।
মাধবের কত মান, না হয় তার পরিমাণ,
মানিনী হয়েছি সেই শ্যামের মানে।

২ চিতান। যে পক্ষে যখন বাড়ে অভিমান, সেই পক্ষে রাখতে হয় সম্মান,

২ পর চিতান। রাখ্‌তে শ্যামের মান, গেল গেল মান,
আমার কিসের মান অপমান।

৩ ফুকা। এখন মানান্তে প্রাণ জ্বলে, জলে জ্বলে গো, যুড়াবে কি অন্য জলধরের জলে।

৩ মেল্‌তা। আমার সেই কাল জলধর, হল আজ্‌ স্বতন্তর রাধা চাতকী কারে দেখে প্রাণ জুড়ায়।

---

(৩৩)

উত্তর।

৺ ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তীর প্রণীত।

৺ বলরাম বৈষ্ণবের দলে গীত হয়।

১ চিতান। যার মানে মানে রাই, সাজে না তায় অভিমান।

১ পর চিতান। কমলিনী, এমন মানিনী হতে কে দিল বিধান।

১ ফুকা। যারে তিলেক না হেরে, হও অধৈর্য্য অন্তরে,

ছিছি! শ্রীমতী তার প্রতি, করলে এ মান কি করে।

১ মেল্‌তা। করলে যার উপর অভিমান, শেষে তার লাগি ব্যাকুলিত হল প্রাণ,

এমন মান করে কি লাভ হল কিশোরী ;

মহড়া। ধিক্ তোর মানে মানময়ী রাই, একি লাজ আমরি মরি।

করে মান হলে অপমান, এখন কোন লাজে আস্‌তে বল সে হরি।

মাথুর।

---

(৩৪)

ধরতা।

৺হরুঠাকুরের প্রণীত।

১ চিতান। নাহি পীতধটি, মুরলী গোচারণের সে ভূষণ।

১ পরচিতান। ধর না রাধার পায় এখন।

১ ফুকা। এবে যদুপতি, হয়েছ ভূপতি,

১ মেল্‌তা। দ্বারকাপতি সোণার ভবন।

মহড়া। হরি, ব্রজনারী চেন না ওহে ব্রজগোপীর প্রাণধন

খাদ। প্রভাস তীর্থে দরশন

২ ফুকা। পাইয়া কৃষ্ণেরে অভিমান ভরে ;

২ মেল্‌তা। কঁহে করে ধরে গোপাগণ।

অন্তরা। যদুনাথ, আর কেন দুখিনীগণে স্মরণ হবে ; গিয়াছে সে সব ব্রজের ভাব, মজেছ হে নব ভাবে।

২ চিতান। রুক্মিণী আদি রাজদুহিতা সবে সেবে ও চরণ ;

২ পরচিতান। ভুলেছ সে গোপীগণ।

৩ ফুকা। রাধা কুরূপিণী, গোপের রমণী,

৩ মেল্‌তা। বনবাসিনী কি তারে লাগে মন ?

---

(৩৫)

ধরতা।

৺কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত।

৺নীলু ঠাকুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। রঙ্গিনী যে জনা, সঙ্গিনীপ্রধানা বাক্যছলে কৃষ্ণে কয় ;

১ পরচিতান। ছিলে ব্রজের রাখাল, হলে ভব্য ভূপাল, সভ্য এখন কংসালয়।

১ ফুকা। আমার এখন এই দশা, আমি সেই বৃন্দে ; আছি বিক্রীত শ্রীমতীর পদারবিন্দে ;

১ মেল্‌তা। পার চিন্‌তে, কেন সচিন্তে, চিন্তা কি চিন্তা-মণির চিন্তা নাই।

মহড়া। কও কথা বদন তোল, হও সদয় এই ভিক্ষা চাই;
রাধার অধৈর্য্যে, এলাম আপার্য্যে,
তোমার কংসরাজ্যের অংশ লতে আসি নাই;
খাদ। অধোমুখে যদি থাক শ্যাম কুবুজার দোহাই।
২ ফুকা। তোমার সহাস্যবদনে নাই রহস্য, কেন মাধব
আজ দাসীর প্রতি ঔদাস্য;
২ মেল্‌তা। চারু চন্দ্রাস্য, নহে প্রকাশ্য, যেন সর্ব্বস্ব লতে
এলেম্‌ ভাব্‌ছ তাই।

উত্তর পাওয়া যায় নাই।

---

(৩৬)

ধরতা।

৺রামবসুর প্রণীত।

যখন রামবসু স্বয়ং দল করিয়াছিলেন, তখন সেই দলে গীত হয়।

১ চিতান। কুবুজা কহিছে তুমি রাজা এই মধুভুবনে;
১ পর চিতান। রাজার উপর রাজা আছে আগে জানিনে।
১ ফুকা। ওহে গোবিন্দ বড় সন্দ হতেছে, করেছ প্রেমধার
তুমি কোন্‌ রমণীর কাছে।
১ মেল্‌তা। তুমি করে কার দাসত্ব, পেয়েছ রাজত্ব, সে—তত্ত্ব
জান্‌তে এসেছে তোমার।
মহড়া। আছে খত নে পথে বসে, কে রমণী সে শ্যাম কি

ধার কিছু তার ? হয়ে আমাদের ভূপতি, ওহে যদুপতি, কোটালী করেছিলে কোন্ রাজার ?

খাদ। প্রেমধার ধার তুমি কার ?

২ ফুকা। খতে লেখা আছে ওহে শ্রীহরি, খাতক ত্রিভঙ্গ শ্যাম, মহাজন ব্রজকিশোরী ;

২ মেল্‌তা। মনে আতঙ্ক করি ওই, ত্রিভঙ্গ শুন কই, তোমা বই ঢেরা সই আর হবে কার !

---

(৩৭)

উত্তর।

৺গদাধর মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত

৺নীলু ঠাকুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। বৃন্দে নাম ধরে ও নারী, বৃন্দাবনবাসিনী।

পরচিতান। রাসেশ্বরী আমার প্রাণেশ্বরী শ্রীমতীর প্রিয় সঙ্গিনী।

১ ফুকা। তুমি চেন না সখি ওই বৃন্দে ; বিরহে ব্যাকুলা হয়ে কুলবালা, এসেছে দেখিতে গোবিন্দে।

১ মেল্‌তা। মনে অনুমান করি সই, রাধার প্রেরিতা হবে বুঝি ওই, নাহি সুধালে কিছুই বুঝিতে নারি ;

মহড়া। আছে বৃন্দাবনে আমার প্রেমের মহাজন, ব্রহ্মময়ী কিশোরী ; রাধা মূলাধার আমার সই, জানিনা রাধা বই, আমি সেই রাধার প্রেমের ভিখারী।

খাদ। দাসত্ব করেছি আমি গো তাঁরি,

২ ফকা। রাধার প্রেম ঋণে আছি বদ্ধ সই, দাস খত দিছি তায়, একথা মিছে নয়, খাতক আমি রসময়ী।

২ মেল্‌তা। করে রাই রাজার প্রেমধার, মথুরায় আসাগো আমার, সে ধার শুধিতে সাধ্য নাই সহচরী।

(৩৮)

ধরতা।

৺ঠাকুর দাস চক্রবর্ত্তীর প্রণীত।

৺ভোলানাথ ময়রার দলে গীত হয়।

১ চিতান। আসিয়া কংসধামে বৃন্দে, গোবিন্দের পদে ধরি কয়।

পরচিতান। বহুদিনের পর দরশন পেলাম দয়াময়।

১ ফুকা। ভাল ভাল ভাল ওহে কাল শশী,
একবার দাসীর পানে ফিরে চাও হে, কিছু মরমের কথা তোমায় জিজ্ঞাসি।

১ মেল্‌তা। তুমি ব্রজের ধন কৃষ্ণ ধন, গোপীর সর্ব্বস্বধন, বিক্রীত হয়েছ এই মথুরায় ;

মহড়া। ওহে কৃষ্ণ ধন, দিয়ে কি অমূল্য ধন, কুবুজা কিনেছে তোমায় ?
আমরা ভক্তি ধন, আর প্রেম ধন, দিয়ে তোমার শ্রীপদে লয়ে ছিলাম হে স্মরণ ; তবু রাধনাথ, রাখিলে না রাঙ্গাপায় ;

হয়েছেন অধর্য্যে, তাই আসা অপার্য্যে, তোমার ঐশ্বর্য্যের অংশ লতে আসি নাই।

খাদ। শুন হে ত্রিভঙ্গ কানাই;

২ ফুকা। সে যে স্বর্ণলতা রাজকন্যে কৃষ্ণ বিরহ জ্বালায়, মর্ম্ম বেদনায়, ভ্রমে অরণ্যে শরণ্যে;

২ মেল্‌তা। প্রবোধ না মনে মানে ভ্রান্তে শ্রীমতী, উপায় কি করি বল শুনে যাই।

---

(৪১)

উত্তর!

৺রাম বসুর প্রণীত।

৺ঠাকুরদাস সিংহের দলে গীত হয়।

১ চিতান। ত্যজে সুখের বৃন্দাবন, বৃন্দে সই, তিলেক আমি ছাড়া নই।

পরচিতান। কেবল ভক্তের মনোরথ পুরাতে, মথুরায় এলেম রসময়ী।

১ ফুকা। মরি সুধাও কি সখি আমায় আশ্চর্য্য? রাই হতে শ্রেষ্ঠ নয় জেন এই মধুর মধুরাজ্য;

১ মেল্‌তা। এলাম অপার্য্যে মধুপুরে, ত্যজে গোপিকারে, কেবল সই কংস ধ্বংস কারণে।

মহড়া। তিলেক গো বৃন্দাবন ছাড়া নই, আমি বাঁধা সেই রাধার চরণে; বাজাই বাঁশীতে রাধার নাম, আমি

সেই রাধার শ্যাম, রাধা বই ধ্যানে জ্ঞানে জানি নে।

---

(৪২)

ধরতা।

৺কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্যের প্রণীত।

৺নীলু ঠাকুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। ছিলাম শ্রীকৃষ্ণের আসার সই আশাতে। আশা বৃক্ষ করিয়া আশ্রয়।

১ পর চিতান। বুঝিলাম, এত দিনের পর আজি তা হল নিরাশ্রয়।

১ ফুকা। সখি, এলনা কি ব্রজে বংশীধারী; কৃষ্ণ বিরহ জ্বালা আর কেমনে নিবারণ করি।

১ মেল্‌তা। কই তোমার সঙ্গে ত্রিভঙ্গ এল, কৃষ্ণে নাহেরে দহে হৃদয় কমল।

মহড়া। বৃন্দে বলগো, মাধব কি বলেছেন বল্, বুঝি করেছেন অপমান, তাই এত অভিমান্, করিছে দুটি আঁখি ছল ছল।

খাদ। অঙ্গ কাঁপে সখী, আতঙ্কে, তব চক্ষে দেখে দুখ-জল।

২ ফুকা। এস বস বস ওগো সহচরী; বুঝি এলনা হৃষীকেশ বৃথা ক্লেশ হল মরি মরি।

২ মেল্‌তা। বুঝি নিষ্ঠুর কথায়, বিদায় করেছেন তোমায়,

জানি নিষ্ঠুর অতিশয় নীলকমল।

---

(৪৩)

উত্তর।

৺রাম বসুর প্রণীত।

৺মোহন সরকারের দলে গীত হয়।

১ চিতান। জান্‌তাম আমাদের কৃষ্ণধন বিক্রীত রাধার প্রেমেতে।

১ পর চিতান। গিয়া দেখ্‌লাম শ্যামের এখন সেভাব নাই, রাইকে নাহি মনেতে।

১ ফুকা। মধু রাজ্যেশ্বর বংশীধর হয়েছেন এখন; রাজ ছত্র শিরে তাঁর, দরশন পাওয়া ভার, গোপিকায় নাহিক স্মরণ।

১ মেল্‌তা। তিনি নন এখন রাধাকান্ত, হয়েছেন কুব্জাকান্ত, রাধার প্রাণান্তে ক্ষতি কি তাঁর বল না?

মহড়া। গিয়াছিলাম আশা করে, আন্তে মাধবেরে, সে আশা পূর্ণ হল না।

ব্রজে এলনা কালাচাঁদ, হল হরিষে বিষাদ, কৃষ্ণের আর আসার আশা কোরনা।

খাদ। যাতে বাঁচে রাই কর সেই মন্ত্রণা।

২ ফুকা। রাধায় বুঝায়ে চল সই রাখি সকলে; হলে শ্রীদামের শাপান্ত, পুন সেই শ্রীকান্ত, আসিবেন

এই গোকুলে।

২ মেল্‌তা। মনে অধৈর্য্যা হয়োনা, ওগো ব্রজাঙ্গনা, কৃষ্ণ অঙ্গনা, কৃষ্ণ এখন পাবে না।

---

(৪৪)

৺রাম বসুর প্রণীত।

৺নিলু ঠাকুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। নিরখি মধুপুরে একি আজ্ অপরূপ।

১ পরচিতান। মধু রাজ্যেশ্বর, হয়ে বসেছেন ব্রজের নট ভূপ।

১ ফুকা। খেদে বিষাদে অঙ্গ দয়; কোটালের রাজত্ব দেখে চিত্ত ব্যাকুলিত হয়।

১ মেল্‌তা। ব্রজের মনচোরা যে হরি, রাজা সে আ মরি, বিধির বিচারের্ পায়ে নমস্কার।

মহড়া। ছি! ছি! এই কি দশা এখন দেখ্‌তে হল মথুরার। যে নাগর গোপীর বসন চোর, চোরে মহারাজ হল একি চমৎকার।

খাদ। ভাগ্য এমন আর দেখি নাই কাহার।

২ ফুকা। ছিল কোটালি ব্রজে যার, ঘাটেলি ঘুচিয়ে দেখি রাজ্যলাভ হল তার,

২ মেল্‌তা। যদি হলে হে ভুপতি, তুমি যদুপতি, গোষ্ঠেতে ধেনু চরাবে কে আর।

(৪৫)

উত্তর।

৺গোরক্ষ নাথ প্রণীত।

আন্তনি সাহেবের দলে গীত হয়।

১ চিতান। সকলে জানে সই রসময়ী আমি ইচ্ছামর।

১ পরচিতান। জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি স্থিতি লয়, সইরে আমা হতে হয়।

১ ফকা। কভু ইচ্ছাকরে করি রাজত্ব, করি কখন ঘাটেলি কখন রাধার দাসত্ব।

১ মেল্‌তা। কভু গোষ্ঠে চরাই গোধন, কভু গোপের উচ্ছিষ্ট করিহে ভোজন, কভু বাঁশীর গানে ভুলাই গোপিকায়।

মহড়া। আমি অনন্ত, আমার অন্ত কেবা পায়; কভু কুবুজায় সুন্দরী, করিহে সুন্দরী, কখন ধরি রাধার রাঙ্গা পায়।

খাদ। কভু ভিক্ষা করি মান, মানিনী রাধার মানের দায়।

২ ফুকা। কভু করে ধরি গিরিগোবর্দ্ধন, ইন্দ্রদেবের ভয়েতে, রক্ষা করি গোপীগণ।

২ মেল্‌তা। কভু পুতনা করি নিধন, কভু করি গো সখি কালীয় দমন, কভু উদ্‌খলে বাঁধেন্‌ যশোদা আমায়।

(৪৬)

ধরতা।

৺কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

৺নীলু ঠাকুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। যে ছলে শ্যামরায়, এলে হে মথুরায়, হয়ে এক যজ্ঞে নিমন্ত্রিত।

১ পরচিতান। করিলে সে যজ্ঞত সমাধান, হল তা জগতে বিদিত।

১ ফুকা। আবার এক যজ্ঞ হবে ব্রজধাম, শীঘ্র আসি তাও তুমি পূর্ণ কর শ্যাম।

১ মেল্‌তা। তারা অবলা গোপবালা, অনেক দুঃখে করেছে সব যজ্ঞের আয়োজন;

মহড়া। আজ কৃষ্ণ চল হে নিকুঞ্জ বন; প্রাণাহুতি যজ্ঞ করিবেন রাই, লহ তারি নিমন্ত্রণ।

---

(৪৭)

উত্তর।

৺রাম বসুর প্রণীত।

৺মোহন সরকারের দলে গীত হয়।

১ চিতান। প্রাণাহুতি যজ্ঞ করিবেন রাই ব্রজনগরে;

১ পরচিতান। তারি নিমন্ত্রণের পত্র দূতী দিলে আমারে।

১ ফুকা। বৃন্দে, তুমি জানত সন্ধান, ত্যজে কুল মান, কৃষ্ণ

প্রেমে ব্রজধামে রাই সঁপেছেন প্রাণ ;

১ মেল্‌তা। এখন কি আহুতি দিবেন প্যারী, জেনে আয়গো সহচরী, তা না হলে রাইয়ের যজ্ঞে যেতে পারব না।

মহড়া। যজ্ঞ করিবেন রাই কিন্তু সিদ্ধ হবে না ; দিয়ে পরের প্রাণে অতি দুখ্, এমন যজ্ঞে কিবা সুখ, যজ্ঞ করিবেন যজ্ঞেশ্বরের দিয়ে মর্ম্মে বেদনা।

---

(৪৮)

ধর্‌তা।

৺রাম বসুর প্রণীত।

৺নীলু ঠাকুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। বসন্ত ঋতু আসি সসৈন্যে ব্রজেতে হইল উদয়।

১ পরচিতান। বিরহে ব্যাকুলা হয়ে বৃন্দে, কোকিলের প্রতি কেঁদে কয়।

১ ফুকা। প্রাণের কৃষ্ণ ছেড়ে গিয়াছে, কৃষ্ণ বিরহিণী হয়ে কমলিনী, ধূলাতে পড়ে রয়েছে।

১ মেল্‌তা। বাঁকা ত্রিভঙ্গ বিহনে, শ্রীঅঙ্গ শ্রীহীনে রাই, তারে কি হবে মধুরধ্বনি শুনালে।

মহড়া। সহে না কুহুস্বর, ক্ষমা দে পিকবর, ডাকিস্ না শ্রীকৃষ্ণ বলে ; শুন বলি হে নিরদয়, এত রাধার সুখের সময় নয়, প্রাণে মর্‌বে রাই জ্বালার উপর জ্বালালে।

খাদ। ব্রজবাসী সবে ভাসি নয়ন জলে।

২ ফুকা। হয়ে কৃষ্ণ শোকে শোকাকুল, গোপ গোপীকুল, পশু পক্ষীকুল, বিরহে সকলে ব্যাকুল ;

২ মেল্‌তা। ত্যজে বকুল মুকুল, অধৈর্য্য অলিকুল হে, কোকিল এসময় কেন এলি গোকুলে ;

অন্তরা। এখন দুখের সময় কেন তুই এলি কুঞ্জে ; ব্রজনাথ অভাবে ব্রজে রাই কাতরা, অলি, কি সুখে তবে বেড়াও ভুঞ্জে ?

২ চিতান। অধীরা ধরাসনে পড়ে রাই চক্ষে জলধারা বয় ;

২ পরচিতান। এ সময় স্বাপক্ষ হও পক্ষী হে, বিপক্ষ হওয়া উচিত নয়।

৩ ফুকা। এই ভিক্ষা করি পিকবর, করিস্‌নে ধ্বনি আর, প্রাণ রাখ শ্রীরাধার, দুখিনীর কথা রক্ষা কর।

৩ মেল্‌তা। কোকিল, দেখলি ত স্বচক্ষে মরণের অপেক্ষা নাই, হয়ে রয়েছি জীবনমৃত গোপীসকলে।

(৪৯)

উত্তর।

৺রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত।

বলরাম বৈষ্ণবের দলে গীত হয়।

১ চিতান। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধায় সখিগো কভু ছাড়া নয়।

১ পরচিতান। রাধা কৃষ্ণ একই অঙ্গ জানি সই পুরাণেও এই

কথা কয়।

১ ফুকা। রসবৃন্দাবন, নিত্যধাম্;
রাধে স্বর্ণলতা, ব্রজে বিরাজিতা, বাঁধা রাধার প্রেমে আছেন শ্যাম।

১ মেল্তা। আমি কুহুরবে রাধায় জ্বলাইনা, কেবল করি রাই চরণ কমল দরশন।

মহড়া। আমার কুহরবে, কেন দগ্ধ হবে, রাধার মন,
ইচ্ছাময়ী রাই কমলিনী, ইচ্ছাময় চিন্তামণি, সকলি ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের;
কৃষ্ণ বিরহ রাধার নাই, জানিয়া ডাকি তাই, রাধা ছাড়া কি থাকেন সাধের কৃষ্ণধন।

খাদ। ভক্তের বাসনা জন্য শূন্য বৃন্দাবন।

২ফকা। আছে শ্রীদামের অভিশাপ; কৃষ্ণ বিরহিণী, হবেন কমলিনী, পাবেন কৃষ্ণ বিনে মনস্তাপ,

২ মেল্তা। হবে সময়ে সই জেন দুখের শেষ, পাবে অনাশে কৃষ্ণের কমল চরণ।

---

(৫০)

ধরতা।

৺কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

৺নীলুঠাকুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। বসন্তে ভ্রমররূপী হয়ে শ্যাম শ্রীরাধার কুঞ্জেতে

উদয় ;

১ পরচিতান। দেখিয়া রঙ্গদেবী আদি সব, বিশাখা সখী প্রতি কয় ;

১ ফুকা। প্রাণের কৃষ্ণ নিদয় যেদিন হতে,
সেদিন হইতে মধুকর, করে না কুহুস্বর, আছে নীরবে বসে কুসুম বনেতে।

১ মেল্তা। আজি কি হেরি আচম্বিত, মধুকর উপনীত, আনন্দে মত্ত মধুর গানে।

মহড়া। আসি কুঞ্জবনে ভ্রমরা, গুন্ গুন্ স্বর করে কি কারণে;
কুঞ্জে প্রস্ফুটিত কত ফুল, তাতে যায় না অলিকুল,
কেবল ঝঙ্কারে রাধার কমল চরণে।

খাদ। একি ভাব—অনুভব কর সব গোপিকাগণে।

২ফুকা। প্রাণের কৃষ্ণ বিনে সবে দুখী ; এখন বসন্ত সুখের দিন, কোকিলের স্বরহীন, দেখ নীরবে আছে সই শুক পাখী ;

২ মেল্তা। নাহি সুখের প্রসঙ্গ, দুখে দহে অঙ্গ, ভ্রমরার রঙ্গ দেখে বাঁচিনে।

অন্তরা। যখন কৃষ্ণ ছিলেন ব্রজ ধামে, তখন ভ্রমরা ঝঙ্কারিত কুসুমে, নানা ফুল হত প্রফুল্ল সব ব্রজে মধুময় হত শ্রীকৃষ্ণ নামে।

২ চিতান। সলিলে সরোজিনী বিকসিত ভূতলে পলাশ কাঞ্চন ;

২ পরচিতান। সৌরভে প্রেমানন্দে পূর্ণিত হত এই মধুর বৃন্দাবন।

৩ ফুকা। এখন নাই সে সুখ ব্রজপুরে ; তবে কি সুখে এ অলি, করে নানা কেলী, আবার কেন বা রাধার চরণে ধরে।

৩ মেল্তা। কৃষ্ণের রূপ চিকণ কাল, অলির বরণ কাল, এরূপ হেরিয়ে কৃষ্ণ পড়িল মনে।

---

(৫১)

উত্তর।

৺গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

৺ভোলানাথ ময়রার দলে গাত হয়।

১ চিতান। শ্রীরাধার মনোহর নটবর ভ্রমর রূপে উদয় ঐ।

১ পরচিতান। ভাবে হয় গো মনে হেন অনুভব, উহায় চিন্তে পার নাই গো সই।

১ ফুকা। তিলেক বৃন্দাবন ছাড়া কৃষ্ণ নয় ;
কেবল শ্রীদামের বাক্য জন্য, ত্যজিয়া বৃন্দারণ্য, মথুরায় গেছেন দয়াময়।

১ মেল্তা। রাধা কৃষ্ণেরি একাঙ্গ, শ্রীরাধার বাঁধা ত্রিভঙ্গ, রাধা ছাড়া ত নহে মদন মোহন। ওত ভ্রমররূপে ষট্পদ, নিকুঞ্জে দেছেন দরশন ; ওত যাবে না

অন্য ফুলে, কেশরাদি বকুলে, কেবল মত্ত পেতে রাধার শ্রীচরণ।

---

(৫২)

ধরতা।

৺কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

৺নীলু ঠাকুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। বৃন্দে বিরহে কাতরা, হইয়ে সত্বরা, রাজদ্বারে দাঁড়ায়ে কয়,—

১ পরচিতান। মথুরাজ্যের অধিপতি কৃষ্ণ, শুনে তাইতে এলাম কংসালয়।

১ ফুকা। মনে অন্য অভিলাষ নাই; রাখালের রাজবেশ, কেমন শোভা দেখে যাই।

১ মেল্‌তা। কোথায় ভূপতি, জানাও শীঘ্রগতি, মিনতি করি ধরি পদেতে;

মহড়া। দ্বারী, একবার বল তোদের কৃষ্ণ রাজার সাক্ষাতে; গোপিনী, কৃষ্ণতাপে তাপিনী, তোমায় দেখ্‌বে বলে আছে বসে রাজপথে।

খাদ। এসেছি আমি অনেক দুঃখেতে।

২ ফুকা। তোদের রাজা নাকি বড় দয়াময়, দুখিনীর দুখেতে দেখিবো কেমন দয়া হয়।

২ মেল্‌তা। ইথে হবে তোমার পুণ্য, কর আশা পূর্ণ, প্রসন্ন

হয়ে গোপীর পক্ষেতে।

---

(৫৩)

উত্তর।

৺ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তীর প্রণীত।

৺বলরাম বৈষ্ণবের দলে গীত হয়।

১ চিতান। দাঁড়াও দাঁড়াও ওগো বৃন্দে, রাজারে জানাই সবিশেষ;

১ পরচিতান। নাহি পার্‌বে যেতে রাজসভাতে, আজ্ঞা না দিলে হৃষীকেশ।

১ ফুকা। আছে ভূপতির এই অনুমতি জেন, কেহ পারিবে না যেতে, রাজার সভাতে, না হলে রাজ-আবাহন।

১ মেল্‌তা। যদি যাইতে অনুমতি, করেন যদুপতি, তবে করিবে শ্রীপতিরে দরশন।

মহড়া। রাজ আজ্ঞা বিনা যাবে রাজসভায়, বাসনা তোমার এ কেমন; আগে জানাইগে রাজাকে, যদি আজ্ঞা করেন যেতে তোমাকে, তবে যেও গো দেখ মথুরার রাজন্।

খাদ। সামান্য ভূপতি নহে মদনমোহন।

২ ফুকা। যোগী ঋষিগণ রাজদরশনে আসে, রাজ-অনুমতি লয়ে হৃষ্টমতি দেখে গে রাজায় শ্রীনিবাসে।

২ মেল্‌তা। তুমি সহজে রমণী, তাতে কাঙ্গালিনী, ছেড়ে দিতে গো নারি তোমায় কদাচন।

(৫৪)

ধরতা।

৺কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্যের প্রণীত।

৺নীলু ঠাকুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। কাতর অন্তরে কৃষ্ণপদে ধরে কুবুজা করে নিবেদন।

১ পরচিতান। শুন শ্যাম ওহে গুণধাম, তুমি ব্রজগোপীর প্রাণ মন।

১ ফুকা। দেখ দেখ কৃষ্ণ হ'য়ো সাবধান, কাঁদে প্রাণ, হারাই হারাই কৃষ্ণ হারাই হয় হেন জ্ঞান;

১ মেল্‌তা। কে এক এসেছে অবলা সে নাকি অতি প্রবলা, হরি না জানি আজি কি দ্বন্দ্ব ঘটায়;

মহড়া। কৃষ্ণহে যেওনা আজ্ রাজসভায়।
এল ব্রজের কে গোপিকে, ধর্‌তে তোমাকে, ধর্‌লে রাখ্‌তে পারবে না কেউ মথুরায়।

খাদ। শুনেছি তাদের তুমি বাঁধা শ্যাম রায়।

২ ফুকা। কত পুণ্যফলে পেয়েছি তোমায়, দয়াময় দেখ যেন দাসী বলে ত্যজ না আমায়।

২ মেল্‌তা। কৃষ্ণ কব কি অধিক আর, জানি না তুমি কখন কার, পাছে গোপিকার কথায় ত্যজে যাও আমায়।

(৫৫)

উত্তর।

৺রাম বস্থর প্রণীত।

৺বলরাম বৈষ্ণবের দলে গীত হয়।

চিতান। হয়োনা সকাতরা প্রেয়সী, শুন তোমায় কই ;—

১ পরচিতান। আমায় বেদে কয় বাঞ্ছাপূর্ণকারী শ্যাম,
ভক্তাধীন আমি রসময়ী।

১ ফুকা। ভক্তের বাঞ্ছা সিদ্ধ করিতে,
ব্রজে ত্যজে প্যারী, করে তোমায় স্থন্দরী, মজেছি;
তোমার প্রেমেতে।

১ মেল্‌তা। আমি যাব না ব্রজে আর, ভাবনা নাই তোমার,
দিব না তোমার মনোবেদনা।

মহড়া। রাজসভাতে যেতে কুবুজা নিষেধ কর না ;
যদি না যাই রাজ সভাতে, এ মধুপুরেতে,
দয়াময় বলে কেউ আর ডাক্‌বে না।

খাদ। আমার অনন্ত ভাব তুমি ভেব না।

২ ফুকা। আমি কখন্‌ কারে হই সদয়, দেব ব্রহ্মাদি নাহি
পারে বুঝিতে ; এজন্য অনন্ত নাম কয়।

২ মেল্‌তা। আছে পুণ্য যার যতদিন, বাঁধা তার থাকি তত-
দিন ; জেন জোর করে নে যেতে কেউ পারবে না।

(৫৬)

ধরতার পাল্‌টা গীত।

৺কৃষ্ণ মোহন ভট্টাচার্য্যের প্রণীত।

৺নীলু ঠাকুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। ব্রজেতে মধুর ভাব, মথুরায় ভক্তি ভাব,
দুই ভাবের যে ভাবে হয় মন ;

১ পরচিতান। বুঝে ভাব কৃষ্ণ রাখ ভাব, তুমি ভাবগ্রাহী
জনার্দ্দন।

১ ফুকা। যদি তোমায় দেখে ব্রজাঙ্গনা, ছাড়্‌বেনা ; কৃষ্ণ
বলে ডাকলে পরে রইতে পার্‌বে না।

১ মেল্‌তা। যদি না যাও হে কালাচাঁদ গোপাসব প্রাণে
বাঁচ্‌বে না ; আবার আমারেও বধে যাওয়া উচিত নয়।

মহড়া। কৃষ্ণ যেমন তোমার স্বেচ্ছা হয় ;
তুমি না গেলে নে যায় কে, যাওত রাখে কে ;
যা কর কৃষ্ণ তুমি ইচ্ছাময়।

(৫৭)

ধরতা।

৺কৃষ্ণ মোহন ভট্টাচার্য্যের প্রণীত।

৺নীলুঠাকুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। বসন্ত আগমনে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের আগমন হল না।

১ পরচিতান। গিয়ে কংসধামে শ্যামে সম্ভ্রমে বৃন্দে কয়
করি করুণা ;—

১ ফুকা। প্রণাম করিহে কৃষ্ণ প্রণাম করি—
আমি মথুরাবাসী নই, শ্রীরাধার দাসী হই, বৃন্দাবন
বাসী নারী ;

১ মেল্‌তা। বৃন্দাদূতী নাম ধরি, বিধুবদন তোল বংশীধারী,
কিছু নিবেদন করি চরণ কমলে—

মহড়া। শ্যাম হে বসন্তেরে রাজ্য দিয়ে কি,
নারীবধ কর্‌লে গোকুলে ?
আছে ব্রজেতে বিচ্ছেদ রাজা, এসে তায় বসন্ত রাজা,
মিলে দুই রাজায় রাই রাজার প্রাণ বধিল।

খাদ। বলিতে তোমারে দহি দুখের অনলে।

২ ফুকা। ধনুর্যজ্ঞেতে এলে মধুপুরে—
যজ্ঞ বিনাশি যজ্ঞেশ্বর, হলে হে রাজ্যেশ্বর, বধিলে
কংস অসুরে।

২ মেল্‌তা। ব্রজের শ্রীহরি শ্রীহরি, রাধার প্রাণ মন হরি,
শেষে রাধারে ভাসাইলে অকূলে।

---

(৫৮)

উত্তর

৺গদাধর মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত।

৺বলরাম বৈষ্ণবের দলে গীত হয়।

১ চিতান। বৃন্দাবন হতে অক্রূরের সঙ্গেতে, কংস যজ্ঞে

যখন এসেছি;

১ পরচিতান। শ্রীরাধার আজ্ঞা লয়ে সই যাত্রা করেছি।

১ ফুকা। হাস্যমুখে রাধা আমায় দিয়াছেন বিদায়,
আমি কি ভুলিতে পারি সেই শ্রীরাধায়?

১ মেল্‌তা। বলিলে গোকুলে বিচ্ছেদ রাজা হয়েছে; সে কি কথা ব্রজেত সই রাই রাজা আছে; শুন সখি গো তোমায় কই, রাধা ছাড়া নই, আমি সেই রাধার প্রেমের ভিখারী।

মহড়া। ব্রজধামে রাই নহে সামান্য নারী; রাধার রাজ্য লতে সাধ্য কি সই বসন্ত রাজার; রাধা পরমা সতী ত্রিলোক ঈশ্বরী।

খাদ। ভ্রমে কি ভুলেছ তুমি ও সহচরী;

২ ফকা। বৃন্দাবন নিত্যধাম জান তদন্ত—সেখানেত বিরাজিত চির বসন্ত;

২ মেল্‌তা। রাধায় করিতে দরশন, গেছে বসন্ত মদন, তাদের সাধ্য কি বধিবারে কিশোরী।

---

(৫৯)

ধরতার পাল্‌টা।

৺কৃষ্ণ মোহন ভট্টাচর্য্যের প্রণীত।

৺নীলুঠাকুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। শ্রীমুখে কর্‌লে উক্তি আদ্যাশক্তি শ্রীরাধা

শ্রীবৃন্দাবনে ;

১ পরচিতান। তোমার আজ্ঞায় দাসী বৃন্দে জিজ্ঞাসে,
শক্তির হয় মুক্তি কার গুণে ?

১ ফকা। তোমার ভক্তিতে ছিল রাধার শক্তি—এখন তোমার সে ভক্তি নাই, রাধার সে শক্তি নাই, কিসে পাবেন্ প্যারী মুক্তি ?

১ মেল্তা। হয়ে শক্তিহীন শ্রীরাধিকে, কৃষ্ণ বিনে কৃষ্ণ বলে ডাকে ;
আমরা তাই দেখে বল্তে এলাম হে কানাই ;

মহড়া। থাক্‌ত রাধায় যদি শ্যাম হে রাধাত্ব
তবে কি বসন্তে ডরাই ?
নাহি ব্রজে রাধাকান্ত, দেখে দারুণ বসন্ত,
হয়ে কৃতান্ত স্বরূপ প্রাণে বধে রাই।

---

(৬০)

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

৺নীলুঠাকুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। রাধার নবম দশা হেরে, ব্যাকুল অন্তরে, সত্বরে আসি কংস ধাম ;

১ পরচিতান। শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দে করিয়া প্রণাম।

১ ফুকা। ব্রজে শ্যামবিচ্ছেদে প্যারী প্রলাপ দেখে,—ব্রজনাথ হে—বলে হৃদ্‌পদ্মের নীলপদ্ম আজ্ নিলে কে ?

১ মেল্‌তা। প্যারী কখন মোহ যায়, কভু চৈতন্য পায়,
আমরা তাই দেখে বলতে এলাম মথুরায়।

মহড়া। তোমার কমলিনী, কাল মেঘ দেখে কৃষ্ণ বলে ধর্‌তে যায়,
আমরা তায় বলিলাম করে ধরি, রাই ধর না গো ও নয় শ্রীহরি ; অম্‌নি কই কৃষ্ণ বলে পড়ে রাই ধরায়।

খাদ। এই দশা শ্রীরাধার হল শ্যামরায়।

ফুকা। দেখে বিদ্যুল্লতা কাল মেঘের সঙ্গে, কালাচাঁদ হে—
বলে পীতবসন, ওই সখি শ্যাম—শ্রীঅঙ্গে ;

২ মেল্‌তা। যত গরজে জলধর, রাই বলে ধর্‌ গো ধর্‌,
আমার বংশীধর, মোহন মুরলী বাজায়।

---

(৬১)

৺রাম বসুর প্রণীত।

৺ঠাকুরদাস সিংহের দলে গীত হয়।

১ চিতান। অষ্টম বৃহস্পতি আমার সই, তাই এলাম ত্যজে বৃন্দাবন।

১ পরচিতান। কৃষ্ণ বিচ্ছেদে তাতেই রাধে কাতরা, অনুক্ষণ তাপিত জীবন।

১ ফুকা। আহা কি বলিলে ওগো বৃন্দে সখি, কাল মেঘের

বরণ, করে দরশন, ধর্‌তে যায় রাই চন্দ্রমুখী;
১ মেল্‌তা। সখি বিরহ যন্ত্রণায়, বাহ্যজ্ঞান থাকা দায়,
নইলে পদাঙ্কে সুধায় ভেবে শ্যামরায়।
মহড়া। করি বিনতি, ও বৃন্দে দূতি, বুঝায়ে রাখগে রাধায়।
এ দিন শ্রীমতীর রবে না, ঘুচিবে যন্ত্রণা, কালেতে
পাবেন ব্রজের রাই আমায়।
খাদ। ভক্ত বৎসলা রাজবালা শ্রীমতী—এদায় তাঁর কেবল
ভক্তের দায়।
২ ফকা। দিলেন গোলকেতে শ্রীদাম অভিশাপ, শত বৎসর
রাধে, শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে, পাবেন সই রাই মনস্তাপ।
২ মেল্‌তা। সেই জন্য সহচরী, জ্ঞানহীনা কিশোরী, তাই
কাল মেঘ দেখে সই ধর্‌তে যায়।

---

(৬২)

৺ভবানীচরণ বণিকের দলে গীত হয়।

১ চিতান। না হেরে নবীন জলধররূপ, আকুল চাতকী জ্ঞান।
১ পরচিতান। দিবনিশি আমার সেই কৃষ্ণ জ্ঞান
১ ফুকা। জীবন যৌবন ধনপ্রাণ,
১ মেল্‌তা। হরি বিনা—সকলি আঁধার।
মহড়া। সখি, কও শুনি সমাচার,
আসিবেন সে হরি পুন কি ব্রজে আর,
খাদ। হবে কি আমার হেন কপাল আবার।

২ ফুকা। মথুরানগরে মাধবের—

২ মেল্‌তা। দেখে এলে কিরূপ ব্যবহার।

২ অন্তরা। হায় ভূপতি নাকি হয়েছেন হরি—মধুপুর সুখাভিলাষী। স্বরূপ কহনা, সেখানে রাজার কে এখন রাজমহিষী।

২ চিতান। ব্রজের চূড়াধড়া নাকি ত্যজেছেন শ্যামরায়।

২ পরচিতান। কুবুজা নাকি বামে শোভা পায়?

২ ফুকা। ব্রজের দুখের কথা শুনে, হরি কি দিলেন উত্তর তার?

(৬৩)

৺নবাই ঠাকুরের প্রণীত।

৺নিত্যানন্দ বৈরাগীর দলে গীত হয়।

১ চিতান। এই দেখ বৃন্দাবনে বসন্ত এল—

১ পরচিতান। নীরবে রয়েছ কেন কোকিল বল।

১ ফুকা। হরি গুণগান পিক কররে এখন।

১ মেল্‌তা। শুনিয়া প্রাণ যুড়াক শ্রীরাধার।

মহড়া। পিকরে! তুমি কৃষ্ণবলে ডাক একবার;

খাদ। শুনরে কোকিল শুন, মিনতি আমার।

২ ফুকা। হরি হারা হয়ে আছি মৌনে বসিয়া।

২ মেল্‌তা। মধুর রব কেন নাহি শুনাও আর।

(৬৪)

ধরতা।

৺কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

৺নীলুঠাকুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। বৃন্দে সভা মধ্যে কহিছেন,—কৃষ্ণে করিয়া প্রণাম।

১ পরচিতান। এলাম বৃন্দাবন ধাম হতে, রাধার সঙ্গিনী আমি—শ্যাম।

১ ফুকা। দেখিলাম তব রাজ্যের শিক্ষা, আমি আজি তাই করূব হে পরীক্ষা।

১ মেল্‌তা। তুমি রাজ্য কর ভাল, শুন হে ভূপাল, সুখ্যাতি শুনি তোমার সর্ব্বঠাঁই;

মহড়া। কেমন বিচার কর কৃষ্ণ দেখ্‌ব তাই;
আমায় জান্তে পাঠালেন ব্রজের রাজা রাই।

খাদ। শুনেছি তব রাজ্যে অবিচার নাই।

২ ফকা। ধন প্রাণ মন সঁপে হে যে যায়, পুনরায় ফিরে পায় কিহে নাহি পায়।

২ মেল্‌তা। দেখ্‌ব রাখালের রাজ বিচার, ন্যায্য কি অবিচার, করূলে সুবিচার সুযশ করিব কানাই।

উত্তর পাওয়া গেল না।

---

(৬৫)

৺গদাধর মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত।

৺বলরাম বৈষ্ণবের দলে গীত হয়।

১ চিতান। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী কিশোরী, যা বল সকলি সম্ভব।

১ পরচিতান। হে মাধব, রাধার সে গৌরব, গিয়াছে তোমা হতে সব।

১ ফুকা। ছিলেন ব্রজেশ্বরী, রাই কিশোরী,
হরি রাজত্ব তুমি তার, করেছ রাজ—পথের ভিখারী।

১ মেল্‌তা। আমরা কথায় ত ভুলবনা, শ্রীরাধার যন্ত্রণা, এই মাত্র চক্ষে দেখে এসেছি;

মহড়া। প্যারীর রাজত্ব স্বখেতে আর কাজ নাই,
বাঁচলে প্রাণেতে বাঁচি।
বিচ্ছেদ জ্বালা রাই যুড়াত, যমুনায় ঝাঁপদিত, কেবল আমরা তাঁয় প্রবোধ দিয়ে রেখেছি।

খাদ। কব কি যে স্বখে গোকুলে আছি।

২ ফুকা। রাধার দাসী যত সেই ব্রজাঙ্গনা, রাধার চরণ বই জানে না, রাই মন্ত্র করে উপাসনা।

২ মেল্‌তা। কৃষ্ণ তোমারে হারায়ে, রাধার পানে চেয়ে, আমরা সব প্রাণে বেঁচে রয়েছি।

---

(৬৬)

ধর্‌তা।

৺গদাধর মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত।

৺নীলমণি পাটুনির দলে গীত হয়।

১ চিতান। বসন্ত আসিতে গোপিকার প্রাণ যুড়াল।

১ পরচিতান। জ্ঞান হয় ঋতু নয় দয়াময় মাধব এল।

১ ফুকা। দেখ তমালে কোকিলে বসে ঐ ;
মনের আনন্দে, শ্রীগোবিন্দে, ডাকিতেছে সই।

১ মেল্‌তা। আর কমলিনীর কমল চরণে ধরে, মধুপান করে

মহড়া। এত ভৃঙ্গ নয় ত্রিভঙ্গ বুঝি এসেছেন শ্রীমতীর কুঞ্জে ;
গুণ গুণ স্বরে কেন অলি শ্রীরাধার শ্রীপদে ভুঞ্জে ?

খাদ। কৃষ্ণ—বই কে আর বস্‌তে পারে সই শ্রীরাধার রাসকুঞ্জে ?

২ ফুকা। জানি শ্রীমুখে বলেছেন শ্রীকান্ত—গীতাযোগ মধ্যে—
তিনি ঋতুর্ মধ্যে বসন্ত ;

২ মেল্‌তা আর পতঙ্গের মধ্যে কৃষ্ণ ভৃঙ্গরাজ,
নৈলে কেন ও রস ভুঞ্জে।

উত্তর পাওয়া যায় নাই।

---

(৬৭)

ধর্‌তা।

৺রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

৺লক্ষ্মীনারায়ণ যোগীর দলে গীত হয়।

১ চিতান। কপাল মন্দ দ্বারী হে, কৃষ্ণ নিন্দা করা উচিত নয়।

১ পরচিতান। দশা যখন বিগুণ হয়, জান্‌লেম বন্ধু লোকে মন্দ কয়;

১ ফুকা। রাধার চরণে যার লেখা নাম, এখন তোদের পায়ে ধরায় সেই শ্যাম।

১ মেল্‌তা। ভাব্‌তে বল্‌গে যা তোদের রাজাকে, এমন অভিমান কতবার ভিক্ষা লয়েছে।

মহড়া। এখন সময় গুণে এই দশা হয়েছে।
ছিল দাসী যে, হল রাণী সে,
রাধা রাজনন্দিনীর এখন কপাল ভেঙ্গেছে।

খাদ। সরমে মরমে মরি কব কার কাছে।

২ ফুকা। যে জন আঁখির আড়ে হত না, তারে দেখ্‌তে এসে এত লাঞ্ছনা;

২ মেল্‌তা। আমি পথে বসে কাঁদি আজ, এমন কত কান্না তোদের রাজা কেঁদেছে;

অন্তরা। কথা কইতে গেলে নয়ন জলে অঙ্গ ভেসে যায়;
রাধা রাজার দাসী অপার্য্যে আসি কাঁদিতেছে মথুরায়।

২ চিতান। এমন নিষ্ঠুর ভূপতি, আমাদের শ্রীমতী, কভু নয়।

২ পরচিতান। পেয়ে কাঙ্গালিনীর ভয়, অন্তঃপুরে নাহি গিয়া রয়।

৩ ফুকা। আমরা দয়াল রাজ্যে বাস করি, চাহিলে উল্‌টে ভিক্ষা দে যেতে পারি।

৩ মেল্‌তা। মনে কর্‌তে বল্‌ তোদের রাজাকে বুঝি আপনার সে দিন এখন ভুলে গিয়াছে।

---

(৬৮)

উত্তর

৺দর্পনরায়ণ কবিরাজের প্রণীত।

৺গুরুদুম্বোর দলে গীত হয়।

১ চিতান। বল্‌লে যে কথা গো আমারে, কৃষ্ণ এর্‌ দিবেন উত্তর;

১ পরচিতান। আমি কিঞ্চিৎ বলি তোমায় বৃন্দে, শুন অতঃপর।

১ ফুকা। বল কে পারে বল্‌তে কৃষ্ণ কখন কার?
শুনি কখন ক্ষীরোদশায়ী, কখন শুন্‌তে পাই,
বাঁধা শ্যাম ব্রজগোপীকার।

১ মেল্‌তা। কারে সদয় শ্যাম কখন হন, কারে নিদয় কখন নারায়ণ—

কৃষ্ণের অনন্ত ভাব বৃন্দে বোঝা দায়;

মহড়া। সখী—সমভাবে লোকের চির দিন নাহি যায়;
সুখ হইলে অতিশয়, দুখ তার পরেই হয়,
এখন কি হবে কাঁদিলে আসি মথুরায়।

খাদ। বুঝিলাম এই শ্যাম ধরেছিলেন রাধার পায়।

২ ফুকা। এখন সে রাধার দশম দশা ঘটেছে; ভাগ্যে একাদশ শশধর, অতিশয় শুভকর, কুবুজায় সুফল দিয়েছে।

২ মেল্তা। করলে মাধবকে অনুযোগ, নাহি যাবে রাধার দুখের ভোগ,
পাবে প্রভাসে শ্যামের দেখা পুনরায়।

---

(৬৯)

ধর্‌তা।

৺ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তীর প্রণীত।

৺ভোলানাথ ময়রার দলে গীত হয়।

১ চিতান। বৃন্দে শ্রীবৃন্দাবনে বসন্তে হেরে, কাতরা হয়ে খেদে কয়,—

১ পরচিতান। একে কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রাণ দহিছে—তাতে আর কি এত জ্বালা সয়।

১ ফুকা। এই ব্রজেতে যখন ছিলেন ব্রজেন্দ্রতনয়, হত তাতে হে বসন্তে, নিত্যসুখোদয়।

১ মেল্‌তা। এখন সে সুখ হরি—হরি, ব্রজধাম পরিহরি, ব্রজনাথ গেছেন যমুনার পার।

মহড়া। দেখ কৃষ্ণ বিহনে, হে ঋতুরাজ, এই দশা গোপিকার ;

কেন এ সময় বসন্ত, কোত্তে গোপীর প্রাণান্ত, এলে গোকুলে ;

তোমার কোকিলের স্বরে প্রাণে বাঁচা ভার।

খাদ। মাধবে, মাধব-অভাবে, সবে শবাকার।

২ফুকা। দেখ এই সেই ব্রজেশ্বরী, স্বর্ণলতা রাই, ধূলায় লুণ্ঠিতা শ্রীমতীর সে সু-বর্ণ নাই !

২ মেল্‌তা। কৃষ্ণ বিরহে অনিবার, নয়নে শতধার, বহিছে সদা ঐ শ্রীরাধার।

---

(৭০)

উত্তর

৺রামবসুর প্রণীত।

৺ঠাকুরদাস সিংহের দলে গীত হয়।

১ চিতান। বৃন্দাবন ছাড়া কৃষ্ণ তিলেক নয়; গোপীগণ তাও কি জাননা ?

১ পরচিতান। রাধার শ্যাম, নহে রাধায় বাম, কেন করিছ বৃথা ভাবনা।

১ ফুকা। মাধবের বিরহ, মাধবীর কভু নাই ;

রাধা কৃষ্ণের একাঙ্গ, রাধারই ত্রিভঙ্গ, তাহে পর-
মাধ্যা ব্রজের রাই।

১ মেল্‌তা। কোকিল ভ্রমর কি বসন্ত, বিহনে শ্রীকান্ত,
প্রাণান্ত করিতে নারে শ্রীরাধার।

মহড়া। রাই নয় সামান্যে, ত্রিজগত ধন্যে, ভয় কি বসন্তে
তাহার,
প্যারীর্ শ্রীপদ নলিনী, চিন্তে যত মুনি
আবার বাঁধা তায় চিন্তামণি সারাৎসার।

খাদ। সেই রাধার কুঞ্জ বই বসন্ত যাবে কোথা আর?

২ ফকা। রাধার অভয় পদ করিতে দরশন সখি, কিছার
বসন্ত, দেবাদি অনন্ত, সদা বাঞ্ছিত পেতে শ্রীচরণ।

২ মেল্‌তা। আমি সেই রাধার শ্রীচরণ, করিয়া দরশন,
পবিত্র হব বাসনা আমার।

(৭১)

ধরতা

৺রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

৺রামসুন্দর স্বর্ণকারের দলে গীত হয়।

১ চিতান। কথাতে প্রবোধ না মানে, হয়েছি অধৈর্য্য সবাই।

১ পরচিতান। এলো ব্রজেতে ঋতুরাজ, এসময় ব্রজরাজ,
সুখের ব্রজ ধামে নাই।

১ ফকা। তুমিত সেই শ্যামের শ্রীচরণ চিহ্ন, জানত সব

গোপীর অনন্যগতি কৃষ্ণ ভিন্ন।

১ মেল্‌তা। পড়ে গোকুলবাসী অকূলে, ডাকে কৃষ্ণ বলে
তাতে নয়নের জলে ভাসিছে বয়ান

মহড়া। আশা বাক্যে পদাঙ্ক বাঁচে আর কি শ্রীরাধার প্রাণ;
করে গুন্ গুন্ স্বর মধুকর, কোকিলের কুহুস্বর,
হানে আবার তায় পঞ্চস্বর, পঞ্চবাণ;

খাদ। এজ্বালা কৃষ্ণ বিনে কে করে নির্ব্বাণ।

২ ফুকা। যদি হও রাধার পক্ষে স্বাপক্ষ হে তুমি, এনে দাও
গোকুলে, সাধের গোকুলস্বামী।

২ মেল্‌তা। গেছেলো অনেক বার, অনেক জন, আস্তে সেই
কৃষ্ণধন সকলে হয়ে এল অপমান।

(৭২)

উত্তর।

৺গোরক্ষ নাথের কৃত।

৺আন্তনি সাহেবের দলে গীত হয়।

১ চিতান। গিয়াছেন মধুপুরে শ্রীকৃষ্ণ, ত্যজিয়া শ্রীবৃন্দারণ্য।

১ পরচিতান। কারে বল সই শুন্‌তে রাধার যন্ত্রণা, ওযে
শ্যামচরণচিহ্ন।

১ ফুকা। সখি ঐ যার পদচিহ্ন, সেই মাধব যখন দুখ
বুঝ্‌লে না,
অরণ্যে-রোদন, করিলে এখন, ঘচ্‌বে না মনের বেদনা।

১ মেল্‌তা। রাধার সুখের ত কপাল নয়, তা হলে কি এমন দশা হয় ?

কাঁদে কৃষ্ণহীন হয়ে রাধে, পড়ে ভূতলে।

মহড়া। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে সই; কি হবে ব্যাকুলা হলে, এখন ভ্রান্তি পরিহরি বাঁচাও সই কিশোরী, হরি মন্ত্র শুনাও প্যারীর শ্রবণমূলে।

খাদ। কেন ব্রজ ধাম ত্যজে যাবেন শ্যাম, রাধার দুঃখের কপাল না হলে।

২ ফুকা। মনে জ্ঞান হয় জন্মান্তরে, আমরা কৃষ্ণ হরি সখি নিছিলাম কার। বুঝি সেই পাপে এ মনস্তাপে দহিল প্রাণ গোপিকার।

২ মেল্‌তা। নহিলে যার নামে বিপদ যায়, প্রাণ সঁপে সেই শ্যামের পায়; রাধার প্রাণ যায়, গোকুল ভাসে দুখ সলিলে।

---

(৭৩)

ধরতা।

৺কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্যের প্রণীত।

৺নীলুঠাকুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। শুন গো সখি, আজ আশ্চর্য্য রাজসভার বিবরণ;

১ পরচিতান। রুষ্ট হয়ে ব্রজের নারী এক কৃষ্ণে কহিছে গর্ব্বিত বচন।

১ ফ্‌কা। সে যে মুখরা প্রখরা নব যুবতী ; হান্‌চে বাক্যবাণ,
কুপিত দুনয়ান, তাহে শ্যাম কাতর অতি।

১ মেল্‌তা। তোরা ঘর থেকে বেরুস্‌নে, কেউ কিছুই জানি-
স্‌নে, এ মধুমণ্ডলে কি হতেছে।

মহড়া। বৃন্দে নামে কে এক রমণী রাজসভাতে এসেছে ;
আমি দেখিলাম স্বচক্ষে, আমাদের রাজাকে,
রাই রাজার প্রজাবলে বেঁধেছে।

এই গীতের খাদ এবং দ্বিতীয় ফ্‌কা ও মেল্‌তাদি বহু সন্ধানেও প্রাপ্ত হইলাম না।

উত্তর পওয়া যায় নাই।

(৭৪)

ধরতা।

৺গদাধর মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত।

৺নীলুঠাকুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনী রাধার মথুরায় গমন,

১ পরচিতান। হেরে বৃন্দে, শ্রীরাধার পদারবিন্দে, করে
নিবেদন ;

ফ্‌কা। রাজ তনয়া রাই তুমি ব্রজে ;
প্যারী গো অলক্তযুক্ত পদে, কুশাঙ্কুর যদি বেঁধে,
বিপদ ঘটিবে পথ মাঝে।

১ মেল্‌তা। ব্রজের কঠিন মাটিতে, ঝটিতে হাঁটিতে, কটিতে কঠিন ব্যাথা হয় পাছে।

মহড়া। প্যারী আয় গো আয়, ধীরে ধীরে আয়, মধপুর নিকট হয়েছে।
রাধে, রাধে, মরিগো রাধে, পথশ্রমে শ্রীমুখ তোমার ঘেমেছে।

এই গীতের খাদ এবং দ্বিতীয় ফুকা মেল্‌তাদি বহুসন্ধানেও প্রাপ্ত হইলাম না।

---

(৭৫)

ধরতা।

৺ঠাকুর দাস চক্রবর্ত্তীর প্রণীত।

৺বলরাম বৈষ্ণবের দলে গীত হয়।

চিতান। আসি মাধবের মধুধাম, কৃষ্ণপদে প্রণাম, করিয়ে বৃন্দে দূতী কয়—

১ পরচিতান। বংশীধর, অনেক দিনের পর, ও চাঁদবদন দেখ্‌লাম দয়াময়।

১ ফুকা। কথা কও—কও—কওহে চিন্তামণি, কেন কৃষ্ণধন থাকিতে রাই কাঙ্গালিনী।

১ মেল্‌তা। করি রাই পক্ষে পক্ষপাত, হলে হে কুবুজার নাথ, মরিল রাই চক্ষে একবার দেখলে না।

মহড়া। হক হক্ পূর্ণ হক্ কুবুজার মনোবাসনা;

কুবুজা দিয়েছেন চন্দন দান, বাড়ালে দাসীর মান,
আবার তায় বামে দিলে স্থান; তবু রাধার বই
কুবুজার শ্যাম কেহ বল্‌বে না।

এই গীতের খাদ এবং দ্বিতীয় ফুকা ও মেল্‌তাদী বহু
সন্ধানেও প্রাপ্ত হইলাম না।

---

(৭৬)

ধরতা।

৺সাতু রায় প্রণীত।

কাহার দলে গীত হয় তাহা অনিশ্চিত।

১ চিতান। ত্রিভঙ্গ ভৃঙ্গ হয়ে, শ্রীঅঙ্গ লুকাইয়ে, রঙ্গে নিকুঞ্জে
উদয়।

১ পরচিতান। ভঙ্গী হেরে চমৎকার, বৃন্দে বুঝে সার, চন্দ্র-
মুখী প্রতি কয়।

১ ফুকা। ওগো রঙ্গদেবী একি রঙ্গ, পদ প্রান্তে কেন ভ্রমে ভৃঙ্গ?

১ মেল্‌তা। ওযে সাধিছে সাধের কাজ, কি সাধে অলিরাজ,
পদপঙ্কজরজ কেন মাখে গায়?

মহড়া। তাই সুধাই গো সুধামুখী রাই তোমায়;
হয়ে বিরাগী কি বিরাগে, কি ভাবের অনুরাগে,
অলিরাজ ধরে তোমার রাঙ্গাপায়।

খাদ। ও যে ধন্য ষট্‌পদ, অন্য দিকে নাহি চায়।

২ ফকা। কত প্রফুল্ল ফুল, রাধার কুঞ্জে, তাতে সুখ কভু

নাহি ভুঞ্জে।

২ মেল্‌তা। পেয়ে পাদপদ্মের সুধা, ঘুচেছে অন্য ক্ষুধা,
মুখে জয় রাধা শ্রীরাধার গুণগায়।

অন্তরা। ও রাই কি কাল মাধুরী আশ্চর্য্য, এই অলি
কোথাকার হয়েছে শরণাপন্ন দেখি চরণে তোমার ?

২ চিতান। অরণ্যের অলি বল, কি জন্য ব্যাকুল,
অন্যে সুধালে না কয়।

২ পরচিতান। অতি কুণ্ঠিতের প্রায়, লুণ্ঠিত ধলায়,
করলে তবাঙ্গে আশ্রয়।

৩ ফুকা। ওকে সুধাও দেখি গো রাজকন্যে ?
অলির বাঞ্ছা কি ধনের জন্যে ;

৩ মেল্‌তা। করে ব্রহ্মাদি তপোধন, যে ধনের আরাধন,
সে ধন পেলে, আবার কিধন চায়।

ইহার উত্তর পাওয়া গেল না।

---

(৭৭)

৺সাতুরায়ের প্রণীত।

৺ভোলানাথ ময়রার দলে গীত হয়।

১ চিতান। হাঁগো বৃন্দে, শ্রীগোবিন্দের, পায় করে প্রাণ
সমর্পণ ;

১ পরচিতান। হোল এ গোকুল, আমার প্রতিকূল, অনুকূল
কেবল শ্যামধন।

১ ফুকা। সেধন সাধনে, হই বুঝি নিধন, পাপ লোকে তা বোঝে না, কৃষ্ণধন কি ধন।

১ মেল্‌তা। আমার মিথ্যাবাদ, অপবাদ, দেয় কালার পরিবাদ সই, আমি কিরূপে গৃহমাঝে তিষ্ঠে রই।

মহড়া। এখন শ্যাম রাখি কি কুল রাখি বল সই। যদি ত্যজি গো কুল, তবে হাসে গোকুল, যদি রাখি গোকুল, কৃষ্ণে বঞ্চিত হই।

(৭৮)

শ্রীসীতানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

৺চিন্তামণি ময়রার দলে গীত হয়।

ধর্‌তা।

১ চিতান। বসন্তকালে ব্রজে আসিয়া, হেরিয়া দুখ সমুদয়,

১ পরচিতান। পুনরায় মথুরায় রাজসভায় উপনীত হয়ে উদ্ধব কয়।

১ ফুকা। শুন ওহে বনমালী, বৃন্দাবনের বার্ত্তা বলি, পত্রাবলি করে এনেছি।

ভাণ্ডীর বন, তমাল বন, মধুবন, আর নিধুবন, ভ্রমণ করেছি।

১ মেল্‌তা। করতে গোচরণ যে বনে, সে বন বন হয়েছে এক্ষণে,

তোমা বিহনে বনের শোভা গিয়াছে।

মহড়া। দেখে এলাম শ্যাম, তোমার বৃন্দাবনধাম, কেবল নাম আছে।
তথা বসন্ত ঋতু নাই, কোকিল নাই, ভ্রমর নাই, জলে কমল নাই, শুধু রাই কমল-ধূলায় পড়ে রয়েছে।

খাদ। বনের কথা মনের কথা কই তোমার কাছে।

২ ফ ুকা। ফুলে মূলে, জলে স্থলে, সকলেতে সমান জ্বলে, নয়ন জলে ভাসে অনিবার।
হাহাকার সবাকার, গোপিকার প্রেমবিকার, না হয় প্রতিকার।

২ মেল্‌তা। তোমা বিহনে গোপিকার, হয়েছে অতি শীর্ণা-কার, দুঃখের অলঙ্কার, অঙ্গে সবাই পরেছে।

অন্তরা। সুখশূন্য সবে শোকাকুল তোমা বিহনে বনমালী, হে।
যেমন শ্রীরাম বিহনে, অযোধ্যাভবনে, ব্রজের গোপীগণ তদ্‌প্রায় সকলি হে।

২ চিতান। সানন্দ উপনন্দ, শ্রীনন্দ, কহিছে মনের বিষাদে।

২ পরচিতান। গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ কোথারে আছিস্ দেখা দে।

৩ ফ ুকা। যশোদা রোহিণী আদি, রোদন করে নিরবধি, বলে বিধি কি করিলি হায়;
মূর্চ্ছা যায়, চেতন পায়, আয় গোপাল কোলে আয়,

আয়রে গোপাল আয়।

৩ মেল্‌তা। সেথা ছিলে ব্রজের রাখাল, এখন হেথা হয়েছ
ভুপাল,
ব্রজের রাখাল সব গোপাল বলে কাঁদিছে।

ইহার উত্তর পাওয়া গেল না।

বিরহ।

---

(৭৯)

ধর্‌তা।

৺হরু ঠাকুরের প্রণীত।

১ চিতান। আমি রসিকের স্থানে পেয়েছি সন্ধান;
১ পরচিতান। তোমার নাকি আছে সখি প্রেমরসজ্ঞান।
১ ফুকা। আমায় কপট ত্যজিয়া, কহ বিবরিয়া;
১ মেল্‌তা। ইহার লাগিয়া এসেছি হেথা,
মহড়া। ক ত সখী কিছু প্রেমের কথা।
শুনিয়া ঘুচুক আমার মনের ব্যথা।
খাদ। সুধাই তাই—হেন প্রেম উপজে কোথা?
২ ফুকা। আমি এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে,

২ মেল্‌তা। প্রীতি-প্রয়াগে মুড়াব মাথা।

অন্তরা। সখী কোন্‌ প্রেম লাগি, প্রহ্লাদ বৈরাগী,
মহাদেব যোগী কোন্‌ প্রেমে ?
কোন্‌ প্রেমে ভগীরথ ভাগীরথী আনে ভারতভূমে ?

২ চিতান। বধে ব্রজগোপনারী, কোন্‌ প্রেমে হরি

২ পরচিতান। নিরদয় হয়ে গেলেন মথুরাপুরী।

৩ ফুকা। বল্‌ কোন্‌ প্রেম ফলে, কালিন্দীর কূলে,

৩ মেল্‌তা। কৃষ্ণ পদ পেলে মাধবী লতা।

উত্তর পাওয়া যায় নাই।

---

(৮০)

ধরতা।

৺হরু ঠাকুরের প্রণীত।

১ চিতান। শিশির নিশির যন্ত্রণা সই এ হতে ত ছিল ভাল।

১ পরচিতান। বসন্ত হয়ে কৃতান্ত বিরহী বধিতে এল।

১ ফুকা। মনের কথা কই, এমন কে আছে –
ঋতুরাজ যিনি, নারী বধেন তিনি, তবে আর দাঁড়াব
কার কাছে ?

১ মেল্‌তা। আসি সপ্তরথী মিলে, আমারে মজালে, যেন
অভিমন্যু ঘেরেছে কৌরব।

মহড়া। কাল বসন্তের হাতে যায় বা সতীত্বগৌরব।

যে ধন দিয়ে গেলেন প্রাণনাথ, তায় বা করে গো আঘাত, কত সই গো সই, মুহু র্মুহু কুহুরব?

উত্তর পাওয়া যায় নাই।

---

(৮১)

ধর্‌তা।

৺রামসুন্দর রায়ের প্রণীত।

৺ভবানীচরণ বণিকের দলে গীত হয়।

১ চিতান। একা রেখে যুবতীকে গেল দেশান্তর।

১ পরচিতান্। তার বিরহেতে প্রাণ আমার দহে নিরন্তর।

১ ফুকা। সে বিনা এ যৌবন রতন বল রক্ষক কে করিবে রক্ষণ?

১ মেল্‌তা। কাহার শরণ লই, বিনা প্রাণকান্তে?

মহড়া। ধিক্ সে প্রাণকান্তে এল না বসন্তে;

খাদ। রমণী রাখিয়ে ভুলে আছে কি ভ্রান্তে।

২ ফুকা। সে যে গেছে সখী দূরদেশ, আছি কি মরেছি করে না উদ্দেশ;

২ মেল্‌তা। পতি হয়ে সঁপে গেল মদন দুরন্তে।

অন্তরা। প্রিয় জনে ত্যজে প্রিয়জন আছে কেমনে—
হোলনা কি তার দয়া রমণী রতনে?

২ চিতান। কন্যাকালের কথা মনে হলে বাড়ে শোক;

২ পরচিতান। আমার জনক তারে দিলেন দান দেখিয়া
স্থলোক।

৩ ফকা। করে করে করে সমর্পণ, তারে বল্‌লেন স্থখে
করো হে পালন।

৩ মেলতা। কথা না হল পালন, সঁপিলেন মদনকৃতান্তে।

(৮২)

ধরতা।

৺নবাই ঠাকুরের প্রণীত।

৺নিত্যানন্দ বৈরাগীর দলে গীত হয়।

১ চিতান। তুমি বল—প্রেয়সী আমি তোমার অধীন।

১ পরচিতান। অন্য নারী সহবাস নাহি কোন দিন।

১ফকা। সখা প্রত্যক্ষে সে কথা, হল ঐক্যতা,

১ মেল্‌তা। সরল নও তুমি পুরুষ পাষাণ,

মহড়া। আমি তোমার মন বুঝিতে করেছি হে অভিমান।
দেখি আমায় কেমন তুমি ভাল বাস প্রাণ।

খাদ। আমার মনে নাহি তোমার প্রতি বিভিন্নতা জ্ঞান।

২ ফুকা। তোমার অন্তরেতে বিষ মুখেতে হরিষ—

২ মেলতা। কপটে ঝুরিছে ও দুটি নয়ন।

উত্তর পাওয়া যায় নাই।

(৮৩)

ধরতা।

রাম বসুর কৃত।

ইহাঁর নিজের দলেই গীত হয়।

১ চিতান। বালিকা ছিলাম, ছিলাম, ভাল ছিলাম সই—
ছিল না সুখ অভিলাষ।

১ পরচিতান। পতি চিন্‌তাম না, ও রস জান্‌তাম না, হৃদ্-
পদ্ম ছিল অপ্রকাশ।

১ ফুকা। এখন সেই শতদল মুদিত কমল, কাল পেয়ে
ফুটিল,
পদ্মের মধু পদ্মে রেখে ভৃঙ্গ উড়ে গেল।

১ মেল্‌তা। একে মদনের পঞ্চ শর, প্রাণনাথের বিচ্ছেদ-
শর, দুই শরে সারা হল যুবতী,

মহড়া। আমার কুলের নাশক হল রতিপতি, আমার প্রাণ-
নাশক হল প্রাণপতি,
আমি অবলা বই ত নই, কি করি বল সই, হয়েছি
বিচ্ছেদে নূতন ব্রতী—

খাদ। উভয় সঙ্কটে পড়ে গো সই, হল একি দুর্গতি।

২ ফুকা। ও তার নামটি মদন, গঠন কেমন দেখ্‌তে পাইনা
চখে, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ যেমন বাণ মারে কোথা
থেকে।

২ মেল্‌তা। একে অর্দ্ধরথী নারী, তার সঙ্গে কি পারি,

তাতে নাই আমার যৌবন রথের সারথী।

অন্তরা। পোড়া মদন ত তাও সই বুঝে না।
দেখে অবলা নারী তাতে যুবতী।
আপন পতি হয়ে যদি বুঝ্‌লে না বেদনা;
রতিপতি বুঝ্‌বে কেন পর নারীর যাতনা?

২ চিতান। জ্বালালে পতি হয়ে যদি নারীর প্রাণ, দোষ কি দিব মদনে।

২ পরচিতান। ঘুচে সব জ্বালা, জুড়ায় অবলা, ত্যজলে এ পাপ জীবনে।

৩ ফুকা। পোড়া যৌবন গেল, জীবন গেলে প্রাণ জুড়ায় গো সখি।
নইলে জ্বালা জুড়াবার আর উপায় না দেখি।

৩ মেল্‌তা। আমার কুল রক্ষে, মান রক্ষে, সমভাব দুপক্ষে, পাছে বিপক্ষে বলে আবার অসতী।

---

(৮৪)

৺কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্যের প্রণীত।
৺নীলুঠাকুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। অধৈর্য্যে আকুল হয়ে অন্তরে, অকূলে দুকুল ডুবাবে।

১ পরচিতান। ধৈর্য্য ধর দুখ সওগো সই দুদিন বই জ্বালা

জুড়াবে।

১ ফুকা। সুখ দুঃখ কিছুই চিরস্থায়ী নয়।
সুখান্তে দুখ হয়, দুখান্তে সুখের উদয়।

১ মেল্‌তা। এ দিন রবে না, ভেব না, যাবে সই যন্ত্রণা,
সময়ে পাবে প্রাণবল্লভে,

মহড়া। পতির বিচ্ছেদে প্রাণ সই, অধৈর্য্য হলে কি হবে।
থাক নাথেরে ভাবিয়ে, আশাপথ চাহিয়ে,
আসি যার জ্বালা সেই তোমার জুড়াবে।

খাদ। কি সাধ্য রতিপতির বল গো, সতীর অঙ্গ দহিবে।

২ ফুকা। পূজ বিল্বদলে সতী শঙ্করে,
ঘুচিবে পতির দুখ, হেরিবে পতিব মুখ, জুড়াবে
তাপিত অন্তরে।

২ মেল্‌তা। পাবে সময়ে প্রাণধন, জুড়াবে প্রাণধন, দুরূহ
বিরহ দায় ঘচিবে।

---

(৮৫)

ধরতা

৺রামবসুর প্রণাত।

৺নীলু ঠাকুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। প্রেমে সুখী হব বলে সখী গো, সঁপিলাম পরে
প্রাণ মন।

১ পরচিতান। ভাগ্য গুণে সে সাধে বিষাদ ঘট্‌লো আমার

সই এখন।

১ ফুকা। প্রেমের রীতি নীতি পদ্ধতি ব্যভার,
জান্‌তাম না আগে সই, শিখিলাম ঠেকিয়া এই বার।

১ মেল্‌তা। আমি অবলা সরলা, এত কি জানি বল না।
আমায় বল্‌লে সে—মন দিলেই মন তুষিবে।

মহড়া। সঁপ্‌লাম এই ভেবে তায় আগে মন;
কে জানে সে মন না দিবে।
দিয়া আপনার ধন সেধে পরে, পরের ধন পেলেম না পরে,
স্বপ্নে জানি না সে এই শত্রু হাসাবে।

খাদ। আগে তুল্‌লে সিংহাসনে কথাতে, কে জানে শেষে কাঁদাবে।

২ ফুকা। ভাব্‌লাম প্রাণ দিয়ে পাব পরের প্রাণ;
জুড়াব দুজনায়—হবে সই সুখের অনুষ্ঠান।

২ মেল্‌তা। মন সরল নাকি নারীর অতিশয়, কপট বোঝে না;
তাতেই মজে গে পুরুষের শঠভাবে।

---

(৮৬)

উত্তর

৺দর্পনারায়ণ কবিরাজের প্রণীত।

৺রামসুন্দর স্বর্ণকারের দলে গীত হয়।

১ চিতান। জান না সখী পুরুষ শঠের শেষ হৃদে বিষ মুখেম ধুময়।

১ পরচিতান। ছল করে হরে আগে পরের মন,
মন পেলে সে যেন সে নয়।

১ ফুকা। আগে আকাশের চন্দ্র এনে দেয় করে কথাতে ;
এম্‌নি ভাব জানায়, চল্‌লে ব্যথা পায় ;
পাওয়া দায় প্রাণ পেলে হাতে।

১ মেল্‌তা। তুমি নূতন ব্রতী প্রেমের রীতি সই জান না ;
পরের মন লয়ে পরে মন হয় দিতে।

মহড়া। পর নয় আপনার, জান্‌লেত এবার
অনেক দুখ পরের প্রেমেতে।
পরে তরুপরে তোলে ছলবাক্যেতে ;
পরের প্রাণ গেলেও আসে না শেষ নামাতে।

খাদ। মজ্‌তে হয় মজো সখী গো পরমপুরুষের প্রেমেতে।

২ ফুকা। শঠের পিরীতে সুখের লেশ কিছুই নাই স্বজনী ;
দুঃখ অতিশয়, কেবল জ্বলিতে হয়
নারীকে দিবস রজনী।

২ মেল্‌তা। তার সাক্ষী দেখ কমল রবির প্রেমেতে ;
সারা দিবা দহে কোমল প্রাণেতে।

———

(৮৭)

ধরতা।

৺রাম বসুর প্রণীত। ৺মোহন সরকারের দলে গাত হয়।

১ চিতান। গেল গেল এ বসন্তকাল, আসিবে তৎকাল ;

১ পর চিতান। কালে হল কাল আমার এ যৌবন কাল।
১ ফুকা। কাল পূর্ণ হলে রবে না; প্রবোধে প্রবোধ
মানে না।
১ মেল্‌তা। আমি যেন রহিলাম তার আসার আশায়;
মহড়া। যৌবন জনমের মত যা য়
সে ত আশাপথ নাহি চায়।
খাদ। কি দিয়ে গো প্রাণসখী রাখিব উহায়।
২ ফুকা। জীবন যৌবন গেলে আর,
ফিরে নাহি আসে পুনর্ব্বার।
২ মেল্‌তা। বাঁচি ত বসন্ত পাব কান্ত পাব পুনরায়।
অন্তরা। হায় ষোল কলা পূর্ণ হল যৌবনে আমার;
দিনের দিন ক্ষয় হল সই ফল পাব কি তার।
২ চিতান। কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদে হয় শশিকলা ক্ষয়;
২ পরচিতান। শুক্ল পক্ষে হয় পুন পূর্ণোদয়;
৩ ফুকা। যুবতীর যৌবন হলে ক্ষয়,
কোটি কল্পে পুন নাহি হয়।
৩ মেল্‌তা। যে যাবে সে যাবে হবে অগস্ত্যগমন প্রায়।
ইহার উত্তর পাওয়া যায় নাই।

---

(৮৮)

৺রাম বসুর প্রণীত। ইহাঁর নিজের দলে গীত হয়।

১ চিতান। একে আমার এ যৌবন কাল তাতে কাল

বসন্ত এল ;

১ পরচিতান। এ সময় প্রাণ নাথ প্রবাসে গেল।

১ ফুকা। হাসি হাসি যখন সে আসি বলে,

সে আসি শুনিয়া ভাসি নয়ন জলে।

১ মেল্‌তা। তারে পারি কি, ছেড়ে দিতে, মন চায় ফিরাইতে,

লজ্জা বলে ছি ছি ছুঁওনা।

মহড়া। মনে রইল সই মনের বেদনা।

প্রবাসে যখন যায় গো সে,

তারে বলি বলি আর বলা হল না।

খাদ। সরমে মরমের কথা কহা গেল না।

২ ফকা। যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,

নির্লজ্জ রমণী বলে হাসিত লোকে।

২ মেল্‌তা। সখী ধিক্ থাক আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে

নারী জনম আর যেন করে না।

অন্তরা। তার মুখ দেখে মুখ ঢেকে কাঁদ্‌লাম স্বজনী,

অনাসে প্রবাসে গেল সে গুণমণি।

২ চিতান। একি সখী হল বিপরীত

রেখে লজ্জার সম্মান,

২ পরচিতান। মদনে দহিছে এখন এ অবলার প্রাণ,

৩ ফকা। প্রাণের জ্বালায় এখন প্রাণে বাঁচা ভার।

লজ্জা পেয়ে লজ্জা বুঝি না রহে আমার।

৩ মেল্‌তা। কারে এ দুখ কব সই, কত আর প্রাণে সই
হল গো একি সখী যন্ত্রণা।

---

(৮৭)

উত্তর

৺গদাধর মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত।

৺নীলু ঠাকুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। শীত বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা আদি যত কাল;

১ পরচিতান। পতি বিনা সকল জেন নারীর পক্ষে
কাল।

১ ফুকা। সে কাল জেন সুখের—যে কাঁল পতিসুখে যায়;
সুখের মূলাধার, প্রাণপতি অবলার
পুরুষে অবলা জুড়ায়।

১ মেল্‌তা। পতির সুখে সতীর সুখ, পতিদুখে দুখ নারীর
সই। পতির বিচ্ছেদে অনেক জ্বালা সইতে হয়।

মহড়া। ধৈর্য্য ধর সই, অধৈর্য্য হওয়া উচিত নয়।
আস্‌বে নিবাসে প্রাণকান্ত, হবে দুখ অন্ত,
সুশীতল করো তাপিত হৃদয়।

খাদ। কমল ত্যজিয়া মধুকর স্বতন্তর কভু নাহি রয়।

২ ফুকা। কত দুঃখ দিলে রাবণ সীতা হরিয়ে;
ঘুচিল দুখের কাল, হইল সুখের কাল
জুড়ালেন শ্রীরামে লয়ে।

২ মেল্‌তা। নাথ-বিরহে সাবিত্রী ত বিষাদিত হয়ে ছিল সই;
আবার পুনরায় পেলে সে ত রসময়।

---

(৮৮)

ধরতা।

৺রাম বসুর প্রণীত।

ইহাঁর নিজের দলে গীত হয়।

১ চিতান। সেই তুমি সেই আমি—সেই প্রণয়—নূতন নয় পরিচয়।

১ পরচিতান। হলে প্রাণ, রসের অনুষ্ঠান, তবে বিরস বদন কেন হয়?

১ ফূকা। তোমায় লোকে কয় রসময় মিথ্যা নয়, সে রস পরের কাছে হয়; ঘরে এলে মুখ যেন সে মুখ নয়।

১ মেল্‌তা। তোমার আমার প্রতি ভ্রান্তি, শিরে সংক্রান্তি যেমন শান্তিশতকেতে পাঠ এগুলো;

মহড়া। ভাব দেখে করি অনুভব, ভাব বুঝি ফূরাল।
দিনের দিন রসহীন হয়েছি আমি;
আছ সেই তুমি, তোমার প্রেম লুকাল।

খাদ। এই দুখে প্রাণনাথ প্রাণ দহিল।

২ ফূকা। ছিল নব রস, ছিলে বশ, কত যশ, কর্‌তে তুমি প্রাণধন;

দেখা হলে এখন তুলে চাওনা ও বদন।

২ মেল্‌তা। তখন হাসি হাসি তুষিতে প্রেয়সী প্রাণ,

সে সব শশিমুখের হাসি কোথায় গেল।

---

(৮৯)

উত্তর।

৺ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তীর প্রণীত।

৺নীলমণি পাটুনীর দলে গীত হয়।

১ চিতান। বল সই কি কথা ভাবের অন্যথা নাহিক আমার।

১ পরচিতান। তবে কর্ম্মান্তরে হলে স্বতন্তর, তুষ্‌তে নারি প্রাণ তোমার।

১ ফুকা। তা বলে ভেবনা প্রিয়ে আমায় পর।

আমি নহি ত পরের প্রাণ, তুমি না পরের প্রাণ

তোমারি বাঁধা নিরন্তর।

১ মেল্‌তা। পরের নিন্দা করা কেমন স্বভাব রমণীর,

পুরুষ প্রাণ দিলেও নারী সুযশ করে না।

মহড়া। কও কে শিখালে হে তোমারে এমন ঘরভাঙ্গা মন্ত্রণা।

বিনা দোষেতে দুষো না, সুখের প্রেমে দুখ দিও না;

মিছে অপযশ কর্‌লে ধর্ম্মে সবে না।

---

(৯০)

ধরতা।

৺রাম বসুর প্রণীত।

৺মোহন সরকারের দলে গীত হয়।

১ চিতান। পূর্ণ ষোল কলা,ষোড়শী বালা,
যৌবন ধরা নাহি যায়।

১ পরচিতান। কৃষ্ণপক্ষে যেমন দিনের দিন হচ্চে কলানিধির
ক্ষয়।

১ফুকা আমার এ ধনের সম্ভোগী যে জন,
করিল না রক্ষে, দেখিল বিপক্ষে
রক্ষা করি যক্ষের ধন।

১ মেল্‌তা। পোড়া মদনের যন্ত্রণা, প্রাণে আর সহে না
কান্ত পুরাল না মন-আশ ;

মহড়া। সখী বল্‌ব কি এ দুখিনীর এই জ্বালা বারমাস ;
গেল চিরদিন কাঁদিতে, বসন্তে কি শীতে
আমার হয়েছে যেন সীতার বনবাস।

খাদ। জানলেম ভাগ্যে সই পূর্ণ হল না অভিলাষ।

২ ফুকা। আমি সাধে কি সাধি না সই তায় ;
দেখ্‌লে সই আমায়, শক্র ফিরে চায়,
সে যেন চখের মাথা খায়।

২ মেল্‌তা। রেখে বিরহবাসরে, যুবতী নারীরে
প্রাণনাথ সুখেতে কর্‌লে নিরাশ।

(৯১)

উত্তর।

৺কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্যের প্রণীত।

৺নীলু ঠাকুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। করিয়ে পিরীতি যুবতী, সকলের না হয় সুখোদয়।

১ পরচিতান। কেউ বা করে প্রেমে সুখলাভ, কারো বা দুখে অঙ্গ দয়।

১ ফুকা। তা বলে সই মনে দুখ ভেব না;
পাইবে সে কান্ত, হবে দুখ-অন্ত
চিরদিন দুখ থাক্‌বে না।

১ মেল্‌তা। দেখ শ্রীরাম বিহনে, জানকী বনে
যে দুখ পেয়েছিলেন সই;
পুন পেয়ে রাম—সে দুখ তাঁর রইল না।

মহড়া। পতির বিচ্ছেদে, ওগো প্রাণ সই বিষাদ মনে ভেবনা;
পাবে সময়ে সে পতি, জুড়াবে যুবতী,
ঘুচিবে রতিপতির যন্ত্রণা।

খাদ। প্রেমে দুঃখ অনেক সখী সইতে হয়, তাকি জান না?

২ ফুকা। দেখ দময়ন্তী নলের তরে,
কত দুখ সহিয়ে, পুন নাথে পেয়ে
জুড়ালেন তাপিত অন্তরে।

২ মেল্‌তা। আর পাণ্ডবের মোহিনী, যাজ্ঞসেনী,

হইয়া বিপিনবাসিনী,
পুন রাজ্যধন পেলেন পাণ্ডব-অঙ্গনা।

---

(৯২)

ধরতা

৺গদাধর মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত।
৺ভোলানাথ ময়রার দলে গীত হয়।

১ চিতান। এক ভাবে পূর্ব্বে ছিলে প্রাণ; সে ভাব তোমার নাই।
১ পরচিতান। পেয়েছ যে নূতন নারী, এখন মন তারি ঠাঁই,
১ ফুকা। রাখতে আমার অনুরোধ,
প্রাণ তোমার প্রেমামোদ হবে, সে করিবে ক্রোধ।
১ মেল্‌তা। দ্বেষাদ্বেষী দ্বন্দ্ব করে কি—দেশান্তরি করিবে।
মহড়া। বল বধুঁ হে কার কখন মন রাখিবে?
তোমার এক জ্বালা নয় দুদিক রাখা বল ইথে আর কিসে প্রাণ বাঁচিবে?
খাদ। সমভাবে এ প্রণয় কেমনে রবে?
২ ফুকা। সবে তোমার একটি মন,
তায় করেছ প্রেমাধীনী দুঠাঁয়ে দুজন।
২ মেল্‌তা। কপট প্রেমে এমন করে প্রাণ, আমায় কত বার আর কাঁদাবে?

---

(৯৩)

উত্তর।

৺রামবসুর প্রণীত।

৺ঠাকুর দাস সিংহের দলে গীত হয়।

১ চিতান। যতনে মন প্রাণ প্রেয়সী, করেছি তোমায় সমর্পণ।

১ পরচিতান। তোমারি প্রেমে আমি বিক্রীত, অন্যের নহি কদাচন।

১ ফকা। কেমন পুরুষের কপাল বুঝিতে নারি,
নিরন্তর তুষি মন তবু যশ করে না নারী।

১ মেল্‌তা। তোমার নারী জাতির স্বভাব, কেবল অভাব করা প্রাণ,
এভাব শিখালে বল শুনি কে তোমায়।

মহড়া। অন্য কার নই, শুন লো রসময়ী; মিছে দোষ দাও কেন আমায়,
অন্যের যদি হতাম, তবে তোমায় নাহি তুষিতাম,
হরি লয়ে মন যশ কর না একি দায়।

খাদ। নারীর স্বভাব—দোষে নাগরকে, নিবৃত্তি না মানে কথায়;

২ ফুকা। তার প্রত্যক্ষ দেখ সীতা সুন্দরী
রামকে বলিলেন মৃগ দাও আমারে ধরি।

২ মেল্‌তা। গেলেন কুটীর ত্যজে সীতার কথায় রঘুনাথ,
তবু লক্ষ্মণে দুষ্‌লেন সীতা পুনরায়।

(৯৪)

ধরতা।

৺রাম বসুর প্রণীত

৺রাম বসুর নিজ দলে গীত হয়।

১ চিতান। পঞ্চাক্ষর নাম মকরধ্বজ, বিরহী-রাজ্যে রাজন্।

১ পরচিতান। সহ সহচর, পঞ্চস্বর, তারাই রিপু হল পঞ্চজন।

১ ফুকা ভ্রমর কোকিলাদির পঞ্চস্বর,
রাজা পঞ্চশর, অঙ্গে হানে পঞ্চশর।

১ মেল্তা। তাহে উনপঞ্চাশত, মলয় মারুত, সই,
আবার ভানু দহে তনু পঞ্চযোগেতে

মহড়া এ বসন্তে সখী পঞ্চ আমার, কাল হল জগতে।
করে পঞ্চদুখে দাহ, পঞ্চভূত দেহ, পঞ্চত্ব বুঝি
পাই পঞ্চবাণেতে।

খাদ। পঞ্চ যাতনা প্রায় নিশি পঞ্চ প্রহরেতে।

২ ফুকা। যদি পঞ্চামৃত করি পান,
নাহি যুড়ায় প্রাণ, হৃদে বেঁধে পঞ্চবাণ ;

২ মেল্তা। দেখি পঞ্চানন তনু ভস্ম করেছিলেন যার,
এখন সেই দহে দেহ পঞ্চ শরেতে।

অন্তরা। সই গ্রহ প্রকাশিলে পঞ্চম মঙ্গল,
ফুল ঘ্রাণ যেন পঞ্চবাণ
পঞ্চদশ দিনে হ্রাস বৃদ্ধি যার, তার কিরণেও দহে
প্রাণ

২ চিতান। পঞ্চমদ্বিগুণ বদন যার, রাক্ষসের যে প্রধান ;
২ পরচিতান। তার চিতা সম জ্বল্‌ছে সখী, সদা পঞ্চম
দুখেতে প্রাণ্
৩ ফুকা। যদি দ্বিপঞ্চ দিকেতে চাই,
পঞ্চ রিপু পাই, পঞ্চ সহকারী নাই।
৩ মেল্‌তা। কেবল পঞ্চম-অসাধ্যে, পঞ্চ রিপুর মধ্যে, সই—
আমি থাকি সখী যেন পঞ্চ তপেতে।

উত্তর পাওয়া গেল না।

---

(৯৫)

ধরতা

৺কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্যের প্রণীত।

৺নীলু ঠাকুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। প্রাণনাথ যে দেশে আমার করিছে বিহার ;
১ পরচিতান। ঋতুরাজার সখী, তথা অধিকার।
১ ফুকা। তার শুভ সংবাদ যত,
সকলিত জানে বসন্ত।
১ মেল্‌তা। সুমঙ্গল কথা তার শুনালে হব সুখী।
মহড়া। বসন্তেরে সুধাও, সখী, আমার নাথের মঙ্গল কি ?
খাদ। নিবাসে নিদয় নাথ আসবে না কি ?
২ ফুকা। তার অভাবে ভেবে তনু ক্ষীণ,

দিন শতবার গণি দিন।

২ মেল্‌তা। আসার আশায় আছি, আশাপথ নিরখি।

অন্তরা। হায় কাল আসিবে বলে নাথ করেছে গমন;
ভাগ্য গুণে যদি, হল সে মিথ্যাবাদী, উপায় কি এখন।

২ চিতান। সে যদি ভুলেছে আমারে মনে না করে,

২ পরচিতান। আমি কেমনে ভুলিব তারে।

৩ ফুকা। পতি, গতি মুক্তি অবলার,
সুখ মোক্ষ সেই গো আমার ;

৩ মেল্‌তা। তাহার কুশল শুনে, কুশলে কুল রাখি।

---

(৯৬)

উত্তর

৺রাজ কিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত।

৺সৃষ্টিধর সূত্রধরের দলে গীত হয়।

চিতান। নিবাসে আসিবে নাথ যাবে সব জ্বালা;

১ পরচিতান। বিপক্ষে হাসিবে সখী হলে চঞ্চলা।

১ ফুকা। ষড় ঋতু সৃষ্টি বিধাতার,
নিয়মে উদয় হয়, বাধ্য কার নয়,
দোষ দাও মিছে সখী তার।

১ মেল্‌তা। কি আর সুধাব বসন্তে, এ দুখ-অন্তে, কান্ত পাবে ধৈর্য্য ধরে রও।

মহড়া। পর হবে না নাথ প্রবাসে, অল্প দিন দুখ সও ;
তুমি কুলের কামিনী, তাহে পরাধীনী, সই রে,
কেন ঢেউ দেখে তরি ডুবাইতে কও।

খাদ। নব বালিকা নিতান্ত তুমি নও।

২ ফুকা। ঋতুপতি দিবে পতির সংবাদ,—
বল সই কেমনে, ভেবেছ কি মনে, ঘট্‌ল্ল কি বিরহপ্রমাদ।

২ মেলতা। পতি বিচ্ছেদে এমনি হয়, সখী মিছে নয়,
তা বলে আশাত্যাগী কেন হও।

---

(৯৭)

ধরতা

৺রাম বসুর প্রণীত।

৺রাম বসুর নিজদলে গীত হয়।

১ চিতান। বলিস্‌নে সখী প্রেমে মজ্‌তে আর, ও সুখে নাহি প্রয়োজন।

১ পরচিতান। শঠের প্রণয় হতে বিচ্ছেদে ভাল সই,
জুড়াল প্রেমে কই জীবন।

১ ফুকা। প্রাণে জ্বলিলাম চিরদিনই সখী গো করে পিরীতি,
ঘটলো না তার সুখ, চির দিন ভুগ্‌লাম দুখ,
হল লাভ কেবল অখ্যাতি।

১ মেল্‌তা। তাতেই পিরীতের সাধ করে বিসর্জ্জন, বৈরাগ্য-

ধর্ম্মে মন মজেছে।

মহড়া। প্রাণ বেঁধেছে গো সই, পিরীতি গেছে—পাপ গেছে,
হয়ে পরের পদানত, চক্ষের জলে নিত্য যেত,
যাহক বেনে এতদিনে, গায় বাতাস লেগেছে।

খাদ। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল ঘামদে জ্বর ছেড়েছে।

২ ফুকা। এখন নই গো সই, কাহার আমি অধীনী,
স্বয়ং স্বাধীনী,
ধারি না পরের ধার, আপনি সই আপনার
আপ্ত মানে মানিনী।

২ মেল্‌তা। পরের অধীনে কেবল লাভ গঞ্জনা সে
জ্বালার দায়ে ত প্রাণ এড়িয়েছে।

উত্তর পাওয়া যায় নাই।

---

(৯৮)

ধরতা।

৺রামবসুর প্রণীত।

ইহাঁর নিজ দলেই গীত হয়।

১ চিতান। আবাহন করে প্রেম দিলে বিসর্জ্জন।

১ পরচিতান। সে যেমন হোক্ হয়েছে, আমার কপালে
ছিল হে যেমন।

১ ফুকা। রঙ্গ রসে ছিলাম এতদিন,

প্রাণনাথ, প্রেমের পথে, দুজনাতে কে কার অধীন।

১ মেল্‌তা। শেষে যদি করিবে এমন, কেন আগে বাড়াইলে মান ?

মহড়া। বল কার অনুরোধে ছিলে প্রাণ ?
ছিলে আমার বশ, কি যৌবনের বশ ;
কি প্রেমবশে, প্রেমরসে, তুষিতেছ প্রাণ ?

খাদ। তখন রাখিতে হে বিধিমতে মানিনীর সম্মান।

২ ফুকা। অভিমানী হতাম হে তোমায়,
প্রাণনাথ, কার সোহাগে, অনুরাগে, ধর্ত্তে আমার পায়,

২ মেল্‌তা। তুমি আমি যে সেই আছি, তবে কি দোষে গেল হে আমার মান ?

অন্তরা। মরি প্রাণ রে কথা কবার নয়, কইতে কাতর হই—
হৃদয়ে পূজ্য ছিলাম, ত্যজ্য হলাম, যৌবন গিয়ে।

২ চিতান। দৈবে দেখা প্রাণনাথ হত হে পথে,

২ পরচিতান। আপ্‌না আপ্‌নি তুলিতে হাতে, আকাশের চন্দ্রকে পেতে ;

৩ ফুকা। এখন ত সেই পথের দেখা হয়,
প্রাণনাথ লজ্জাতে মুখ ঢাক, যেন ঠেকেছ কি দায়,

৩ মেল্‌তা। প্রেম গেছে, যৌবন গেছে, শেষে তুমি করিলে প্রস্থান।

উত্তর পাওয়া যায় নাই।

(৯৯)

ধরতা।

৺রামবসুর প্রণীত।

তাঁহার নিজের দলে গীত হয়।

১ চিতান। প্রেমবৃক্ষে দিয়ে আশা নীর, কর্‌তেছ সৃজন ;

১ পরচিতান। দেখ লো—যেন হয় না শেষে বৃথা আকিঞ্চন।

১ ফ্‌কা। বেড়া দাও সই প্রবৃত্তিকণ্টক,

প্রেম-অঙ্কুরে আঘাত করে এম্‌নি পোড়া লোক।

১ মেল্‌তা। যদি থাকে ফলের বাসনা, বেশি জল দিয়ে জ্বালিও না,

সময়ে এক বিন্দু দিলে সুখসিন্ধু উথলে।

মহড়া। প্রেম তরুতে সখী চার্‌টি ফল ফলে ;

শুন ফলের নাম—সুখ, সৌখ্য, মোক্ষ কাম,

সুজনের সু, কলঙ্ক কঠিনের কপালে।

খাদ। গোড়া কেটে মরে কেউ আগায় জল ঢেলে ;

২ ফ্‌কা। চিনে মূল যে দিতে পারে জল,

ঘটে তার ভাগ্যেতে প্রেমতরুতে হাতে হাতে ফল ;

২ মেল্‌তা। তরু মনের রাগে বুড়িয়ে যায়, বিচ্ছেদ ছাগে মুড়িয়ে খায়,

দেখ দেখ যত্নে রেখ ফল্‌বে না মূল শুখালে।

উত্তর পাওয়া যায় নাই।

(১০০)

ধরতা।

রামবসুর বিশেষ অনুগৃহীতা যজ্ঞেশ্বরী নাম্নী এক রমণীর প্রণীত।

৺নীলুঠাকুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। কর্ম্মক্রমে আশ্রমে সখা হলে যদি অধিষ্ঠান ;

১ পরচিতান। হেরে মুখ, গেল দুখ, দুটো কথার কথা বলি প্রাণ।

১ ফুকা। আমায় বন্দী করে প্রেমে,
এখন ক্ষান্ত হলে হে ক্রমে ক্রমে,
দিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে।

১ মেল্‌তা। আমি কুলবতী নারী পতি বই আর জানি নে ;
এখন অধীনী বলিয়ে ফিরে নাহি চাও ;

মহড়া। ঘরের ধন ফেলে প্রাণ—পরের ধন আগুলে বেড়াও।
নাহি চেন ঘর বাসা, কি বসন্ত কি বরষা
সতীরে করে নিরাশা অসতীর আশা পুরাও।

খাদ। রাজ্যে থেকে ভার্য্যের প্রতি কার্য্যে না কুলাও।

২ ফুকা। তোমার মন হল বার বাগে, গেল জন্মটা ঐ পোড়া রোগে,
আমার সঙ্গে দেখা দৈবার্থ যোগে।

২ মেল্‌তা। কথা কইছ আমার সনে, মন রয়েছে সেখানে,
প্রাণ—মনে কর সখা পাখা হলে উড়ে যাও।

উত্তর পাওয়া যায় নাই।

(১০১)

৺রাম বসুর প্রণীত।

কাহার দলে গীত হয় তাহার নিশ্চয় নাই।

১ চিতান। পরের ভাল বাসা প্রেমের আশা সকলি আকাশ;
১ পরচিতান। কোন সুখ দেখি না শঠের প্রেমে দুঃখ বার মাস।
১ ফ্‌কা। কেবল হাসায় আর কাঁদায়, সদা প্রাণেতে জ্বলায়;
আজ্‌নে তোলে সিংহাসনে, কাল পথেতে বসায়।
১ মেল্‌তা। পথে কেঁদে কেঁদে বেড়াই হয়ে আপনার ধনে আপনি চোর;
সে সব প্রবৃত্তি এখন নিবৃত্তি হয়েছে।
মহড়া। তোমার প্রেম হতে প্রাণ বিচ্ছেদ আমায় ভাল বেসেছে।
প্রেম হল আর ফ্‌রাল, চখে দেখ্‌তে দেখ্‌তে গেল,
জন্মের মত বিচ্ছেদ আমার অন্তরে পশেছে।
খাদ। কলহ নির্ব্বাহ হয়ে সন্দেহ মিটেছে।
২ ফ্‌কা। তোমার প্রেমে সঁপে প্রাণ, কেবল হল অপমান,

সুখ হবে কি বল দেখি সাধ্‌তে গেল প্রাণ।

২ মেল্‌তা। এ সব সুখের চেয়ে আমার স্বস্তি ভাল হে,
সে সব সাধাসাধির দায়ে প্রাণ বেঁচেছে!

উত্তর পাওয়া যায় নাই।

(১০২)

ধরতা

৺রাম বসুর প্রণীত।

তাঁহার নিজের দলে গীত হয়।

১ চিতান। নবীন বয়সে রঙ্গ রসে দিনে দেখা হ'ত শতবার;

১ পরচিতান। নীরস নলিনী এখন ভ্রমর—চাইবে কেন ফিরে আর।

১ ফুকা। আগে প্রাণ হল, তার পরে হল যৌবন ঘটনা;
বিধাতার এ কি বিবেচনা,
যৌবন গেল প্রাণ ত গেল না।

১ মেল্‌তা। আমি কি ছিলাম, কি হলাম; আর বা কি হই;
সেই অনুতাপে আমার তনু শুখাল।

মহড়া কোথারে যুবতীর যৌবন তোমা বিনা নারীর মান গেল।
নবীন কালে দেহে ছিলে, প্রবীণ কালে কোথা গেলে,

তোমায় হয়ে হারা, হয়েছি কাতরা,
আপন বঁধু এখন পরের প্রাণ হল।

উত্তর পাওয়া যায় নাই

---

(১০৩)

ধরতা।

৺রাম বসুর প্রণীত।

তাঁহার নিজের দলে গীত হয়।

১ চিতান। প্রেমেতে মজিয়ে চিরদিন রব, প্রাণ জুড়াব, ছিল
বাসনা।

১ পরচিতান। ত্রিরাত্রি না যেতে তাতে এ—কি বিড়ম্বনা ;

১ ফ্‌ুকা। আমি তোমার জন্য হলেম পরের বশ,
আগে মান খোয়ালেম, কুল মজালেম
দেশ বিদেশে অপমান আর অপযশ।

১ মেল্‌তা। আগে দেখিয়ে বাড়া বাড়ি, কর্‌লে ছাড়া ছাড়ি—
শেষ ;
আমার মাথায় তুলে দিলে কলঙ্কের ডালি।

মহড়া। তোমায় ভাল বেসে ছিলাম বলে কিরে প্রেম
আমার দুকুল মজালি।
দুমাস না যেতে দারুণ বিচ্ছেদের হাতে
আমায় সঁপে দিয়ে কিরে, ফেলে পালালি।

খাদ। দিবা নিশি প্রাণে জ্বলি তাই তোমায় বলি,

২ ফকা। আমি সাধে কি বিষাদে রয়েছি,

করে—না বুঝে—লোভ, শেষ পেয়ে ক্ষোভ,

বলি কাকে চখে দেখে শিখেছি।

২ মেল্‌তা। যেমন মৎস্য মাংস ভোগী, হয়েছিল জম্বুকী,

তুই কি আমার ভাগ্যে এখন সেই টা ঘটালি।

উত্তর পাওয়া যায় নাই।

---

(১০৪)

ধরতা

৺রাম বসুর প্রণীত

তাঁহার নিজের দলে গীত হয়।

১ চিতান। দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ হল এ পথে আগমন,

১ পরচিতান। কও কথা, একবার কও কথা, তোল ও বিধুবদন।

১ ফুকা। প্রণয় ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি;

এমন ত প্রেম ভাঙ্গা ভাঙ্গি অনেকের দেখি।

১ মেল্‌তা। আমার কপালে নাই সুখ, বিধাতা হল বিমুখ,

আমি সাগর ছেঁচেও সখা মাণিক পেলাম না।

মহড়া। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেওনা,

তোমায় ভাল বাসি তাই, চখের দেখা দেখ্‌তে চাহ;

কিছু—থাক থাক বলে ধরে রাখ্‌ব না।

খাদ। শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না

২ ফুকা। তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল,
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারই গেল।

২ মেল্‌তা। তোমার পরের প্রতি নির্ভর, আমি ত ভাবি না
পর, তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না।

উত্তর পাওয়া যায় নাই।

---

(১০৫)

ধরতা।

৺রাম বসুর প্রণীত

৺নীলু ঠাকুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। পতি পরহস্তা ব্যবস্থা সতীর প্রতি নয়।

১ পরচিতান। একাঙ্গ হলে দুজনার, তবেই ধর্ম্ম রয়।

১ ফুকা হল তায় আমায় সম্বন্ধ,
নামে ভার্য্যা কাজে ত্যজ্য সই, লোকের যেমন নদীর
চড়ার সনন্দ।

১ মেল্‌তা। আমায় তাচ্ছিল্য দেখে তার, দয়া হবে বল কার
আমার পতি দত্ত জ্বালা জুড়াইবে—কে ?

মহড়া। পতি বিনে সই, সতীর মান কই আর থাকে,
হায় ! আমি যেন হলাম সতী, বিপক্ষ তায়

রতিপতি, নারী হয়ে কি করবে তার শিব ডরাতেন
যাকে।

খাদ। যার মানে সই আমার মান সে কই মান রাখে?

২ ফুকা। ছি ছি! কি লজ্জা আই গো আই,
অন্য দিনের কথা দূরে থাক, সর্ব্বনেশের পর্ব্ব কটা
মনে নাই।

২ মেল্‌তা। হলাম পতির পরিত্যজ্য, থাক্‌তে দেয় না রাজ্যে
সই,
আবার রাজার মশীল কাল কোকিল ডাকে।

অন্তরা। হায়! আমার এ কথা অকথ্য, সত্যবাদী পতি
আমার,
আসি আশা দিয়ে গেল মন ছলে, যুগান্তে তার
দেখা পাওয়া হল ভার।

২ চিতান। ফলে বন্দী হয়ে আগে সই মূলে হারা হই।

২ পরচিতান। কত হব গো রমণী হয়ে অনঙ্গ বিজয়ী।

৩ ফুকা। আমার ধিক্ ধিক্ যৌবনে,
কাননের কুসুম যেমন সই, ফুটে আবার শুখাইয়ে
রয় কাননে।

৩ মেল্‌তা। আমায় পেয়ে কুল নারী, বধে সারি সারি সই,
যেমন কুরু সৈন্য বেড়া চারি দিকে।

ইহার উত্তর পাওয়া যায় নাই।

(১০৬)

ধরতা।

৺গোরক্ষ নাথ প্রণীত।

৺আন্তুনি সাহেবের দলে গীত হয়।

১ চিতান। আগে তোমায় দেখলে সখা হত পরম আহ্লাদ।

১ পরচিতান। এখন তোমায় দেখ্‌লে ঘটে হরিষে বিষাদ।

১ ফুকা। এস বস বলা হল দায়,
কি জানি কে, গিয়ে সখা, বলে দিবে তায়।

১ মেল্‌তা। সে তোমাকে আমার পাকে করিবে লাঞ্ছনা।

মহড়া। প্রাণ! তুমি আর এ পথেতে এস না।
শুধু দেখা দিবে সখা তোমার সেত তা মনে বুঝ্‌বে না।

খাদ। তুমি যার, গিয়ে তার, পুরাও মনের বাসনা।

২ ফুকা। তোমা হতে সুখ যা হবার
প্রাণ! তা হয়ে বয়ে গিয়াছে আমার।

২ মেল্‌তা। দেখা হলে, মরি জ্বলে, এমন দেখা সখা আর দিও না।

অন্তরা। উচিত নয় রসময় হেথা আসা এখন
নূতন রঙ্গিনী তোমায় করিবে ভৎর্সন।

২ চিতান। আমায় বরং সখা, দিও দেখা, যুগ যুগান্তে;

২ পরচিতান। অনাদর নাহি কর নব প্রেমেতে।

৩ ফুকা। নব রসে সে যে রঙ্গিনী।
প্রাণ হয়েছে তোমার প্রেম অধীনী।
৩ মেল্‌তা। আমায় যেমন জ্বলিয়ে ছিলে, তারে এমন জ্বালা দিও না।

উত্তর পাওয়া যায় নাই।

---

(১০৭)

ধরতা।

৺রাম বসুর প্রণীত।

৺ঠাকুর দাস সিংহের দলে গীত হয়।

১ চিতান। নূতন যারা তোমার তারা নয়নের তারা,
১ পরচিতান। একি স্থলে ভুল, যে জন আঁখির শূল,
কেন তায় আদর করা।
১ ফুকা। কোথা শিখ্‌লে প্রাণ এমন মন রাখা;
বুঝ্‌তে নারি ভাব, এ কি ভাব তোমার আজ সখা।
১ মেল্‌তা। ত্যজ্য ধনের বাড়ায়ে সম্মান, কর পূজ্য ধনের অপমান।
মহড়া। ছি ছি প্রাণ, বলো না প্রাণ।
ইথে হাস্‌বে লোকে, আমার পাকে।
শেষে হবে কি হে অপমান।
খাদ। যারে প্রাণ সঁপেছ, সেই এখন প্রাণ।

২ ফুকা। আমায় বল্‌লে প্রাণ প্রাণ জুড়াবে না।
শুন্‌লে সে আবার, পারে প্রাণ প্রাণে যাতনা।

২ মেল্‌তা। আমায় করে অন্তরের অন্তর, পরে অন্তরে দিয়েছ স্থান।

অন্তরা। যথায় তব নব ভাব, তারে প্রাণ বলগে—হবে তার সুখ;
আমায় কেন বলে প্রাণ বাড়াও দ্বিগুণ দুখ।

২ চিতান। ভেবেছিলাম রসময় গিয়াছে সে দিন,

২ পরচিতান। এখন হলাম প্রাণ, কেবল কথার প্রাণ,
কিন্তু কর্ম্মে ফলহীন।

৩ ফুকা। তোমার বিচ্ছেদ হে আমার গলার হার,
কর্‌ব অনাদর কি দোষে বল হে তাহার।

৩ মেল্‌তা। চখের দেখা মুখের আলাপন,
এখন সেই লক্ষ লাভ জ্ঞান।

উত্তর পাওয়া যায় নাই।

---

(১০৮)

ধরতা

যজ্ঞেশ্বরীর প্রণীত।

৺রাম বসুর দলে গীত হয়।

১ চিতান অনেক দিনের পরে, সখা তোমারে,

দেখতে পেলেম চখেতে।

১ পরচিতান। ভাল বল দেখি তোমার সখার সংবাদ ভাল
ত আছেন প্রাণেতে।

১ ফকা। তার মনে ত নাই এ অধীনীরে,
নবীনার প্রাণধন, হয়ে তিনি এখন,
ভেসেছেন সুখ-সাগরে।

১ মেল্‌তা। ভাল সুখে থাকুন তিনি তাতে ক্ষতি নাই,
আমায় ফেলে গেলেন কেন শাঁখের করাতে।

মহড়া। বলো বলো প্রাণনাথেরে, বিচ্ছেদকে তাঁর ডেকে
নে যেতে।
যদি থাকে ধার, না হয় শুধেই আস্‌ব তার;
কেন তসিল করে পোড়া মসিল বরাতে।

খাদ। আমার হল উধোর বোঝা বুধোর ঘাড়েতে।

২ ফুকা। তিনি প্রাণ লয়ে হে হলেন স্বতন্তর,
মদন তা বুঝে না, বল্‌লে শুনে না,
আমার ঠাঁই চাহে রাজকর।

২ মেল্‌তা। দেখি 'ধাপ দেশের' পাপ বিচার,
দোহাই আর দিব কার
সদা প্রাণ বধে কোকিল কুহু স্বরেতে।

উত্তর পাওয়া যায় নাই।

---

(১০৯)

ধরতা।

৺ঠাকুর দাস চক্রবর্ত্তীর প্রণীত।

৺বলরাম বৈষ্ণবের দলে গীত হয়।

১ চিতান। বিরহী জনের তুমি অন্তরে—হানিতেছ কুহুস্বর।

১ পরচিতান। ইথে নাহি তোমার পৌরুষ পিকবর।

১ ফুকা। একলা আমি নারী অবলা,
আমারে যে রূপে দিলে জ্বালা,

১ মেল্‌তা। তাহারে তেমতি পার হে জ্বালাতে—প্রশংসা
করি তবে হে তোমার ;

মহড়া। কোকিল পায় ধরি হে তোমার, কর এই উপকার।
যাও নাথের নিকটে একবার।

খাদ। ব্যথায় ব্যথিত হও তুমি অবলা জনার।

১ ফুকা। নিষ্ঠুর নাগর আছে যথায়
পঞ্চস্বরে গান শুনাও গে তায় ;

২ মেল্‌তা। শুনে তব ধ্বনি, বলিয়ে দুখিনী, যদি মনে হয়
হে তার।

অন্তরা। হায় ! যে দেশে আমার প্রাণনাথ, বুঝি কোকিলা
নাই সে দেশে।
তা যদি থাকিত, তবে সে আসিত, বসন্ত সময়
নিবাসে।

২ চিতান। কিম্বা পিকবর আছে, নাহি তার সুস্বর তব সমান।

২ পরচিতান। কুহুরবে বুঝি হানিতে নারে বাণ।

৩ ফুকা। অতএব মিনতি এখন,

কোকিল তথায় কর গমন।

৩ মেল্‌তা। তোমার এ রবে, প্রবাসে কে রবে, নিবাসে আসিবে নাথ আমার।

উত্তর পাওয়া যায় নাই।

---

(১১০)

ধরতা।

৺গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

৺ভোলানাথ ময়রার দলে গীত হয়।

১ চিতান। এস এস এস দেখি প্রাণ, একি চমৎকার ;

১ পরচিতান। অপরূপ আগমন হইল তোমার।

১ ফুকা। শশী সঙ্গে প্রাণ তুমি করিলে গমন,

ভানু সঙ্গে পুন আসি দিলে দরশন।

১ মেল্‌তা। আমারে বঞ্চনা করে কোথায় পোহাইলে নিশি—

মহড়া। সেই গেলে প্রাণ আসি বলে, এই কি সেই আসি ; সুখের আশে দুখে ভাসে, বঁধু তোমার প্রাণ-প্রেয়সী।

খাদ। বল কেমন পেয়েছিলে নব রূপসী।

২ ফুকা। তার আশায় যদি বশ হলে রসময়,
আশা দিয়ে আমারে হে যাওয়া উচিত নয়।
২ মেল্‌তা। আশাপথ চেয়ে আমি নয়ন নীরে ভাসি।

উত্তর পাওয়া যায় নাই।

সখের দলের দাঁড়া কবি।

সখী সংবাদ।

মান।

(১১১)

ধরতা।

কবিবর ৺জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত।

কালীঘাট নিবাসী ৺দেব নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে গাত হয়।

৺মোহন চাঁদ বসুর সুর।

১ চিতান। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হতে কুঞ্জবিহারী,

১ পরচিতান। কোথা রাই কোথা রাই বলে রাধার কুঞ্জে উদয় মুরারি।

১ ফুকা। দেখেন মৌনাবলম্বিনী, কমলিনী, মানিনী ;
হেরে অধৈর্য্য মুরারি, চক্ষে বহে বারি

ভাসেন চিন্তার্ণবে সাধের চিন্তামণি।

১ মেল্তা। সাধেন বিধি মতে, মানভঞ্জনার্থে—ধরে চরণে,
হেরে গোবিন্দে, বৃন্দে সুধায় ইঙ্গিতে।

মহড়া। মাধব ! একি হে ভাব রাধার ভাবেতে,
নটভূপ, একি অপরূপ, তোমার অনন্ত ভাবের ভাব
বোঝা দায়,
কেন নীল কমল, ধরে কমলপদেতে ?

খাদ। হেরে কত ভাব উদয় হয় মনেতে।

২ ফুকা। যাঁর অভয় চরণ, দেবের আরাধ্য ধন, বেদে কয় ;
সে আজ রাধার পদে ধরি, সাধেন মরি মরি,
দেখে হৃদয় দুখে দগ্ধ হয়।

২ মেল্তা। ধর কি দুঃখে রাধার পায়,
একি শ্যাম শোভা পায়,
পাছে চন্দ্রাবলী দেখে চক্ষেতে।

---

(১১২)

উত্তর

কবিবর ৺গদাধর মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত।
৺মোহন চাঁদ বসুর সুর।
কালীঘাটের দলে গীত হয়।

১ চিতান। শয়নে স্বপনে ধ্যানে জ্ঞানে জানি না রাধা
বিহনে ;

১ পরচিতান। রাধা পরমা প্রকৃতি, শক্তিরূপা, মোক্ষধাম
রাধার চরণে।

ফ কা। রাধে! রাসেশ্বরী, আমার প্রাণেশ্বরী, কিশোরী;
রাধা প্রাণের আধা সই, জানি না রাধা বই, রাধা
নাম করে বাজাই বাঁশরী।

১ মেল্‌তা। আমি রাধা মন্ত্রে দীক্ষা, রাধা তন্ত্রে ব্যাখ্যা, রাধা
নাম শিরে ধরি যতনে।

মহড়া। সখি! ক্ষতি কি ধরায় রাধার চরণে;
অতুল, অমূল্য, কৈবল্য রাধার রাঙ্গা পায়।
সখি! ব্রহ্মাদি দেবতায়, যে পদ না ধ্যানে পায়,
মোক্ষোপায় ও পায় বলে পুরাণে।

খাদ। রাধার মানানল দগ্ধ করে জীবনে।

২ ফুকা। সাধে সাধি ধারে, সখি! সকাতরে রাধার পায়;
রাধার মানরূপ দাবানল, দহিল হৃদ্‌-কমল,
বাক্য জল পেলে জীবন জুড়ায়।

২ মেল্‌তা। হবে মানেরি অবসান, ত্যজিবেন রাধা মান
কৃপা দান দিবেন অধীন জনে।

---

(১১৩)

পাল্‌টা।

কবিবর ৺জয় নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

ভবানীপুরের দলে গীত হয়। ৺মোহন চাঁদ বসুর সুর।

১ চিতান। যদি মাধব রাধার, মাধব, হতেছে নিশ্চয়,

১ পরচিতান। ত্রিভঙ্গ, রাধার শ্রীঅঙ্গ, কিহেতবে অনঙ্গেতে দয়।

১ ফকা। দেখ স্বর্ণলতা রাধার শীর্ণবেশ হৃষীকেশ,
যেজন শ্রীপদের দাসী হয়, হে দয়াময়, তার কি এই দশা কর অবশেষ,
ওহে—শ্যামহে,

১ মেল্‌তা। যারে আশা দিলে, নিশি জাগাইলে, কেন পায় ধরে'তারে সাধিতে এলে?

মহড়া। মাধব, আর সাধায় কাঁদায় রাই ভুলে;
কালাচাঁদ, ঘটেছে প্রমাদ, তোমার বিচ্ছেদ রূপ রাহু আসি নিশিতে দেখ ঘেরেছে শশিমুখ মণ্ডলে।

খাদ। এখন কি হবে ভাবিতেছি সকলে।

২ ফকা। প্যারীর মুখচন্দ্র—রাহুগ্রস্ত হেরে সত্বরে—
ক্রোধ দাতা সজ্জন, রাধা অঙ্গ-আভরণ,
দান করিছে ভূদ্বিজবরে,

২ মেল্‌তা। ওহে কাল শশী, নয়ন যুগল ঋষি, দেখ স্নান করিছেন দুখসলিলে!

অন্তরা। দেখ, কুঞ্জ ঘেরে সারি শুকে শ্যাম, করে কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
বাদ্য করে কর'যন্ত্রী, কপাল যন্ত্রে,
হরি! শ্রবণেতে কর হে শ্রবণ।

২ চিতান। গগণ চাঁদে, গ্রহণ হলে, স্থিতির নিয়ম হয়।

২ পরচিতান। এ কেশব! দেখি অসম্ভব, নাহি স্থিতির নির্ণয়।

৩ ফুকা। রাধার দুঃখ দেখে, খেদে ঝুরে আঁখি, করি কি? আমরা তাই ভাবি অন্তরে, কি প্রকারে, এ দায় মুক্ত হবেন চন্দ্রমুখী।

ওহে—শ্যাম হে।

৩ মেল্‌তা। যদি ঘুচে এ ভাব, তবে ক'র হে ভাব, নইলে কি হবে অভাবে ভাব মিশালে।

(১১৪)

পালটার প্রত্যুত্তর।

৺গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১ চিতান। রাধার মাধব, রাধার প্রেমে সদা গো বাঁধা আছি সই।

১ পরচিতান। নাহি অন্য জনে, জানি মনে সই, একান্ত প্রাণের রাধা বই।

১ ফুকা। ব্রহ্ম সনাতনী, চিন্তাস্বরূপিণী শ্রীমতী—কৃষ্ণবিরহে কি ভয় তার, বিচ্ছেদ নাই শ্রীরাধার, তুচ্ছ অনঙ্গে কি হবে তাঁর দুর্গতি।

১ মেল্‌তা। ইচ্ছাময়ী নাম শ্রীরাধার, রাই কৃষ্ণের মূলাধার, ভিখারী—আমি রাধার প্রেমের দায়।

মহড়া। নাহি একান্তে জানি বিনা শ্রীরাধায়।

যতনে চরণে শরণ লয়েছি রাধার ;
এ দায় রাখেন রাই যদি পায়,
নতুবা নিরুপায় ; মানের দায়, সখি! আমার প্রাণ যায়।

---

(১১৫)

ধরতা

৺জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

কালীঘাট নিবাসী ৺হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগানে ভবানীপুরের দলে গীত হয়।

৺মোহন চাঁদ বসুর সুর।

১ চিতান। শুন গো গোপীর অগ্রগণ্যা জগদ্ধন্যা, মান্যা

১ পরচিতান। করি পরিহার, তোমা ভিন্ন আর, নাই আমার অন্য যে গতি।

১ ফুকা। বদসি যদি কিঞ্চিদপি মধুরং অধরং
কিবা দন্তরুচি, কৌমুদী বিনোদী,
তাহে হরতি তিমিরঘোরং—রসময়ী গো,

১ মেল্‌তা। তোমার মানের বাণে, জ্বলে মলাম প্রাণে,
এ মান সম্বরণ করে কর পরিত্রাণ।

মহড়া। ও গো মানময়ী রাই ত্যজ দুর্জ্জয় মান,

নিজ জন, প্রতি কি কারণ, এত মানিনী, কেন গো কমলিনী,

তোল চন্দ্রানন হেরে জুড়াক চকোর প্রাণ।

খাদ। করি মিনতি কর এ মান সমাধান।

২ ফকা। ও রাই চন্দ্রমুখী সদয় কটাক্ষে এপক্ষে

একবার চাও ব্রজকিশোরী,

কৃপা করি কর প্রেমপক্ষের সম্মান রক্ষে।

২ মেল্‌তা। তব পদাশ্রিত, আমি যে নিশ্চিত,

আমায় বধো না হানি দারুণ মানের বাণ।

অন্তরা। রাধে গো এ কি আজ দেখি গো রঙ্গ।

তব মান-দাবানল, প্রত্যক্ষে হেরে প্রবল,

জ্বলে ম'ল এ মন মাতঙ্গ।

২ চিতান। কটাক্ষে কৃপা কর রাধে, এ বিষাদে দহিল জীবন।

২ পরচিতান। ক্ষম অপরাধ, পুরাও মন-সাধ,

ধরি রাই কমলচরণ।

৩ ফকা। দারুণ অপরাধী, হয়ে থাকি যদি, রাঙ্গা পায়;

সে দোষ ক্ষম কমলিনী, ও মানিনী, তোমার মানের দায় বুঝি প্রাণ যায়।

৩ মেল্‌তা। মান-দাবানল, কর সুশীতল, রাধে স্বগুণে কৃপাবারি করি দান।

(১১৬)

উত্তর

৺গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

৺হরি মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে গীত হয়।

৺মোহন চাঁদ বসুর সুর।

১ চিতান। নিশিতে এসে আমায় নিকুঞ্জে—ভুঞ্জিলে চন্দ্রার কুঞ্জেতে।

১ পরচিতান। এত বাদ, ছিল কালাচাঁদ, কিসে হে তোমার সঙ্গেতে।

১ ফুকা আমি কৃষ্ণপ্রাণা, কৃষ্ণ বিহনে হে জানি না।
ত্যজলাম কুল লাজ, ব্রজরাজ, তোমার জন্য,
তাই কি দাসীরে করিলে বঞ্চনা।

১ মেল্‌তা। কৃষ্ণ তোমায় না দয়াময়, বেদে কয়,
এই কি সেই দয়া প্রকাশিলে দাসীর প্রতি।

মহড়া। যাহক জানিলাম করুণাময় তুমি হে—বড় শ্রীপতি।
আজ করেছি মনে সার, কালরূপ চক্ষে আর, নাহি হেরিব;
কাল কোকিলের ধ্বনি নাহি শুনিব।
কাল ভাল আর বাসিব না, কুঞ্জে কাল সখী রাখ্‌ব না,
হেরব না মলেও কাল মূরতি।

---

(১১৭)

পাল্টা।

৺জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

৺মোহনচাঁদ বসুর সুর।

১ চিতান। আজ আমার কিবা শুভাদৃষ্ট মনোভীষ্ট পূর্ণ হইল।

১ পরচিতান। পেয়ে বাক্য জল, হল সুশীতল, অতঃপর মানের অনল।

১ ফ কা। তোমার কথা শুনে আমার পূরিল পণ—সে কেমন, ভীষ্ম কল্পান্তরে, বাণযুদ্ধ করে, চক্র ধরালেন চক্রীরে যেমন।

১ মেল্‌তা। ওগো কমলিনী, তোমায় তেমনি,
কথা কহায়ে ভেসেছি প্রেম সলিলে।

মহড়া। মানের গর্ব্ব করে, খর্ব্ব করিলে।
রাগে মন, করে সমর্পণ,
করে বসিয়াছিলে ধনুক ভাঙ্গা পণ;
সেই ত প্রতিজ্ঞা ত্যজে কথা কহিলে।

খাদ। প্যারী! নিজ পণ পূরাইতে নারিলে।

২ ফুকা। কথা কইলে বলে বলি গো তাই ওগো রাই,
করা অতিশয় পণ, উচিত নয় কখন,
অতি শব্দ গো মন্দ বলে সবাই।

২ মেল্‌তা। করে অতি মান, বলী বলি পাতালে যান,
হলে অতিশয় শেষ থাকে না শেষ কালে।

(১১৮)

রাসলীলা।

ধরতা।

৺ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত।

ভবানীপুর নিবাসী ৺পার্ব্বতী চরণ চক্রবর্ত্তীর বাটীতে
কালীঘাটের দলে গীত হয়।

৺মোহনচাঁদ বস্থর স্থর।

১ চিতান। সলিলে কমল হয় সই সদা সবে কয়।

১ পরচিতান। হেরি পদ্মের উপর পদ্ম আবার—তাতে বারি বয়।

১ ফুকা। মুখপদ্মে নীল পদ্ম আঁখি।
আঁখিপদ্মে বহে জল, মুখ শতদল, ভাসিছে দেখ গো সখী।

১ মেল্‌তা। আমরা এ পথে আসি যাই, এমন রূপ দেখি নাই; কমলের জলে কমল ভেসে যায়।

মহড়া। তোরা দেখে যা গো সখী হল এ কি দায়,
তোরা দেখ্‌ ওই প্রাণ সই, এ ত বারি নয়—অনল; শ্রীমুখ কমল, শুখাল বল করি কি উপায়।

২ ফুকা। রাধা স্বর্ণলতা চন্দ্রমুখী।
অতি শীর্ণ হেমকায়, সখী একি দায়, দুখে মনেতে দুখী।

২ মেল্‌তা। এ ঘোর নিবিড় অরণ্যে, সখি গো কি জন্যে
একা রাই কাঁদেন কোথায় শ্যামরায় ?

---

(১১৯)

উত্তর

৺জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

ভবানীপুরের দলে গাত হয়।

ভবানীপুর নিবাসী ৺হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থর।

১ চিতান। কি কথা শুনালে, কমলেরই জলে, প্রাণ সই
কমল ভেসে যায়।

১ পরচিতান। বলি শোন্ গো সে সব রসের পরিচয় প্রাণ
সই যে হেতু ঘটিল এ দায়।

১ ফুকা। সাধে কমল ভাসে কমলের জলে,
কমলদলের পক্ষ, হইয়া বিপক্ষ, প্রমাদ ঘটালে,

১ মেল্‌তা। নিবিড় নিকুঞ্জ বনে, শ্রীরাধারে সঙ্গে এনে।
সই সইরে—প্রাণের কৃষ্ণ সখা হলেন অদর্শন।

মহড়া। তাই গো প্রাণসই, কমলের জলে ওই, ভাস্‌ছে
কমল বদন।
চিন্তারূপা যে জন সখী, সেই রাধা চন্দ্রমুখী, সই রে,
কাঁদেন একাকী হারা হয়ে কৃষ্ণধন।

খাদ। দর্প খর্ব্বকারী শ্রীমধুসূদন।

২ ফকা। রাধার দর্প খর্ব্ব করিতে হরি,

লীলা ছল করি, ও প্রাণ সহচরী, ত্যজ্‌লেন কিশোরী

২ মেল্‌তা। অনন্তের অনন্ত ভাব, কে করিবে অনুভব, সইরে—
আজ এই নব ভাব প্রকাশিলেন নারায়ণ।

---

(১২০)

ধরতা

৺গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

ভবানীপুর নিবাসী ৺আনন্দ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে কালীঘাটের দলে গীত হয়।

৺মোহন চাঁদ বসুর সুর।

১ চিতান। তব অঙ্গ হেরে জ্ঞান হয় ভূতলে উদয় যেন সুধাকর।

১ পরচিতান। সুনির্ম্মল শ্রীপদকমল, শতদল মনোহর।

১ ফুকা। বাঁকা ত্রিভঙ্গ শ্রীঅঙ্গ শোভা ;
নব রমণীরঞ্জন দলিত-অঞ্জন রূপ হে,
তাহে জগজনার প্রাণ মনলোভা ; শ্যাম হে,

১ মেল্‌তা। কিবা পলকে পলকে, ঝলকে ঝলকে, থেকে থেকে কটাক্ষে ভুলাও নব নাগরী।

মহড়া। কাল অঙ্গ কে তুমি আমরি !
অপরূপ রূপ এমন দেখি নাই।

পরা কটিতে পীত ধড়া, শিরে মোহন চূড়া,
অধরে ধরা মোহন বাঁশরী।
খাদ। নব জলধর জিনি কাল মাধুরী।
২ ফুকা। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ শ্রীচরণে
সদা চিন্তামণি গণে, নির্ব্বাণ কারণে শ্যাম হে,
করে বাঞ্ছা পেতে ঐ ধনে।
২ মেল্‌তা। নাহি দেখি এর স্বরূপ, কিবা অপরূপ,
মরি মরি নারি হে নারী চিনিতে নারি।

---

(১২১)

উত্তর

কবিবর জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত।
ভবানীপুরের দলে গীত হয়।
কালীঘাট নিবাসী ৺মথুরামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুর।
১ চিতান। আমি হে যেই জন বিবরণ করহে শ্রবণ,
১ পরচিতান। বেদে কয় আমায় জগন্ময় হর্ত্তা কর্ত্তা শ্রীমধু-
সূদন,
১ ফুকা। কাল বিষধর, তোমার প্রাণেশ্বর,
তার বিষপানে, ব্রজ-বালকগণে
সবে হয়েছে শব-কলেবর।
২ মেল্‌তা। তাই বিষাদে তাপিত মন হয়েছে আমার,

প্রাণ জুড়াব করি কালিয় দমন।

মহড়া। আমার অনন্ত ভাবেরি ভাব কে জানে ইচ্ছাময় আমি নারায়ণ।
আমার শ্রীপদ পরশে, ভুজঙ্গ অনাসে
নির্ব্বাণ হবে পাবে এ চরণ,

খাদ। ইথে বিষাদ ভাব কেন অকারণ?

২ ফকা। শিষ্টের পালন করি, দুষ্টের দমনকারী;
আমি দর্পহারী, দর্প সইতে নারি,
দর্প হইলে খর্ব্ব তার করি।

২ মেল্‌তা। ইথে ভেব না অন্য ভাব কালিয়নারী
তোমার পতির অন্ত হবে না জীবন।

---

(১২২)

পাল্‌টা।

৺গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

কলীঘাটের দলে গীত হয়।

৺মোহনচাঁদ বসুর সুর।

১ চিতান। তুমি চিন্তামণি তোমায় চিন্‌তে কে পারে, তুমি হে ত্রিজগতের নাথ,

১ পরচিতান। কি ছল করি দীনবন্ধু হরি, দিলে দরশন অকস্মাৎ

১ ফকা। ও যে অবোধ কালিয়ফণী,

উহায় ব'ধ না ব'ধ না, যাতনা দিওনা শ্যামহে,
আমায় ক'র না হে কৃষ্ণ অনাথিনী ।

১ মেল্‌তা । যদি না বুঝে অপরাধ, বধ হে কলাচাঁদ, তবে
তোমায় দয়াময় কৃষ্ণ কেউ আর ব'লবে না ।

মহড়া । বিনা দোষে প্রাণ দণ্ড কর না ।
সবিশেষে হৃষীকেশ জান ত ।
আমরা পতিপ্রাণা সতী, পতি গতি মতি
পতির যন্ত্রণায় প্রাণে বাঁচব না ।

খাদ । পতিদুখ হে সতীর প্রাণে সহে না ।

২ ফুকা । জগৎ ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত ভরে ;
কৃষ্ণ তুমি বিশ্বম্ভর, তব পদভর ; শ্যাম হে—
অবোধ কালিয় ফণী কি তা সইতে পারে ।

২ মেল্‌তা । প্রাণে ব,ধ না অবোধে, ধরি রাঙ্গা পদে,
এ বিপদে, দেখ কালিয় প্রাণে যেন মরে না ।

(১২৩)

পালটার প্রত্যুত্তর ।

৺জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ।

৺মথুরামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুর ।

১ চিতান । কালিয় বিষধর ঘোরতর কঠিন হৃদয়,

১ পরচিতান । কব কি, ও প্রাণসখী, তার হেথায় থাকা
উচিত নয় ।

১ ফুকা। দিলাম অভয়দান তোমার প্রাণধনে
শিরে মম চরণ চিহ্ন করে ধারণ,
সুখে রবে গে জুড়ায়ে জীবনে।
১ মেল্তা। উহায় এ জলে দিব না আর থাকিতে; প্রাণ সই,
দিলাম অভয় দান, খগেন্দ্রেরি ভয়েতে।
মহড়া। প্রাণে বধ্ব না তোমার প্রাণপতিরে,
ভেব না দুখ মনেতে।
যে পদ ব্রহ্মাদি দেবতায় সাধনায় নাহি পায়,
দিয়াছি সে পদ উহার শিরেতে।

---

(১২৪)

ধরতা

কবিবর জয় নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
৺হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগানে
ভবানীপুরের দলে গীত হয়।
৺মোহন চাঁদ বসুর সুর।

১ চিতান। মলিন হেরি মুখারবিন্দ যেন ইন্দু রাহুগ্রস্ত প্রায়।
১ পরচিতান। নাহি পূর্ব্ব বেশ, বিগলিত কেশ,
বদনে বাক্য নাহি তায়।
১ ফুকা। অতি দীনা ক্ষীণা, কৃশাঙ্গিনী, অভিমানী;
হেন অনুমানি—যেন মণি হারা ভুজঙ্গিনী।
১ মেল্তা। তোমার হেরিয়ে ভঙ্গীভাব, স্বভাবে হয় অভাব,

এ ভাব বুঝিব সই কেমনে ;

মহড়া। এ কোন ভাবের ভাব ভাবি তাই মনে।
হেরে হয়, কত ভয়, দুটি নয়ন ছল ছল, বহে জল ;
কিসে উদাস্য, সে হাস্য নাই চন্দ্রাননে।

খাদ। অভিপ্রায় বল শুনি শ্রবণে।

২ ফকা। তোমার আসার আশে, প্রাণধরে সকলেতে দেখ
আছি সখী ; হল সে আশা নিরাশা দেখি।

২ মেল্‌তা। তোমায় হেরিয়ে রসময়ী, অধৈর্য্য হলেম সই,
কিসে হই শীতল তাপিত জীবনে।

অন্তরা। সখী গো কি জন্য এত অভিমান।
ঘর্ম্মবিন্দু অঙ্গময়, হেন মনে জ্ঞান হয়,
যেন কে করেছে অসম্মান।

২ চিতান। ব্রজের ধন আন্‌বে বলে ব্রজে, গেছলে
যমুনার পার।

২ পরচিতান। তাত হল না, কৃষ্ণ এল না,
হল না আশার সুসার।

৩ ফ্‌কা। এসে দেখা দিলে একাকিনী ও স্বজনী,
কোথায় বল শুনি, সেই প্রাণ কৃষ্ণ গুণমণি ?

৩ মেল্‌তা। তোমার যে দেখি ভাবের ভাব,
হেরে হয় অনুভব, বুঝি বংশীধর এল না
বৃন্দাবনে।

(১২৫)

উত্তর

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রণীত।

৺হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে গীত হয়।

৺মোহন চাঁদ বসুর সুর।

১ চিতান। শ্রীকৃষ্ণের আশায় হয়ে নিরাশা
এই দশা ঘটেছে আমার।

১ পরচিতান। পূর্ব্বভাবে তাই ভাবান্তর, মনেতে যন্ত্রণা
অপার।

১ ফুকা। ব্রজে আন্‌ব বলে ব্রজের জীবন ধন,
গেলাম করিয়া মন সাধ, কৃষ্ণ সাধিল বাদ,
বিষাদে মগ্না তাই এখন।

১ মেল্‌তা। মাধব এল না ব্রজেতে, মজে কুবুজার প্রেমেতে;
এখন বল্ গো সই কিসে বাঁচাই শ্রীরাধায়।

মহড়া। জান্‌লাম নিশ্চিত গো প্রাণসই, ব্রজে আসবে না
শ্যামরায়। প্রাণসই, শুন কই,
কৃষ্ণ ভুলেছেন রাধার ভাব, তাঁর এখন নব ভাব,
আর কি শ্যাম জুড়াবেন রাধিকায়?

খাদ। এই দশা ঘটে থাকে সখী গো, সুখের দশা
যখন যায়।

২ ফুকা। মিছে ভাবলে হবে সখী কি এখন,
রাধার কপালে সে সুখ আর, এখন গো হওয়া ভার,

গোপিকার জুড়াবে না মন।

২ মেল্‌তা। সুখ হবে না ব্রজের আর,

মনে বুঝেছি আমি সার,

এখন অকূলে বুঝি দুকূল ভেসে যায়।

---

(১২৬)

ধরতা।

৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত।

রামকৃষ্ণপুরে ভবানীপুরের দলে গীত হয়।

৺মোহনচাঁদ বসুর সুর।

১ চিতান। ইদানী এ দানী সই, কে গো ঐ, আহা মরে যাই;

১ পরচিতান। অপরূপ রূপ অনুপ এরূপ স্বরূপ দেখি নাই।

১ ফুকা। নটবররূপ ধরায় ধরা ভার,

দানী কিসের আশে আমার কাছে আসে,

ক্ষণেক হাসে ভাসে নাশে অন্ধকার।

১ মেল্‌তা। মরি কি রঙ্গ ত্রিভঙ্গ, বয়স তরঙ্গ,

অনঙ্গ অঙ্গ হেরে মোহ যায়।

মহড়া। সখী এ দানী কে ও যমুনায়?

প্রাণসইরে এমন দেখি নাই।

দানীর শ্রীমুখ সরোজে, মুরলী গরজে,

গরজে ডাকে আবার শ্রীরাধায়।

খাদ। নারি বুঝিতে এ দানীর অভিপ্রায়।

২ ফুকা। দানীর দারুণ ভাব দেখে কাঁদে প্রাণ,
আমায় ছলে ছলে, প্রেম বলে বলে,
আবার বলে বলে রাধে দেহ দান।

২ মেল্‌তা। হল অধৈর্য্য মন প্রাণ, কি ধন আর দিব দান,
দেহ দান দেহ দানীর রাঙ্গা পায়।

উত্তর পাওয়া যায় নাই।

---

(১২৭)

ধরতা।

শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

৺হরলাল ঠাকুরের পুত্র ত্রৈলোক্য নাথ ঠাকুরের বাটীতে গীত হয়।

৺মোহন চাঁদ বসুর সুর।

১ চিতান। ত্রিভঙ্গে নিরখি রঙ্গদেবী রাধায় কয়।

১ পরচিতান। মান সম্বর গো কিশোরী, আমরি একি প্রাণে সয়।

১ ফুকা। বলেন চিন্তামণি, হও গো কমলিনী সদয়ং!
তব মান দাবানলে, প্রাণ জ্বলে!
দেহি পদ পল্লব মুদারম্।—রসময়ী গো।

১ মেল্‌তা। সাধেন কাতরে শ্রীহরি, দেখ গো কিশোরী,
রাঙ্গা পায় পড়ে কমললোচন।

মহড়া। একবার কথা কও রাধে তুলে চন্দ্রানন।
দেখে কাঁদে প্রাণ, পরিহর মান ;
প্যারী রাখ গো শ্যামের মান, ক'র না অপমান,
মানের দায় কাতর শ্রীরাধারঞ্জন।
খাদ। মান্যা যার মানে, তার প্রতি মান এ কেমন ?
২ ফুকা। উচিত নয় শ্রীমতী কালাচাঁদের প্রতি করা মান ;
জীবন যৌবন যারে দিয়ে, দাসী হয়ে,
সঁপেছ কুল শীল মন প্রাণ।
২ মেল্‌তা। এ নয় কখন সুবিধান, ত্যজ রাই দুর্জ্জয় মান,
মানের দায় কাঁদেন ভুবনমোহন।

(১২৮)

উত্তর

কবিবর ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের প্রণীত।
ত্রৈলোক্য নাথ ঠাকুরের দলে গীত হয়।
৺মোহন চাঁদ বসুর সুর।

১ চিতান। বঞ্চিতা করে আমায় কালাচাঁদ জুড়ায়ে চন্দ্রাবলীর মন ;
১ পরচিতান। প্রভাতে আমায় ছলিতে এলেন কুঞ্জে মদনমোহন
১ ফুকা। দেখে রঙ্গ ত্রিভঙ্গেরি অঙ্গ দহিছে দুখে ;
করেছি এই পণ, আর কাল বরণ,
নাহি হেরিব চখে।

১ মেল্‌তা। মাথায় কাল কেশ ধরব না, কুঞ্জে কাল সখী রাখ্‌ব না,
কাল কোকিলের ধ্বনি আর শুন্‌ব না।

মহড়া। কাল ভালবেসে হল এই যাতনা।
আগে মানি নাই কালাকাল, জানি নাই কালাকাল,
জানিলে কালার প্রেমে মজ্‌তাম না।

খাদ। শঠ লম্পট কুটিল অতি কালাচাঁদ আগে জানি না।

২ ফুকা কাল অঙ্গ কাল প্রায় জ্ঞান হয়েছে মনে;
প্রাণান্তে সে কালায়, দেখ্‌তে আর আমায়,
সখী বলিস্‌নে মেনে।

২ মেল্‌তা। কাল চক্ষের তারা আর, রাখ্‌তে সাধ নাই আমার,
কাল তমালের তরু কুঞ্জে রাখ্‌ব না।

---

(১২৯)

পাল্‌টা।

শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত।

১ চিতান। কহিলে যে কথা রাধে দুখ ঘুচিল,

১ পরচিতান। দারুণ মানের দায় মাধবের যা হক রাই প্রাণ জুড়াল।

১ ফুকা। কথা কবে না রাই, করে বসে ছিলে দারুণ পণ,
সে পণ তেয়াগিলে প্যারী, কৃপা করি;
রইল মাধবের মান গো এখন।

ও গো রাই গো—

১ মেল্‌তা। যে পণ অসম্ভব শ্রীমতী, অনুচিত তা অতি,
মানের ত গর্ব্ব এখন ঘুচালে।

মহড়া। ও রাই অতিশয় মন্দ বলে সকলে।
গৌরব অতিশয়, করা উচিত নয়।
দেখ করিয়ে অতি দান, বলি পাতালে যান,
সেই অতি মান করে কথা কহিলে!

খাদ। অতি মানে গো হত হয় কুরুকুলে।

২ ফুকা। অতি দর্প করে, হত লঙ্কাপুরে দশানন;
অতি সতী ব'লে সতী, পতির অতি নিন্দা শ্রবণে
ত্যজিলেন জীবন।
ও গো রাই গো—

২ মেল্‌তা। অতি উচ্চ সেই বিন্ধ্যগিরি, হইয়ে ছিলেন প্যারী
অগস্ত্য নিম্ন করিলেন ছলে।

---

(১৩০)

ধরতা।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত।
কালীঘাট নিবাসী ৺হরিমোহন বন্দ্যোপাধায়ের বাটীতে
ভবানীপুরের দলে গীত হয়।
৺মোহনচাঁদ বসুর সুর।

১ চিতান। নব জলধর রূপ শ্যাম দলিত-অঞ্জন।

১ পরচিতান। রমণীরঞ্জন, মদনমোহন, আজ অকস্মাৎ করি
কি শ্রবণ

১ ফকা। অতি দীনা ক্ষীণা উন্মাদিনীর প্রায়,
বিগলিত কেশ, অতি মলিন বেশ,
দুটি চক্ষে শতধার, বহিছে অনিবার,
ঘর্ম্মবিন্দু অঙ্গে তায়।

১ মেল্‌তা। আবার চলে যায়, চলে যায়, পড়ে ধরায়,
বুঝিতে নারি নারীর অভিপ্রায়।

মহড়া। সুধাই তাই হে তোমায়, বাঁকা শ্যামরায়।
সবিশেষ, বল হৃষীকেশ, কে সে দুখিনী রমণী,
কাহার সঙ্গিনী, কেন সে কাঁদে আসি মথুরায়।

খাদ। তার দুঃখ নিরখিয়ে দীননাথ, দুখে প্রাণ যায়।

২ ফুকা। শুনলেম সে নাকি এই কথা কয়,
করে প্রেমধার, তুমি শ্রীরাধার,
আসি মথুরায় ভূপতি, হয়েছ শ্রীপতি,
রাই তোমার রাজা দয়াময়।

২ মেল্‌তা। হয়ে আমাদের রাজ্যেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর, কি জন্য
বাঁধা রাধার রাঙ্গাপায়।

(১৩১)

উত্তর।

৺গুরুদয়াল চৌধুরীর প্রণীত।

১ চিতান। রাধা-মন্ত্রে দীক্ষা আমি সই, শুন কই, আমার

শ্রীরাধা মূলাধার।

১ পরচিতান। রাধার প্রেমেতে বাঁধা রাধা প্রাণ-আধা
জপি নাম সদা শ্রীরাধার।

১ ফুকা। রাধা ব্রহ্মময়ী, আদ্যা সনাতনী,
সৃষ্টি স্থিতি লয় কারিণী, কমলিনী সইরে—
প্রধানা গোপিকা গোলকবাসিনী,

১ মেল্‌তা। সেই শ্রীরাধার সঙ্গিনী, ওই বৃন্দে রমণী, এসে-
ছেন এই মধুভুবনে।

মহড়া। আছেন প্রাণেশ্বরী, রাধে রাসেশ্বরী, শ্রীবৃন্দাবনে।
আমি সেই রাধার মানের দায়, ধরে সেই রাধার পায়
বিক্রীত হয়েছি রাই-চরণে।

---

(১৩২)

পাল্‌টা।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

ভবানীপুরের দলে গীত হয়। ৺মোহন চাঁদ বসুর সুর।

১ চিতান। যদি তুমি বাঁধা দয়াময়, রাধার রাঙ্গাপায়

১ পরচিতান। তবে ত্রিভঙ্গ, কেন অনঙ্গ, শ্যাম রাধার শ্রীঅঙ্গ
জ্বালায়।

১ ফুকা। তোমায় বেদে বলে শুনি দয়াময়,
তব পদাশ্রয়, কৃষ্ণ যে জন লয়,
তার কি এই দশা হৃষীকেশ

কহরে অবশেষ, কৃপালেশ নাহি নিরদয়।

১ মেল্‌তা। তোমার চরণে মন প্রাণ, করিয়ে দান, প্রাণেতে মরে ব্রজের কিশোরী,

মহড়া। কেমন কৃপা তোমার বুঝিতে নারী
শ্রীচরণ লইয়া শরণ, ভাঙ্গল শ্রীমতীর আশার দুকূল
নিরন্তর প্রাণে আকুল, অকূলে ভাসে রাই রাসেশ্বরী।

খাদ। দে'খ দাসীরে প্রতিকূল হয়ো না এমনি করে শ্রীহরি।

২ ফুকা। ছিলাম কংসের দাসী অতি কুৎসিতা।
করূলে রূপসী ও কালশশী।
ছিল পূর্ব্বের কি পুণ্য ফল, তাই হে নীলকমল,
হইলাম ওপদ-আশ্রিতা।

২ মেল্‌তা। মনে হতেছে আতঙ্গ, হে ত্রিভঙ্গ আমারে ত্যজ পাছে মুরারি।

বিরহ।

(১৩৩)

ধরতা।

৺জয় নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

কালীঘাট নিবাসী ৺দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে ভবানীপুরের দলে গীত হয়। ৺হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুর।

১ চিতান। সহাস্য বদনে, অধিনীর ভবনে, প্রাণনাথ কি

ভাবে উদয় ?

১ পরচিতান। কমনে যেতে কোথায় আইলে—একি হে
দেখি রসময়,

১ ফকা। মন প্রাণ যারে সঁপেছ রে প্রাণ
কেন সখা তারে, স্বতন্তরা করে,
হেথা অধিষ্ঠান ?

১ মেল্‌তা। সে যদি হে হয় মানিনী, প্রমাদ হবে গুণমণি,
প্রাণ রে তবে তার জ্বালাতে হবে জ্বালাতন।

মহড়া। কও হে পরের প্রাণ, আজ কেন ঘরে টান, একলা
রেখে প্রিয়জন।
প্রাণের বাহির করে, দিয়াছ হে যে জনেরে,
কেন তারে আর্ প্রাণ বল হে প্রাণধন ?

খাদ। অকস্মাৎ সুপ্রভাত এ কেমন।

২ ফ্‌কা। জন্ম সেধে কেঁদে পেলেম না যাহায়
সে কেন আসিয়ে, আপনি সাধিয়ে,
দেখা দেয় আমায়।

২ মেল্‌তা। কেন বিনা আবাহনে, দেখা পেলাম সেই জনে,
নারি বুঝ্‌তে এসব ভাবের ভাব কেমন।

অন্তরা। সখা হে, সে যে তোমায় ছেড়ে দেছে ;
হেন অনুমান, হতেছে রে প্রাণ,
বুঝি তার হে আমার দশা ঘটেছে।

২ চিতান। তুমিত রসিক প্রাণ, কহিতে কাঁদে প্রাণ,

আমরি যে বা তব মন!

২ পরচিতান। ব্যক্ত আছে তোমার গুণাগুণ, অবলার মন যোগাও যেমন।

৩ ফুকা। যেমন ভাল তুমি বেসেছ আমায়
দেখ দেখ প্রাণ, এমন ভাল যেন, বেশ না কায়।

৩ মেল্‌তা। প্রাণ জ্বালান স্বভাব তোমার, জানিত হে সে রীত ব্যভার, প্রবোধ বাক্যে কতই হব নিবারণ।

---

(১৩৪)

উত্তর।

৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত।

কালীঘাটের দলে গীত হয়।

কালীঘাট নিবাসী ৺মথুরামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থর।

১ চিতান। যতনে মন প্রাণ তোমায় দান, করেছি লো প্রাণ,

১ পরচিতান। নিয়ত তব আশ্রিত, তবু বল হে পরের প্রাণ।

১ ফকা। ভুলে ধর্ম্ম পানেও চেয়ে দেখ না।
নিশি দিন তুষি মন তোষ না তবু মন,
এ দুঃখে প্রাণে বাঁচি না।

১ মেল্‌তা। উচিত নয় বিধুমুখী, অনুগতে করা দুখী
হান কি দোষে নির্দ্দোষীরে বাক্য বাণ।

মহড়া। বুঝলাম প্রেয়সী, আমায় করে দোষী, অন্যজনে দিবে প্রাণ।

আমি নিতান্ত অনুগত, তোমারই প্রেমে রত,
কেন মিছে কথায় বাড়াও মন-অভিমান।

---

(১৩৫)

পালটা।

৺জয় নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

ভবানীপুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। যে তব ত্যজ্য ধন, সে জনে প্রয়োজন, অনিত্য করহে যতন।

১ পরচিতান। সরল হলে এমন কবে হে, মরি কি সরল সুজন।

১ ফুকা। আমার প্রেমে যদি বিক্রীত হবে।
তবে পরের ঘরে, নাগরালি করে,
বল কে রবে।

১ মেল্‌তা। তেমন কপাল হত যদি, প্রাণ কাঁদে কি গুণনিধি,
তবে বিচ্ছেদ হয় কি আমার গলার হার।

মহড়া। আজ কি ভাগ্যোদয়, আমার হে রসময়,
বল্লে আমি প্রাণ তোমার,
যার কাছে প্রাণ থাক যখন, প্রাণ যোগাও প্রাণ তার তখন,
এমন পর-কাতরা মানুষ পাওয়া ভার।

খাদ। জেনেছি সকল হে তোমার রীত ব্যভার।

২ ফকা। দেখা হলে হেসে, তোষ আমায় প্রাণ,
কিন্তু সখা তুমি, পরের প্রেমের প্রেমী
আমারে কথায় কুলান।

২ মেল্‌তা। সে সব কথা থাকুক দূরে, ঘট্‌বে কর্ম্ম অনুসারে,
হ'ল চক্ষের দেখা লক্ষ লাভ আমার।

---

(১৩৬)

ধরতা।

৺জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
কালীঘাট নিবাসী ৺দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্যের বাটীতে
ভবানীপুরের দলে গীত হয়।
৺মথুরামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থর।

১ চিতান। ভাল শুভ দিনে ক্ষণে তোমায় প্রাণ, সঁপে প্রাণ,
মজেছি তোমার প্রেমেতে।

১ পরচিতান। মলাম জন্ম জ্বলে, বিচ্ছেদ অনলে,
তবু পারি না ভুলিতে।

১ ফকা। মনে করি তোমার মুখ হেরব না।
হের্‌লে ও চাঁদ বয়ান, দূরে যায় অভিমান।
তখন আর সে মান থাকে না।

১ মেলতা। ভাসি স্থখসিন্ধুনীরে, আনন্দ অন্তরে।
যেন আকাশের চন্দ্র আমি পাই করে।

মহড়া। এত যে জ্বালাও প্রাণে আমায় প্রাণ—

তবু প্রাণ চাহে তোমারে
মনে করি প্রণয় ভুলি, তোমায় দেখ্‌লে সকল ভুলি,
শুনি কও হে কি করেছ আমারে।

খাদ। কি ক্ষণে তোমারি সনে, দেখা রে।

১ ফকা। কত সইব প্রাণ তোমার যন্ত্রণা।
যতনে মন প্রাণ, করিলাম তোমায় দান,
তথাচ আমার হলে না।

২ মেল্‌তা। পরের প্রেমে বাঁধা তুমি, তোমার প্রেমাধীনী
আমি, তার কেন হই, যে না চাহে আমারে।

---

(১৩৭)

উত্তর।

৺ঠাকুর দাস চক্রবর্ত্তীর প্রণীত।

কালীঘাটের দলে গীত হয়।

৺মথুরামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুর।

১ চিতান। পুরুষ সরল সুজন অতিশয়, নাহি কঠিনতার
লেশ।

১ পরচিতান। আগে প্রাণ সঁপে পরের করে অনাসে—
সহজে সরলেরি শেষ।

১ ফুকা। কমল ফুটায় হে প্রভাকর আদরে,
পতি তার দিবাকর, জেনেও ত মধুকর
ভুলেও ত্যজে না পদ্মেরে।

১ মেল্‌তা। নাহি হয় তার মনক্লেশ, ভাবে সে সুখ অশেষ,
আমি পরের নই, তোমা বই আর জানি না।

মহড়া। কেমন পুরুষের কপাল বুঝিতে নারি,
প্রাণ লয়ে ও সুযশ কর না।
হয়ে তোমারই প্রেমাধীন্ তুষি মন নিশি দিন,
তবু ভলেও ত আমায় 'আমার' বল না।

---

(১৩৮)

পাল্‌টা।

৺জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

১ চিতান। আমার প্রেমে যদি সখা নিতান্ত, একান্ত বিক্রীত
তুমি রসময়।

১ পরচিতান। তবে কি জন্য অনঙ্গেতে প্রাণ আমার,
নিরন্তর হে দগ্ধ হয়।

১ ফূকা। জানি পুরুষ সরল বটে প্রাণধন।
রমণী-নিধনে, কেন নারীর সনে, পুরুষে ত্যজেনা জীবন।

১ মেল্‌তা। নিধন হলে পুরুষের, নারী সঙ্গী হয় তার ;
কোথায় রমণী মলে পুরুষ সঙ্গে যায়।

মহড়া। এমন মন রাখা কথা শিখলে কোথা হে, ভাব দেখে
কেবল হাসি পায়।
আমায় তোষ গুণনিধি, একথা সে শুনে যদি,
হবে জ্বালাতন তবে হে তার জ্বালায়।

(১৩৯)

ধরতা।

শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

কালীঘাট নিবাসী ৺হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে
ভবানীপুরের দলে গীত হয়।

৺মথুরামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থর।

১ চিতান। ছিলাম ছিলাম ভাল ছিলাম প্রেমনা করে,

১ পরচিতান। নাহি জানিতাম প্রেম সুখ বলে হে কারে।

১ ফুকা। হৃদয়পদ্ম প্রাণ ছিল অপ্রকাশ,
এখন সেই কমল, কালেতে ফুটিল,
বাড়িল সুখ-অভিলাষ।

১ মেল্‌তা। তখন সখা হাসি হাসি, কাছে আসি প্রাণ তুষি,
গেলে অনায়াসে মজাইয়া আমারে;

মহড়া। সেধে ছিল কেবা তোমারে।
জ্বালাতে, প্রাণেতে, প্রেমাধীনী অবলারে।

খাদ। কি লাভ হইল, এমন প্রণয় ক'রে,

২ ফুকা। প্রাণে জ্বলতে হয় বলে বলি তাই,
নয়নে নয়নে, হারাতে যে জনে
এখন সেই চক্ষের দেখা নাই।

২ মেল্‌তা। হোক হে যেন অন্যের প্রাণ, হয়েছ প্রাণধন,
আমায় জুড়ালে দূষবে না লোক তোমারে।

(১৪০)

উত্তর ।

৺রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

কালীঘাটের দলে গীত হয়।

৺মথুরামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুর।

১ চিতান। রসিকে প্রেমিকে ! তুমি নবযুবতী

১ পরচিতান। তিলের তরে নাহি ভাবান্তর, প্রেয়সী ! তোমার প্রতি—

১ ফুকা। তুষি প্রাণপণে সদা তোমারে,
কেমন কপালের দোষ তবু দোষ লো আমারে।

১ মেল্‌তা। আমি অনুগত তোমার অনুক্ষণ, তবে মিছে দোষ কেন বল না আমায়

মহড়া। প্রাণ দিয়ে রাখি মান, তুষি প্রাণ—তবু প্রাণ জ্বালাও একি দায়।
স্বভাব তোমার প্রাণ জ্বালান, এই দুখে কাঁদে প্রাণ প্রাণ রে,
প্রকাশ কর্‌তে নারি, দুখ কব কায়।

(১৪১)

পাল্টা।

শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

১ চিতান। আমায় যদি তুমি হে প্রাণ ! প্রাণ সঁপিবে;

১ পরচিতান। তবে পরের ঘরে নাগরালি করে কে রবে।

১ ফুকা। যদি করতাম প্রাণ ভাগ্য হে তেমন
তবে কি প্রাণধন, বিচ্ছেদ অনুক্ষণ
দাহন করে আমার মন।

১ মেল্‌তা। কথায় বল আমি তোমার, কাজে কেনা হয়েছ তার,
প্রাণরে ;—আমি কথার প্রাণ কেবল সেই ত প্রাণ
এখন ;

মহড়া। জানি তুমি সরল সুজন।
ডাকিলে প্রাণ বলে, বল কোথা রাখিয়ে মন।

খাদ। সুপ্রভাত আজ আমার দেখি এ কেমন ?

২ ফুকা। প্রাণ পণ যায়, সেধে পাওয়া দায়
সে আজ সাধে আসি; দেখে পায় হাসি
এই দুখে প্রাণ জ্বলে যায়।

২ মেল্‌তা। অন্তরের অন্তর করে, দিয়েছ হে তুমি যারে,
প্রাণ রে—
কেন প্রাণ বলে কর তারে আকিঞ্চন।

হাফ্ আকড়াই।

---

(১৪২)

ধরতা।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত !

জোড়াসাঁকো নিবাসী ৺নবকুমার মল্লিকের বাটীতে

ভবানীপুরের দলে গীত হয়।

৺মোহন চাঁদ বসুর সুর।

১ চিতান। অপার মহিমা তব শুনি হে নারায়ণ।

১ পরচিতান। বল অনাদি অনন্ত হে সবিশেষ, শ্রীমুখে শুনি
বিবরণ

১ ফুকা। কেন পদ্মের উপর দেখি পদ্ম, তায় বারি বয়
ভাসে পদ্মের জলে পদ্ম একি হে দায়;
দীন নাথ, এ নয় সলিলে শতদল, শ্রীমুখ সুকোমল্
হেরে এ কমল, কমল সলিলবাসী হয়।

১ ডবল ফুকা। আমরি ! শ্রীহরি হে একি অপরূপ, এমন
দেখি নাই।
এ নারীর পাদপদ্ম জিনি কোটী স্থলপদ্ম
শ্যাম হে—
হেরে জুড়ায় আঁখিপদ্ম ও হে নটভূপ।

১ মেল্‌তা। দাসীরে বল শুনি পরিচয়,

মহড়া। অতি কাতরে সুধাই কৃষ্ণ তোমায়,

কে ও সুবর্ণা শশী—হেরে মলিন হয়।

হায়—তড়িত-লাবণ্য, কি বর্ণ সুবর্ণ, সে বর্ণ বিবর্ণ প্রায়।

অতি কাতরা কুণ্ঠিতা, ধূলাবলুণ্ঠিতা, চিন্তিতা কি দুখে ও—শ্যামরায়।

খাদ। হেরে এভাব নানা ভাবের হয় উদয়।

২ ফুকা। নীল জলধর, জিনি নীলাম্বর কটিতে,

স্থির সৌদামিনী যেন অবনীতে, দয়াময় হে,

রবিসুধাংশু রাঙা পায়, নিরন্তর শোভা পায়,

মদন মোহিনী লাজে লুকায় রূপেতে।

২ ডবল ফুকা। রমণীমণ্ডলে হে কে ও রমণী নারি চিনিতে

জগদ্ধন্যা ও রমণী, রমণীর শিরোমণি, শ্যাম হে,

মণিহারা যেন ফণী, অতি দুখিনী,

২ মেল্‌তা। কে এলেন সৌর যজ্ঞে শ্যামরায়?

---

(১৪৩)

উত্তর।

৺গুরুদয়াল চৌধুরীরপ্রণীত।

৺কিশোরী মোহন মুখোপাধ্যায়ের দলে গীত হয়।

৺মোহন চাঁদ বসুর সুর।

১ চিতান। অচিন্ত্যরূপিণী কমলিনী, ওই শুন রসময়ী।

১ পরচিতান। উহায় চেন না ও যে গোপীপ্রধানা
আমি ওই রাধার কোটাহ হই।

১ ফুকা। শ্রীদামেরই শাপে পেয়ে মনস্তাপ কিশোরী,
ঘুচে স্বর্ণবর্ণ হয়েছেন বিবর্ণ, সইরে—
তাই মলিনা প্রাণের প্যারী।

১ ডবল ফুকা। সেই দুরূহ বিরহ হইল ভঞ্জন।
প্রভাসে এসেছেন তাই, প্রাণ ত্যজিবারে রাই,
সই সই সইরে—গোলোকে গোলোকময়ী করিবেন
গমন।

২ মেল্‌তা। শ্রীরাধার হল শাপান্ত এখন।

মহড়া। ব্রজের ঈশ্বরী, ওই রাসেশ্বরী, চিন্তি ও রাধার শ্রীচরণ।
কেবল রাখিতে ভক্তের মান, হানি বিরহ বাণ,
অপার্য্যে এলেম মথুরায়,
আজি ঘুচিল সে দুখ জুড়াল জীবন।

---

(১৪৪)

ধরতা।

শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
কালীঘাট নিবাসী শ্রীনেপাউচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাটীতে
ভবানীপুরের দলে গীত হয়।
৺মোহন চাঁদ বসুর সুর।

১ চিতান। অনাদি অনন্ত তুমি শ্যাম হে, মহিমা অপার,

১ পরচিতান। চরণকমলে সুরধুনী উদ্ভবে, বেদে কয় সারাৎ-
সার।

১ ফকা। কৃষ্ণ তোমা বই ধ্যানে জ্ঞানে জানি না।
দয়াময়, কৃষ্ণধ্যান, কৃষ্ণ জ্ঞান, কৃষ্ণ প্রাণ এ দাসীর,
কৃষ্ণ ধরি হে শ্রীপদে, ত্রাহি মে বিপদে,
শরণ্যে নিরদয় হয়ো না।

১ ডবলফকা। গুণ শ্রীপদের তব, বুঝিব কেমন মাধব।
এ সব ভার, দাসীর আর, কে সবে বিনা কেশব।
বিপদ ভঞ্জনকারী শুনেছি তুমি নাথ।

১ মেল্‌তা। জেনে স্মরণ নিলাম চরণকমলে।

মহড়া। কৃপা কর হরি হে দুখিনী বলে,
প্রাণ যায়, রাখ পায়, নিরুপায় শ্যামরায়,
দেহ দাসীরে পদতরি, তরি হরি, দুখ জলধির
অকূল সলিলে।

খাদ। মাধব শুনেছি তুমি গতি অকূলে।

২ ফুকা। যে জন একান্তে স্মরণ লয়, ও পদে,
তারে শ্যাম, গুণধাম, না হও বাম, কভু হে শুনেছি।
কৃষ্ণ এই গুণে ত্রিলোকময়, দয়াময় তোমায় কয়,
পদাশ্রয় দেহ ঘোর বিপদে।

২ ডবলফ্‌কা। লব স্মরণ কার আর, গতি তুমি হে সারাৎসার,
কৃপালেশ, হৃষীকেশ, কর হে আমায় এইবার।
নিরখি নয়নে সকল কৃষ্ণরূপ কৃষ্ণ হে;

২ মেল্‌তা। দাঁড়াও নয়ন পথে অন্তিম কালে।

তেহারাণে গীতের ভাব প্রকাশ হয়।

আজ দাসী বিরজা জলময়ী হয়, প্রাণযায়,

রাধার শাপের দায় ও দীন দয়াময়।

---

(১৪৫)

উত্তর।

৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত।

কালীঘাটের দলে গীত হয়।

১ চিতান। এই দশা ঘটিল ক্রোধে শ্রীরাধার।

১ পার চিতান। হায়! শ্রীদামের অভিশাপে মনস্তাপ;

গোলক ধাম হল শূন্যাকার।

১ ফুকা। কেন বিরজা সই ভাব আর,

শ্রীমতী, আদ্যা প্রকৃতি, প্রধানা সবাকার।

করি হরি সে বিষাদ, হরিষে বিষাদ,

হইল সাধে গো তোমার।

১ ডবল ফুকা। কেন সখী ভাব অকারণ,

হয়ে আমার প্রেমময়ী, হলে তুমি জলময়ী,

ও জলে ডুবিয়া সই জুড়াব জীবন।

১ মেল্‌তা। গোকুলে হব কৃষ্ণ-অবতার,

মহড়া। রাধে, ইচ্ছাময়ী, সকল ইচ্ছা তাঁর।

এই গীতের অবশিষ্টাংশ বহু অনুসন্ধানেও প্রাপ্ত হওয়া

গেল না। ঐ সম্প্রদায়ের সমস্ত মহোদয়গণকে অনুরোধ করাতেও কেহ সংগ্রহ করিয়া দিতে সক্ষম হইলেন না। সুতরাং প্রাপ্ত অংশমাত্র প্রকাশিত হইলাম।

(১৫৬)

পাল্‌টা।

শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

১ চিতান। কটাক্ষে নাশিতে পার শ্যাম হে, জগতেরি ভার,

১ পরচিতান। প্রাণে বাঁচাতে পারিলে না বিরজায়, শাপেতে শ্রীরাধার।

১ ফুকা। চরণপরশে শুনেছি হে তোমারি,
দীননাথ, অনাসে, হল হে, পাষাণী, মানবী,
আমি করে সার সে শ্রীপদ, হইল এই বিপদ,
অবশেষ প্রাণে মলাম শ্রীহরি।

১ ডবল ফুকা। কৃষ্ণ দোষ দিব কারে, সকলি কপালে করে
ভব ভয় যে ঘুচায়, প্রাণ যায়, ভজে তাঁহারে।
মরিতে হে প্রাণে হরি কাতরা নহি ত,

১ মেল্‌তা। কৃষ্ণ হারা হলাম বিনা দোষেতে,

মহড়া। রইল মনের দুখ এই মনেতে।
যে পদে, বিপদে প্রহ্লাদে, রেখেছ—
তোমার সে পদে প্রাণ সঁপে, মনস্তাপে
মলাম রাধার শাপে এখন প্রাণেতে।

(১৪৭)

ধরতা।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত,
কালীঘাট নিবাসী ৺হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে
ভবানীপুরের দলে গীত হয়।
৺মোহন চাঁদ বস্থর স্থর।

১ চিতান। যে পদ স্মরণে শুনি, কৃষ্ণ হে ঘুচে ভবভয়,
১ পরচিতান। সেই শ্রীপদের দাসীর আজি দীননাথ! বিপদে
প্রাণ যায় দয়াময়।
১ ফুকা। কেবল অন্তরে হরিপদ ভরসা,
দয়াময় নিরাশ্রয়, আসি দাও হে পদাশ্রয়,
কৃষ্ণ দেখি হে শূন্যাকার, স্মরণ আর লব কার,
বিপত্তে ক'র না হে নিরাশা।
১ ডবল ফুকা। রইলে কোথা হে হরি, দেখ না প্রাণেতে মরি,
কোথা শ্যাম, গুণধাম, অকূলের কাণ্ডারী ;
নামের যে গুণ তব, বুঝিব এই বারে।
১ মেলতা। রাখ শরণ্যে হে চরণ-শতদলে,
মহড়া। কোথায় রহিলে হে এমন বিপদ কালে;
নারায়ণ, শ্রীচরণ দরশন বিহনে ;
দাসীর কম্পিত কলেবর, পাতাম্বর
তার পতিতপাবন দুখসলিলে।
খাদ। ভাসি তোমা বিহনে কৃষ্ণ অকূলে;

২ ফুকা। অন্যে জানি না তোমা ভিন্ন হরি হে।
শ্রীচরণ, দরশন, দেহ নাথ এ সময়;
তোমার দাসীরে হৃষীকেশ, দুঃশাসন ধরি কেশ,
লয়ে যায় সভায় রক্ষ রক্ষ হে।
২ ডবলফুকা। এইবার শ্রীপদের গুণ দেখিব হরি কেমন।
বাঞ্ছাময়, তোমায় কয়; বিপদ-ভঞ্জন।
দেখ হে দুখিনী বলে নিদয় হয়ো না।
২ মেলতা। মাধব! স্মরণ নিলাম পদকমলে।

উত্তর পাওয়া যায় নাই।

ভাবের বিরহ।

---

(১৪৮)

উত্তর।

৺রাম বসুর প্রণীত।

৺নীলুঠাকুরের দলে গীত হয়।

১ চিতান। সকল ভণ্ড কাণ্ড ভোলা তোর, তুই পাষাণ্ড নচ্ছার।

১ পরচিতান। ভজিস ঢেঁকি, বলিস কিনা গৌর-অবতার।

১ ফুকা। কি সে করিস দ্বেষ, নাই ঘটে বুদ্ধিলেশ,
বুঝিস্ না সূক্ষ্ম, ও মূর্খ, দিস কোন ঠাকুরের ঠেস্?

মেল্তা। তুই কাঠের ঠাকুর টাটে তুলে মিছে করিস্ পচা ভুর

মহড়া। সেই হরি কি তোর হরু ঠাকুর।
যিনি বাম করেতে গিরি ধরে রক্ষা করেন ব্রজপুর,
যাঁর অভয়চরণ শিরে ধরে জীব তরাচ্চেন গয়াসুর।
যে রজক ছেদন করে করে ধ্বংস করলে কংসাসুর।

ইহার ধরতা পাওয়া যায় নাই।

এই উত্তরে ৺ভোলানাথ ময়রা পরাভব হওয়ায় পাল্টা গীত হয় নাই। কিন্তু ৺রাম বসু পাল্টা উত্তর দিয়াছিলেন। তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

১ চিতান। এখন বুঝলিত এই হরু নয় সেই হরি সারাৎসার;
১ পরচিতান। পূর্ণ ব্রহ্ম সেই হরি, ইনি প্রকাণ্ড অসার।
১ ফুকা। শুনরে বলি মূঢ়, এর খুঁজে পাইনা কুড়।
তোর ঠাকুরকে বল্‌তে বল ভেঙ্গে এর নিগুঢ়।
১ মেলতা। হরির সকল ভক্তে সমান দয়া,
এর সে বিষয়ে অনেক খাম।
মহড়া। বুঝব রহিম কি ইনিই রাম।
ইনি তোমার বেলা শিন্নির গোঁসাই,
আমার প্রতি কেন বাম।
ইনি হিন্দুর দেবতা স্থির, কি মুসলমানের পীর,
তাই বল্‌ দেখি জিগীর,
পূজা পঞ্চ উপচারে, খান কি এক
পীড়িঁতে পাঁচ মোকাম,
হরু দৈবকীর নন্দন কি আবার ফতমা বিবির হন এমাম।

---

(১৪৯)

৺রাম বসুর প্রণীত।

ইহাঁর নিজ দলে গীত হয়।

১ চিতান। যেমন ঠাকুর গুরুর শিষ্য দুটী ভাই,

সেই গৌর আর নিতাই।

১ পরচিতান। দুটী ভাই রাম প্রসাদ নীলু এক যুড়ি তেমনি
দেখতে পাই।

১ ফুকা। যাত্রা ওয়ালার দুটী ভাই শ্রীদাম আর সুবোল,
কীর্ত্তনেতে বাঞ্ছা বলাই, দুটী ভাই দিচ্চে হরিবোল।

১ মেল্‌তা। সংতামাসার মধ্যে দুটী ভাই—"চোরা নবো,
খোঁড়া নবো" চুচুড়াতে;

মহড়া। তেমনি রামপ্রসাদ নীলু দুটী ভাই মান্য জগতে।
দেখ ভাই কি কলি-অবতার,
যেমন বৃন্দাবনের কানাই বলাই
এমাম হোসেন মক্কাতে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

KUNDU FAMILY LIBRARY
MOHEARY

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
গণের প্রাচীন কবি	প্রাচীন কবিগণের	ভূমিকা	১৩
নিজ	দিন	৶০	২৬
শিব	শিবা	৩	১১
হিল্লোলে	হিল্লোলেতে	১৮	১৩
ওত ভ্রমররূপে ষট্‌পদ	মহড়া। ওযে ভ্রমররূপে শ্রীকৃষ্ণ	৫০	২০
কৃষ্ণজ্ঞান	কৃষ্ণধ্যান	৬০	১৬
নেপাউ	নেপাল	১৫৪	১৮
রাধ	রাধে	১৫৬	২০

২৪ নং গান ধর্‌তা ও ২৫ নং গান উত্তর।